Rizon

ওয়েস্টার্ন

জ্বালা

মাসুদ আনোয়ার

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

গ্রন্থস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

ASROY
JALA
By: Masud Anwar

একশ' ছয় টাকা

প্রকাশিত কয়েকটি ওয়েস্টার্ন

কাজী মায়মুর হোসেন

স্বপ্নের খামার+সীমান্তে বিরোধ+ শক্তপাল্লা ১১৬/-

ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

মরণডাক ৭৫/-

কাজী মায়মুর হোসেন/সায়েম সোলায়মান

শিকড়+সঙ্কট ৯৩/-

কাজী শাহনূর হোসেন/
গোলাম মাওলা নঈম/সায়েম সোলায়মান

লোভের ফাঁদে+সামনে বিপদ+ষড়যন্ত্রের জাল ১৪৪/-

কাজি মাহবুব হোসেন

ক্ষিপ্তঘাতক+ধোঁকাবাজ ৮২/-

মাসুদ আনোয়ার

আশ্রয়+জ্বালা ১০৬/-

রওশন জামিল

বাথান ১+২ ৮২/-
সন্ধান+ছায়াশত্রু ৯০/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্র: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

জ্বালা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

স্টোর হাউসটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুন দেখা যাচ্ছে না কোথাও; শুধু সাপের মত এঁকেবেঁকে ওপরের দিকে উঠে আসছে ধোঁয়া; কালো, তৈলাক্ত।

স্টোরের লাগোয়া পাহাড়টার রিজে বসে আছে সাওলো। ওর চারদিকে ছোট-বড় পাথর, ছড়ানো-ছিটানো। পুরো লে-আউটটার ওপর আরেকবার চোখ বুলাল ও।

আশে পাশে প্রায় একশো মাইলের মধ্যে এটাই একমাত্র জেনারেল সাপ্লাই স্টোর। স্টোরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট্ট নদী হিডালগো। হিডালগোর স্বচ্ছ ঠাণ্ডা পানি, কিছুটা হলেও, সহনীয় রেখেছে মরু-মধ্যাহ্নের অসহ্য উত্তাপকে।

শরীর একটুও না-নাড়িয়ে শকুনটার দিকে তাকাল সাওলো। পাখা ছড়িয়ে ভাসছে ওটা শূন্যে, আগের চেয়ে কিছুটা নিচে নেমে এসেছে এখন। আরেকটা শকুন এসে যোগ দিল ওটার সাথে, দুটোই ঘুরতে লাগল চক্রাকারে। জ্যান্ত কিংবা মরা, অনুমান করল সাওলো, কিছু একটা আছে নিচে। শকুন এসে জুটেছে তাই।

বাকস্কিনের তৈরি শার্ট আর জিন্সের জীর্ণ প্যান্ট সাওলোর পরনে। আদি রঙের ওপর ঘামে ভেজা ময়লার পুরু আস্তরণ, ছাইরঙা পাথরের সাথে প্রায় একাকার হয়ে গেছে। ওর পায়ের মলিন বুটজোড়ার অবস্থাও পোশাকের চেয়ে খুব একটা ভাল নয়; চামড়া পচে কয়েক জায়গায় ছাল উঠে গেছে ওগুলোর।

কোলের ওপর আড়াআড়ি শুইয়ে-রাখা শার্পসটার ওপর থেকে হাত সরাল ও। কয়লা রঙের একটা স্প্যানিশ সিগার পকেট থেকে বের করে ঠোঁটে ঝোলাল। এরপর পুরো লে-আউটটার ওপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি বুলাল।

স্টোরটার আশে পাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। সামনের উঠানমত ফাঁকা অংশটা খালি, খালি অদূরে অবস্থিত করালও, দরজা হাঁ করে খোলা ওটার—ঘোড়াগুলো নেই।

ছাই উড়ছে বাতাসে।

ওরা চলে গেছে, অনুমান করল সাওলো। অবশ্য নাও যেতে পারে—

সেক্ষেত্রে ওদের খুঁজে বের করা যাবে না, ওরা নিজে থেকে দেখা না-দিলে। কিন্তু সে-আশায় বসে থাকার সময় ও ধৈর্য কোনটাই আপাতত সাওলোর নেই। ওখানে কী ঘটেছে, একবার দেখা দরকার।

কোলের ওপর থেকে রাইফেলটা নামাল সে, উঠে দাঁড়াল। দূরে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে বেঁধে-রাখা জেবরা ডানটার দিকে তাকাল এক নজর, তারপর চারদিকের রোদে-পোড়া তামাটে পাথরগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভূতের মত নিঃশব্দে নামতে শুরু করল।

একটুও তাড়াহুড়ো না-করে সতর্ক কিন্তু দ্রুতপদে উঠানটা পেরোল সাওলো। ওর হাতে রাইফেল, সামান্য উঁচু করে ধরা; তৈরি।

সন্তর্পণে স্টোর হাউসের চারপাশে ঘুরে এল ও। আসলে স্টোর হাউস নয়, এর কাঠামোটাই দাঁড়িয়ে আছে মাত্র। পাথরের তৈরি দেয়ালের ওপরকার কাঠের ছাদ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ছাই উড়ছে মরুভূমির তপ্ত বাতাসে। সাওলো সরে গেল ওখান থেকে, প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে কূপের পাড়ে গিয়ে দাঁড়াল।

গোঙানির শব্দটা প্রথমবারেই শুনতে পেল ও। তবে মনোযোগ দিল না ওদিকে। ওখান থেকে একটু দূর দিয়ে বয়ে-যাওয়া হিডালগোর দিকে চোখ পড়েছে ওর। মরু-মধ্যাহ্নের তীব্র রোদে ঝলসে যাচ্ছে নদীটা।

আবার শোনা গেল গোঙানির শব্দ। সরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল সাওলো, জমে গেল হঠাৎ। পর মুহূর্তে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরল শব্দের উৎসের দিকে। কূপের পাড় থেকে সামান্য ডানে পাহাড়ের পাদদেশে খোলা জায়গা, ছোট একটা কুটির ওখানে, অক্ষত। জেনারেল স্টোরে আগুন ধরিয়েই ক্ষান্ত থেকেছে ওরা; লুট করেছে ওটাই।

কয়েক পা এগোল সাওলো। কুটিরের পাশ দিয়ে সামনের খোলা জায়গায় চোখ পড়ল ওর। দেখতে পেল লোকটাকে। ক্ষণিকের জন্যে বিভ্রান্ত বোধ করল, তারপরই সতর্কতায় টান টান হয়ে উঠল ওর পেশী।

দ্রুত চারপাশে চোখ বুলাল ও। এ-জায়গাটায় বড় গাছপালা বিশেষ নেই, উইলোসহ বিভিন্ন ছোটখাট গাছের ঝোপঝাড়। এগোতে লাগল সাওলো উঠানে পড়ে-থাকা লোকটার দিকে, চঞ্চল চোখে প্রতিটি ঝোপ, বিশেষ করে উইলোর ঝাড়গুলো তন্ন তন্ন করে দেখে নিচ্ছে, ধীরে ধীরে লোকটার কাছে পৌঁছে গেল ও।

লোকটা কৃশ; দড়ির মত পাকানো শরীরে নীলচে শিরা-উপশিরা, রোদে ঝলসে-যাওয়া লাল চামড়া। মাথা ভর্তি বাদামী চুলে ধূসর ছায়া, পঞ্চাশের সামান্য ওপরে বা নিচে হবে বয়স। অত্যাচার চলেছে ওর ওপর; দু'চোখের

পাতা কেটে নেয়া হয়েছে। খোলা কোটরে সেদ্ধ ডিমের মত ঘোলাটে ঝলসানো দু'চোখ। মাটিতে চারটে খুঁটি গেড়ে দু'হাত আর পা টেনে কাঁচা চামড়ায় পাকানো রশি দিয়ে ওগুলোর সাথে বেঁধে চিৎ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। দেখলে বোঝা যায়, বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে ঘটেছে ঘটনাটা। ইতোমধ্যে কাঁচা চামড়ার দড়ি রোদে কুঁচকে তারের মত কেটে বসেছে। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে বর্ণহীন মরাটে দেখাচ্ছে হাত-পায়ের চামড়া। কাজটা যে অ্যাপাচিদের, বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাইফেলের বাঁটের দিকটা মাটিতে ঠেকিয়ে লোকটার মুখের ওপর ঝুঁকল সাওলো। পাথুরে মাটিতে বাঁটের ঘষায় সামান্য শব্দ হলো। মানুষের উপস্থিতি টের পেল লোকটা। মাথা ঘোরাল অতি কষ্টে। 'কে··· কে তুমি?'

লোকটার গলার স্বর কর্কশ, পাতা-কাটা চোখের দৃষ্টি সাওলোর মাথার ওপর আকাশের দিকে। চোখ বুজতে না পেরে প্রবল সূর্যতাপে দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে লোকটা। নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। তবে কান দুটো সজাগ এখনও। ওর পেটে, পাঁজরের ঠিক নিচে, গভীর ক্ষত। একবারই মাত্র ছুরির আঘাত করা হয়েছে ওখানে। তারপর হাত-পা বেঁধে চিৎ করে রোদে ফেলে রেখে চলে গেছে ওরা, যেন পাতা-কাটা চোখের অসহ্য যন্ত্রণা আর পেট থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণের ফলে তীব্র কষ্ট পেতে পেতে তিলে তিলে মারা যায় হতভাগা লোকটা।

বাকস্কিনের তৈরি খাপ থেকে ছুরিটা বের করল সাওলো, ওর হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল।

গুঙিয়ে উঠল আহত লোকটা। দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকার পর হঠাৎ করে রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় হাতে-পায়ে তীব্র কনকনে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। বেল্টের সাথে আটকানো চ্যাপ্টা ফ্লাস্কটার মুখ খুলল সাওলো, পানি খেতে দিল ওকে। যত্নের সাথে নিজের কোলে তুলে নিল ওর মাথা।

যন্ত্রচালিতের মত ফ্লাস্কটা দু'হাতে ধরে নিজের মুখের কাছে নিয়ে গেল লোকটা, তারপর আচমকা লোভীর মত বিশাল এক চুমুক বসাল ওটার মুখে।

'উঁহুঁ,' সাবধান করল ওকে সাওলো, 'একবারে অত বেশি নয়, পরে।'

'ভয় নেই,' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় ওকে আশ্বস্ত করল লোকটা, 'এখানে কূপ আছে,···অঢেল পানি···'

'ভয় করছি না। বলতে চাচ্ছি, একবারে অত বেশি খেতে যেয়ো না। সেটা ঠিক না।'

'বড় দেরি করে এলে, ভাই!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা। পানি পেয়ে গলার স্বর কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে ওর। 'যা হোক, তবু তো এসেছ···

সেটাও কম নয়।' ওপর-নিচ মাথা দোলাল সে। 'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

'দাঁড়াও, তোমার পেটের ক্ষত বেঁধে দিচ্ছি।'

হাসতে গিয়ে মুখ বিকৃত হলো লোকটার। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। লাভ হবে না আর।'

'তার আগে রোদ থেকে সরিয়ে নিতে হবে।' অদূরে কুটিরটার দিকে চাইল সাওলো। 'দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি।'

রোদে ফোসকা পড়ে গেছে লোকটার শরীরে। সামান্য ছোঁয়ায় তাতে আগুন ধরে যাচ্ছে। যথাসম্ভব আস্তে-ধীরে, আলতো হাতে পাঁজাকোলা করে ওকে কুটিরের ছায়ায় নিয়ে গেল সাওলো, চাদর বিছিয়ে শোয়াল। তারপর পাহাড়ের ওপর বেঁধে রাখা জেবরা ডানটা নিয়ে এসে একটা খুঁটিতে বাঁধল।

রক্ত বন্ধ করার জন্যে চেষ্টার কিছুই বাকি রাখল না ও। গায়ের শার্ট ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে ক্ষতের মুখে গুঁজে দিল। পেট-পিঠ পেঁচিয়ে বাঁধল আরেকটা শার্টের সাহায্যে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল লোকটা। কিন্তু ওর কথাই ঠিক, রক্ত কিছুতেই বন্ধ হলো না।

'বললাম না, অনেক দেরি হয়ে গেছে!' রুক্ষস্বরে বলল ও। 'চেয়ে দেখা ছাড়া এখন আর কিছু করার নেই।'

'চুপ করে শুয়ে থাকো। নড়বে না একদম।'

'চুপ করে শুয়ে থাকব? এই চোখ নিয়ে? হাহ্, তুমি বুঝতে পারছ না, কী যন্ত্রণা যে হচ্ছে, যেন গরম তেলে ভেজে নিচ্ছে কেউ ওগুলো!'

'পারছি,' মাথা দোলাল সাওলো। 'আমি জানি।'

'কী জানো?'

'অ্যাপাচিরা কী করতে পারে।'

'চারজন ছিল ওরা; ভূতের মত নিঃশব্দে এসেছিল। দরজায় ধাক্কা দেবার আগে টেরই পাইনি। সকালের নাশতা খাওয়ায় ব্যস্ত ছিলাম আমরা—কিছুই করার ছিল না।'

'আমরা?'

'হ্যাঁ। আমি আর ম্যাগি। ওরা আমাকে বাইরে নিয়ে যায়। কি করেছে, দেখতেই তো পাচ্ছ। ম্যাগিকে ঘরের ভেতর আটকে রেখেছিল অনেকক্ষণ। এরপর সাথে করে নিয়ে গেছে।'

'তোমার বউ?'

'না, মেয়ে। ম্যাগি...' কষ্টে গলার স্বর বুজে আসতে চাইল আহত লোকটার, 'ও একদম আসতে চায়নি এখানে। এর আগে উত্তরে ছিলাম

আমরা। ভালই ছিলাম—গরু, ভাল ঘাস, ঠাণ্ডা উঁচু জায়গা, প্রচুর পানি, চারদিকে পাইনের সমারোহ। কিন্তু বছর দুয়েক আগে ওসব বেচে দিয়ে এদিকে চলে আসি।'

'ম্যাক ব্রাউনের কাছ থেকে জায়গাটা কিনেছিলে, না!'

'তোমাকে কিন্তু এদিকে নতুন মনে হচ্ছে না।'

'নতুন নই, তবে কয়েক বছর ছিলাম না।'

'চেহারা দেখছি না তোমার। গলা শুনে মনে হচ্ছে বয়স বেশি হয়নি। নাম কি তোমার, বাছা?'

'স্টেইভ, সাওলো স্টেইভ।'

'আমি পার্ক হডসন।' হাতড়ে সাওলোর হাত ধরল। 'তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে, বাছা। কিন্তু···' ম্লান হাসল হডসন, 'আমি তো এখন অন্ধ!'

'সেটাই ভাল হয়েছে,' ভাবল সাওলো। 'যদি দেখতে পেতে, আমি জানি, দ্বিতীয়বার আর আমার দিকে চাইতে না তুমি, মিস্টার।'

উঠে দাঁড়াল সাওলো। 'মি. হডসন, বিশ্রাম দরকার তোমার।'

নিঃশ্বাস ফেলল হডসন, কথা বলল না। সাওলো পশ্চিম দিকে তাকাল, সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

একহারা শরীর সাওলোর। চওড়া বুক আর মাংসল কাঁধ; মেদহীন পেশীবহুল। অন্যের তুলনায় সামান্য খাটো দেখায় ওকে। শক্ত, চৌকো মাথায় খুলি কামড়ে-থাকা বাদামী কোঁকড়া চুল।

ওর মুখে কোমলতা নেই। কফি বীন রঙের চারকোনা মুখের দু'পাশে ঠেলে বেরিয়ে আসা উঁচু চোয়াল। অ্যাপাচি-বাবার দিক থেকে পাওয়া ঈগলের ঠোঁটের মত বাঁকা নাক; নীলাভ সবুজ চোখ আর বাদামী চুল শ্বেতাঙ্গ মায়ের তরফ থেকে। তবে মায়ের চোখ ছিল আরও গভীর এবং চুল সোনালি।

মা মাঝে-মধ্যে বলত, সাওলোর মনে আছে, 'তোমার নানুর চোখ আর চুল পেয়েছ তুমি।'

'হবে হয়তো,' বিড়বিড় করল ও, 'কিন্তু তাতে কী আর আসে যায় এখন?'

জেবরা ডানের পিঠ হতে মালপত্র নামিয়ে নিল ও। উইলো ঝোপের কাছে এক ফালি খোলা জমিতে নিয়ে ছেড়ে দিল ওটাকে। চমৎকার গ্যালেটা ঘাসের জমি, খেয়ে তরতাজা হয়ে উঠবে ঘোড়াটা।

শুকনো মেস্কিটের ডাল জোগাড় করে ছোট্ট করে আগুন জ্বালল ও, অল্প করে খাবার তৈরি করল।

খুব সামান্য খাবার সাথে নিয়ে পথ চলায় অভ্যস্ত সাওলো। কয়েক পাউন্ড শুকনো খাবার আর এক পাইন্ট পানিই থাকে ওর সম্বল। ছোটকালে অ্যাপাচিদের কাছে ও শিখেছে, কয়েক ফোঁটা পানির ওপর ভরসা করে কি করে কাটাতে হয় দিনের পর দিন। সে জানে, খাবারের অভাব হয় না মানুষের, তবে চিনে নিতে হয় কোনটা খাদ্য আর জানতে হয় সেটা কোথায় খুঁজতে হবে। তবে পানি নিয়ে সামান্য বিলাসিতা করল সাওলো এখন। সে জানে, অন্তত আজকের রাতটায় পানির কোন অভাব নেই; কাছেই আছে কূপ।

হডসনের খিদে নেই. তবে ওর তেষ্টা মিটছে না কিছুতেই। বারবার পানি চাইছে। ওর চেতনা এখনও পুরোপুরি লুপ্ত হয়নি। রোদে সেদ্ধ হয়ে-যাওয়া পল্লবহীন চক্ষু গোলক আর ঝলসে ফোসকা পড়ে-যাওয়া চামড়া ওকে তীব্র যন্ত্রণায় ভোগাচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ কিছু করার নেই সাওলোর।

হডসনের জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল ও। একটা ব্যাপারে ও নিঃসন্দেহ, হডসনের এ-অবস্থার জন্যে দায়ী কুরিয়াপো। সাওলো মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। কিন্তু সামলাল নিজেকে। মানুষটাকে এ-অবস্থায় ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না।

'মি. হডসন, কথা বলতে পারবে তুমি?'

'পারব, বাছা।'

আগুনের কাছ থেকে উঠে আসল ও, হডসনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। 'কুরিয়াপোকে চেনো?'

'কুরিয়াপোর কথা শুনেছি।'

'দেখলে চিনতে পারবে না?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল হডসন, 'কত অ্যাপাচিই তো স্টোরে আসত যেত, তাদের মধ্যে কে কুরিয়াপো, আলাদা করে তা চিনতে চাইনি কখনও।'

'ওই চারজন অ্যাপাচি, যারা তোমাদের আক্রমণ করেছে, আমার মনে হয়, ওদের মধ্যে সেও একজন।'

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াতে লাগল হডসন হতাশার ভঙ্গিতে। 'চারজনের একজনকেও দেখিনি এর আগে। পুরানো দিনের অ্যাপাচিদের মতই গোঁয়ার গোবিন্দ ছিল ওরা, হাঁটু পর্যন্ত খাটো পোশাক, পায়ে মোকাসিন আর সারা মুখে রঙ মাখানো।··· কিন্তু কুরিয়াপোর কথা বলছ? শেষ যখন ওর কথা শুনেছি, তখন ওর বাবা জারিপো সহ সান লাজেরোর রিজার্ভেশনে আশ্রয় নিয়েছে ও।'

'নিয়েছিল। তবে এখন ওখানে নেই। বেরিয়ে এসেছে কিছুদিন আগে। ওদের বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে দু'জন।'

শিউরে উঠল হডসন। 'খোদা! কিন্তু আর্মিরা কী করছে? ওদের পিছু নেয়নি?'

'নিয়েছিল। ধরতে পারেনি।...কুরিয়াপো বেশির ভাগ সময় দক্ষিণে থাকে, তবে সর্বত্রই দাপিয়ে বেড়ায় ও।'

'হা খোদা!' বিড়বিড় করল হডসন। 'কিছুই শুনিনি এ-সম্পর্কে।'

'ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে। কুরিয়াপো ওর লোকদের চার-পাঁচজনের ছোট ছোট দল করে পাঠিয়েছে চারদিকে; ওরা ছড়িয়ে পড়েছে, লুটপাট করছে।'

'বাছা,' হডসন থামল একটু। 'তুমি দেখছি সবকিছু জানো। খুঁটিনাটিসহ।'

সাওলোর মুখে মৃদু হাসিটা দেখতে পেল না হডসন। 'ঠিক। সে-সময়টায় আমি পোর্ট বিউদ্রিতে ছিলাম, মি. হডসন।'

নিজেই একটু অবাক হলো সাওলো। মিথ্যে বলছে ও। কিন্তু কেন?

'তুমি তাহলে উত্তরে ছিলে তখন?'

সাওলো অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমি সবখানেই ছিলাম।'

উঠে দাঁড়াল ও। হডসনকে আর প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে ঘুরে মাটির কুটিরটার ওপাশে চলে গেল। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে সিগার জ্বালাল।

পশ্চিম দিগন্তে তাকাল সে। সূর্যাস্তের আর বেশি দেরি নেই। সোনালি রঙের সাজ নিতে শুরু করেছে আকাশ-কিনারা। ঠাণ্ডা বাতাস বের হয়েছে। দিনের প্রচণ্ড তাপ কাটবে এবার। দ্রুত শীতল হয়ে পড়বে মরুভূমি।

উত্তরে তাকাল সাওলো। ওদিকে সান্তা ক্যাটালিনা পর্বতমালার নগ্ন চূড়া আর দক্ষিণে প্রলম্বিত সান্তা রিটার খাঁজকাটা রক্তাভ পিঠ; দক্ষিণ পুবে সান ইগনাসিও রেঞ্জ, চলে গেছে মেক্সিকোর দিকে। সাওলো শুনেছে, রিজার্ভেশন থেকে পালিয়ে কুরিয়াপো ইগনাসিও পর্বতমালার পাদদেশে ঘাঁটি গেড়েছে। এরই মধ্যে সে এবং ছোট ছোট দলে-বিভক্ত তার অনুগত লোকেরা বিস্তীর্ণ এলাকায় হামলা চালিয়েছে। একশো মাইলের ভেতর চলার পথে যা পেয়েছে, তা-ই ধ্বংস করেছে। ওদের হাতে আক্রান্ত ছোট ছোট র‍্যাঞ্চ, বসতি প্রভৃতির লোকেরা টের পাবার আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর্মি ওদের পিছু ধাওয়া করেছিল। লাভ হয়নি। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ওরা পেছনে কোন ট্র্যাক না রেখেই।

রিজার্ভেশনে যাবার আগে কুরিয়াপোর অধীনে প্রায় পঞ্চাশজন লোক

ছিল। ওখান থেকে পালিয়ে এসে কোনও মতে জনা বিশেক যোদ্ধা জোগাড় করতে পেরেছে ও। তার মানে এই নয় যে, সে আগের চেয়ে দুর্বল হয়ে গেছে। বরং বিশজন লোক নিয়েই নরক গুলজার করছে এখন। চার কি পাঁচজনের একেকটি দল ছোটখাট র‍্যাঞ্চ কিংবা বসতিতে ঝোড়ো গতিতে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে মুহূর্তে কাবু করে ফেলছে দ্বিগুণ সংখ্যক শ্বেতাঙ্গকে। খুন, জখম, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ সেরে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে স্রেফ ঘণ্টাখানেক সময় লাগে ওদের। আর যদি কোথাও প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে হয়, মুহূর্তে ভূতের মত নিঃশব্দে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

সা· লাজেরো থেকে কুরিয়াপোকে ট্রেইল করে এসেছে সাওলো। প্রথম দিকে ওরা বিশজন একসঙ্গে ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে বিশজনের দলটি ছোট ছোট কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে সমস্যায় পড়ে যায় ও। ওর দরকার কুরিয়াপোকে। কিন্তু চার-পাঁচটি দলের মধ্যে কুরিয়াপো কোনটির নেতৃত্ব দিচ্ছে, তা বুঝতে না পেরে থেমে যায়। শেষে আন্দাজে একটি দলকে অনুসরণ করতে শুরু করে।

গত দুই দিন ধরে দলটাকে ট্রেইল করে এসেছে সে। এর মধ্যে তিন-তিনবার পেয়েছে ওদের নৃশংসতার প্রমাণ। প্রথমবার একখানা বিধ্বস্ত ওয়্যাগন আর একজন পুরুষ ও মহিলার, সম্ভবত স্বামী-স্ত্রী, বিকৃত লাশ, দ্বিতীয়বার একজন মৃত প্রসপেক্টরকে দেখতে পায়। প্রসপেক্টরের বুকের ওপর দিয়ে ওর ওয়্যাগনটাকেই চালিয়ে দেয়া হয়েছে। ভারী ওয়্যাগনের চাপে থেঁতলে গেছে প্রসপেক্টরের শরীর। ওয়্যাগন টানা খচ্চরগুলোকে গুলি করে মেরে ওগুলোর শরীর থেকে চাকা চাকা মাংস কেটে নেয়া হয়েছে। এছাড়া গতকাল একটি র‍্যাঞ্চ দেখতে পেয়েছে সাওলো, সম্পূর্ণ ভস্মীভূত। কোথাও লাশের চিহ্ন নেই। হতভাগা মানুষগুলোকে যে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয়নি ওর।

অঞ্চলটা পাথুরে, রুক্ষ। চারজনের দলটি ক্রমশ এগিয়ে গেছে। ওদের ট্র্যাক করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল সাওলো। ওর গতি মন্থর হয়ে পড়ে। এ-ফাঁকে ওকে অনেক পেছনে ফেলে যায় ওরা।

ওদের অনুসরণ করার ব্যাপারে চাইলে সেনাবাহিনীর সাহায্য পেত সাওলো। কিন্তু আগে একবার সেনাবাহিনীর সাথে কাজ করতে গিয়ে অর্জিত তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে হতেই মত পাল্টায় ও। সেটা প্রায় দু'বছর আগের ঘটনা। ড্রাগুনে কুরিয়াপোকে ধাওয়া করার ব্যাপারে জেনারেল পি. টি. জনসনকে সাহায্য করেছিল ও। কুরিয়াপো সেবার এক মেক্সিকান পরিবারের সবাইকে হত্যা করেছিল। পরিবারটি ছিল সাওলোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত সাওলো কুরিয়াপোর পশ্চাদ্ধাবন কালে জেনারেল জনসনের বাহিনীর পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব নিয়েছিল, এবং কুরিয়াপোর নিজের এলাকায় ওকে ফাঁদে ফেলেছিল কৌশলে। এরপর কুরিয়াপোকে রিজার্ভেশনে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে জনসন দারুণ খুশি হয় সাওলোর কাজে। নিজের স্কাউট বাহিনীর প্রধানের পদ অফার করে ওকে। কিন্তু সাওলো তাতে রাজি হয়নি। এমন কী, কেন রাজি হয়নি, সেটুকু পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে চায়নি। ফলে জেনারেল জনসনের বিরাগভাজন হয় সে।

আসলে নিজের দিক থেকে পরিষ্কার থাকতে চেয়েছে সাওলো। সে শ্বেতাঙ্গ নয়—দোআঁশলা। তবে বুদ্ধি হবার পর থেকে নিজেকে অ্যাপাচি হিসেবে গড়ে তুলেছে। শ্বেতাঙ্গদের প্রতি ওর কোন মোহ নেই। বরং হাজার শত্রুতা এবং নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও সে কুরিয়াপোর প্রতি সহানুভূতিশীল। এর কারণ কুরিয়াপো একজন অ্যাপাচি।

কিন্তু কুরিয়াপোর সঙ্গে ওর সংঘাত বহুদিনের। সংঘাতের জন্ম তাদের শিশু বয়সেই। বয়স বাড়ার সাথে কমেনি ওটা—বরং তীক্ষ্ণধার ইস্পাতের ছুরির ফলার মত দিন দিন ঝকঝকে হয়ে উঠেছে।

তবে এরকম দ্বন্দ্ব পাশাপাশি বেড়ে ওঠা দু'জন শিশুর মধ্যে থাকতেই পারে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অনেক কিছুর মত এর পরিবর্তন ঘটে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একদিন দু'জনের মধ্যে এমন একটা ব্যাপার ঘটল, যা ওদের পারস্পরিক প্রতিযোগী মনোভাবকে তীব্র ঘৃণায় পর্যবসিত করল।

সেবার বসন্তকালে সাওলো আর কুরিয়াপো দুজনেই তেরোয় পা দিয়েছে। ওদের বাবা জারিপো নিজের লোকজন নিয়ে গিলা নদীর উজানে ক্যাম্প করেছে। খাবার জন্যে দলটির প্রচুর মাংসের দরকার। অবশ্য নদীর কাছাকাছি চওড়া অরণ্যময় গিরিখাতগুলোয় শিকারের অভাব ছিল না। টগবগ করে ফুটছিল সে-সময় সাওলো আর কুরিয়াপো। বড় কিছু শিকারের উদ্দেশ্যে দু'ভাই একদিন বাকস্কিনের থলে ভর্তি তীর আর ধনুক নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ওরা জারিপোর দুই ছেলে—কিন্তু পরস্পর বন্ধু ছিল না। দু'জনে কে কার চেয়ে ভাল কিছু করে পিতার মনোযোগ আকর্ষণ করবে, এ নিয়ে একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকত সারাক্ষণ।

ছাগলের মত তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে পাহাড়ে চড়ছিল ওরা। পথ দেখিয়ে নিচ্ছিল কুরিয়াপো। বয়সে ও সাওলোর চেয়ে সামান্য বড়, আর লম্বা হাত-পা ওকে সাওলোর চেয়ে কিছুটা বাড়তি সুবিধা দিচ্ছিল।

কিন্তু সাওলো সারাক্ষণই কুরিয়াপোর সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটছিল। কুরিয়াপো তাতে খুশি হয়নি—অবাক হয়েছে বরং। এক সময় পাহাড়ের খাঁজঅলা পিঠে চড়ে নিচের দিকে তাকাল ওরা। নিচে বহু দূরে ওদের ক্যাম্প।

হঠাৎ, হেসে সাওলোর দিকে চাইল কুরিয়াপো। 'মাত্র শুরু, কী বলো? আরও অনেকদূর যেতে হবে, তাই না, শাদা-চোখ? নিশ্চয় এবার তুমি তোমার শাদা-মায়ের কাছে ফিরে যেতে চাইবে?' ঠোঁট বাঁকাল সে।

'খবরদার!' ওকে শাসাল সাওলো, 'শাদা-চোখ বলবে না আমাকে!'

কুরিয়াপোর অ্যাপাচি-বাবার মত প্রশস্ত বুক আর চওড়া কাঁধ আর ইয়াকি-মায়ের মত চৌকো মুখ। হাসল ও আবার। 'ঠিক আছে। তুমি খুব ভাল ছুটতে পারো। একদম ইঁদুরের মত। চলো তাহলে আবার এগোই, ইঁদুর মশাই!'

হাঁটতে শুরু করল ওরা। একসময় একটা ছায়াময় ক্যানিয়নে গিয়ে হাজির হলো।

সিডার গাছে ভর্তি ক্যানিয়নটা। লম্বা শাখা-প্রশাখার ফাঁক গলে সামান্য সূর্যালোক এসে পড়েছে মাটিতে। স্যাঁতসেঁতে মাটি; সিডারের উষ্ণ আঠাল গন্ধে ভারী বাতাস।

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এসে একটা নিচু ট্রেইল ধরল ওরা। কিছুদূর এগিয়ে গোলমত একটা সামান্য উঁচু ঢিবির পাশে পৌঁছল। ঢিবির পাশ ঘেঁষে গেছে ট্রেইলটা। মোড় ঘুরতেই আচমকা ভালুকটার সামনে পড়ল ওরা। কালো ভালুক, সরাসরি ওদের দিকে চেয়ে আছে।

বয়স হয়েছে ওটার, নাকে-মুখে কিছুটা ভোঁতা ভাব, সম্প্রতি বাচ্চা দেয়ায় বেশ কাহিল দেখাচ্ছে জন্তুটাকে।

দু'জন মানুষকে আচমকা সামনে দেখে লেজ গুটিয়ে পালানো উচিত ছিল ভালুকটার; কিন্তু পালাল না। সম্ভবত ওর বাচ্চারা কাছে-পিঠে কোথাও ছিল কিংবা এমনও হতে পারে চলাচলের জন্যে ওটাই একমাত্র ট্রেইল হওয়াতে ওর পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। কিন্তু, সম্ভবত পূর্বে লব্ধ কোন অভিজ্ঞতা থেকে জলজ্যান্ত দু'জন মানুষকে পেছনে রেখে চলাটা নিরাপদ মনে না-হওয়ায় সটান দাঁড়িয়ে রইল; রাগ ও অস্বস্তিতে গরগর করে উঠল।

কুরিয়াপোই নেতৃত্ব দিচ্ছিল। 'সাবধান!' ফিস ফিস করে বলল ও, 'একদম নড়াচড়া না!' ধনুকে তীর যোজন করল।

মুহূর্তে গর্জন করে ধেয়ে এল জন্তুটা ওদের দিকে। কুরিয়াপো চেঁচিয়ে

উঠল, তারপর ওটাসহ ট্রেইল থেকে সরে গিয়ে ঢাল বেয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ল। সাওলোর চোখের সামনে। পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা। তাড়াতাড়ি কিনারায় গিয়ে নিচের দিকে তাকাল সে। প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে ঢালু ক্যানিয়নের দেয়ালে কয়েকটি সিডার গাছের সঙ্গে আটকে গেছে দু'জন।

'সাওলো!' ভয়ার্ত গলায় চেঁচাল কুরিয়াপো। বেমক্কা ভঙ্গিতে একটা সিডারের গোড়ার সাথে আটকে আছে ও। পাথরের ঘষায় আর ভালুকের থাবায় এখানে-সেখানে মাংস আর ছাল-চামড়া উঠে গেছে।

ওর কাছ থেকে কয়েক গজ দূরে ভালুকটা। পতনের ধকল সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মাটি শুঁকছে ও, এরপর মাথা তুলল।

কুরিয়াপো আর্তনাদ করল আবার সাওলোর নাম ধরে।

প্রথমে গলার রগ ফুলিয়ে ভালুকটার উদ্দেশে একটা ধমক লাগাল সাওলো। পাত্তা দিল না ভালুকটা। চট করে নিচু হলো ও, অমসৃণ একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিল। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে ছুঁড়ে মারল ওটা জন্তুটার দিকে। মাথা সই করেছিল সাওলো, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কাঁধে আঘাত করল পাথরখণ্ড। সেটা বরং খারাপই হলো ভালুকটার জন্যে। পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে পড়ে গিয়ে কাঁধে আঘাত পেয়েছিল ওটা, পাথর খণ্ডের আঘাতে ব্যথা বাড়ল। ক্ষিপ্ত হয়ে মুখব্যাদান করে ক্যানিয়নের দেয়ালের দিকে ছুটে এল সে। রাগে চোয়াল ফাঁক হয়ে দাঁত বেরিয়ে এসেছে।

ধনুকে তীর জুড়ল সাওলো। পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে তীরটা ভালুকের কাঁধে গিয়ে বিঁধল। দ্বিতীয় তীরটাও একই জায়গায় আঘাত করল; পরেরটা সামনের পায়ের সামান্য পেছনে পাঁজরে গিয়ে ঢুকল। কাবু হয়ে গেল ভালুকটা। তিন-তিনটে তীর-বেঁধা প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে ক্যানিয়ন দেয়াল থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ল।

সাওলো ভালুকের চামড়া, নখ আর কুরিয়াপো একটা ভাঙা পা নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এসেছিল। চামড়ার তৈরি কোট আর নখের পুঁতির মালাটা অনেকদিন ব্যবহার করেছে সাওলো—আর ভাঙা পা নিয়ে বহুদিন খুঁড়িয়ে হেঁটেছে কুরিয়াপো। তাছাড়া ভালুকের নখের আঘাতে তৈরি দাগগুলো আর মিলায়নি ওর শরীর থেকে, শুকিয়ে চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। সাওলো ওর প্রাণ বাঁচালেও কৃতজ্ঞতা বোধ করেনি ও—বরং ওই ঘটনার স্মৃতি ওকে ক্ষিপ্ত করে তুলত। সাওলো কোনদিন তোলেনি ওই প্রসঙ্গ, ওটা নিয়ে কোথাও গল্পও করেনি; তবু কুরিয়াপো কখনও ওর সঙ্গে সহজ হতে পারেনি। ক্রমশ হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়েছে ওর ভেতরে—এবং মনে-প্রাণে সাওলোকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে ও।

অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে এল সাওলো। হডসনের কাছে এসে বসল ওর পাশে।

'সাওলো!' হডসন ক্ষীণকণ্ঠে ডাকল।

'বলো।'

দুর্বল একটা হাত তুলে পশ্চিম দিকে ইশারা করল হডসন, 'সূর্য ডুবছে, না?'

'হুঁ।'

'ঠিকই টের পাচ্ছি। এখনও গরম আছে, তবে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে তা। সাওলো?'

'কিছু বলবে?'

'তোমার অস্ত্রটা দেবে আমাকে?'

সাওলো জবাব দিল না।

'তোমার কাছে তো একটা হ্যান্ডগান আছে, তাই না?'

'আছে।'

'তাহলে অস্ত্রটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যাও তুমি, বাছা।'

সাওলো নিরুত্তর।

'খ্রীষ্টের কসম, বাবা, বুঝতে চেষ্টা করো। শুধু পেটে ছুরি খাবার কষ্টই নয় আমার। সারাদিন প্রচণ্ড রোদে চামড়া ঝলসে গেছে, ফোসকা পড়েছে। তুমি তা-ই দেখতে পাচ্ছ—কিন্তু এর কষ্টটা ভোগ করছি আমি। সারারাত এক ফোঁটা ঘুমও হবে না। ঝলসানো শরীরে কাপড়-চোপড় পরা যাবে না, কম্বল গায়ে দেয়া যাবে না—এমন কী, ঠাণ্ডায় জমে গেলেও আগুনের কাছে যেতে পারব না। তুমি কি চাও সারারাত আমি এভাবে কাটাই?'

আহত লোকটার দিকে চাইল সাওলো। কতক্ষণ টিকবে আর? কে বলতে পারে!

'আরেকটা কথা,' হডসন বলে চলল, 'তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি, কিন্তু আমার কান সজাগ। তোমার চলাফেরার প্রতিটি শব্দের দিকে খেয়াল রেখেছি। তুমি নিঃশব্দে হাঁটতে পারো স্টেইভ, একদম অ্যাপাচিদের মত।' একটু ইতস্তত করল সে। 'কিন্তু···জানি না এতে কোন লাভ হয় কি না—তাছাড়া তোমাকে বলাটা ঠিক হচ্ছে কি না তাও বুঝতে পারছি না—'

'বলো। সঙ্কোচ কোরো না।' ওকে উৎসাহ দিল সাওলো।

'অনেক দেরি হয়ে গেছে।' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল হডসন। 'তবু···আমার মেয়ে···ম্যাগি···ওরা যখন নিয়ে যাচ্ছিল, তখনও জীবিত ছিল ও; চেঁচিয়ে

ডাকছিল আমাকে।' হাহাকার করে উঠল আহত লোকটা। 'ওহ্, খোদা! খোদা! স্টেইভ, ওর বয়স মাত্র আঠারো···'

হডসনের দিকে তাকাল সাওলো। ঝলসানো দু'চোখের কোণ ভিজে উঠেছে লোকটার। 'তুমি চাও আমি ওদের অনুসরণ করি?'

একটু থামল হডসন জবাব দেবার আগে। 'তোমার হাঁটা-চলা একদম শব্দহীন, স্টেইভ।'

'ঠিক আছে। যাব আমি। কাল সূর্য ওঠার আগেই বেরোব।'

'গড ব্লেস ইয়ু, সান।' হডসনের চোখের কোল বেয়ে নেমে এল অশ্রু। 'শোনো, ওরা, ওরা যখন চলে যাচ্ছিল, কান পেতেছিলাম আমি। ওরা দক্ষিণ-পুবে গেছে।'

উঠতে চাইল সাওলো। হডসন ওর হাত খামচে ধরল। 'ওটা দাও, স্টেইভ। প্লীজ, এভাবে রেখে যেয়ো না আমাকে।'

ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিল সাওলো, 'তোমাকে এভাবে রেখে যাব না, মি. হডসন। কথা দিচ্ছি।'

'হ্যাঁ,' শান্ত হলো হডসন। 'কাল ভোরে···সূর্য ওঠার আগে। তুমি ওদের খুঁজে বের করো, বাছা। আর···আমি এভাবে বেঁচে থাকতে চাই না।'

নিজের কোল্টটা বের করে নিল সাওলো। ধরিয়ে দিল ওটা হডসনের হাতে।

'ধন্যবাদ, স্টেইভ, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

দাঁড়াল সাওলো। হডসনের কাছ থেকে সরে গেল দ্রুত। উইলো ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সূর্য ডুবে গেছে। সন্ধের রঙে দূরে নদীর পানি চকচক করছে। ভেজা তীর এবং পানি থেকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। তবু ঘামছে সাওলো। কাজটা কি ঠিক হলো? হডসনের আত্মহত্যার ইচ্ছেটাকে সমর্থন করেছে ও। ওটা নির্বিঘ্নে চুকিয়ে ফেলার জন্যে নিজে ওর হাতে অস্ত্র ধরিয়ে দিয়েছে। জানে না সে। তবে কাজটা দুঃখজনক, অবশ্যই দুঃখজনক।

'ঠিক আছে,' ভাবল সাওলো। 'একটা বুলেট হডসনের জন্যে খরচ করেছে ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আরেকটা বুলেট অবশ্যই কুরিয়াপোর জন্যে। এতে ব্যাপারটা সমান সমান হয়ে যাবে।'

পনেরো বছর আগে, গিলা নদীর উজানে কুরিয়াপোকে ভালুকের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল ও। না-বাঁচালে ব্যাপারটা অমানবিক হত, তা ছাড়া না-বাঁচানোর কোন কারণও ছিল না। কিন্তু কুরিয়াপোর কৃতজ্ঞতা পায়নি ও। কুরিয়াপোর স্বভাবটাই ওই রকমের। ভিক্টোরিও, সানা, রুহ্, বেরেতোনো—

এসব বিখ্যাত অ্যাপাচি যোদ্ধা নেতারও এই একই স্বভাব ছিল। একা ওর দোষ নেই। তবে ওই দিন যদি ও মারা যেত, তাহলে ওর হুকুমে এখনকার ম্যাসাকারগুলো হয়তো ঘটত না।

মেক্সিকান পরিবারটার কথা ভাবল সাওলো। চমৎকার কয়েকজন মানুষ। সাওলোর পরম বন্ধু ছিল ওরা।

মাথা নাড়ল ও। কুরিয়াপোর রেহাই নেই। ওর নিরেট মাথায় একটা বুলেট ঢোকাবে ও, নিশ্চয় ঢোকাবে। এর আগে থামবে না।

আচমকা গুলির শব্দে সামান্য চমকাল ও। হডসন তাহলে মুক্তি পেয়েছে.

দুই

উপুড় হয়ে শুয়ে আছে সাওলো মেস্কিট ঝোপের আড়ালে। হাতের ফিল্ডগ্লাসটা দূরে অ্যাপাচি ক্যাম্পের ওপর স্থির করল। চারজন অ্যাপাচি বিশ্রাম নিচ্ছে মাটিতে শুয়ে, কথা বলছে নিজেদের মধ্যে জার্কি চিবুতে চিবুতে। যত্নের সাথে একে একে প্রত্যেকের মুখের ওপর ফিল্ডগ্লাস স্থির করল ও। একজনকে চিনতে পারল। নাবুতো—ওর বাল্যবন্ধু। বাকি তিনজন অপরিচিত, জারিপো পরিবারের কেউ নয় ওরা।

ফিল্ডগ্লাসটা এবার মেয়েটার ওপর স্থির করল ও। মুখ বুজে কাজ করছে ম্যাগি। এখান থেকে, ওখান থেকে লাকড়ি কুড়িয়ে এনে অগ্নিকুণ্ডে ফেলছে। খোঁড়াচ্ছে ও, এক হাতা লাকড়ি এনে আগুনের পাশে রাখল।

শোয়া থেকে লাফিয়ে উঠল এক অ্যাপাচি, এক লাফে মেয়েটার কাছে পৌঁছে গেল। ডান হাতটা ঘুরিয়ে এনে প্রচণ্ড এক চড় কষাল ওর গালে—তারপর প্রায় আধমিনিট ধরে তালিম দিল সম্ভবত কিভাবে আগুনে লাকড়ি ফেলতে হয় আর কি করে আগুনকে ধোঁয়াবিহীন রাখতে হয়। আরেকটা চড় কষাল ও মেয়েটার অপর গালে, তারপর বীরদর্পে সঙ্গীদের কাছে ফিরে গেল। ওর সঙ্গীরা হাসছে, কাজটা সন্তুষ্ট করেছে ওদের। অতদূর থেকেও, ওদের ভাব-ভঙ্গিতে সাওলোর তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হলো না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে ওদের অনুসরণ করতে শুরু করেছিল ও। আয়রন উড, মেস্কিট, পালো ভার্দে আর ক্যাটক্ল'-এর ঝরাপাতার নিচে ওদের ট্রেইল ঢেকে গেলেও খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়নি ওকে। অবশ্য

শ্বেতাঙ্গদের জন্যে এটা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। কিন্তু সাওলো পুরো শ্বেতাঙ্গ নয়, বাবার দিক থেকে ইন্ডিয়ান রক্ত বইছে ওর শরীরে, তাছাড়া ও বড় হয়েছে অ্যাপাচিদের সাথে, সুতরাং অ্যাপাচিগুলোকে ট্রেইল করতে গিয়ে এক মিনিটের জন্যেও বিভ্রান্ত হতে হয়নি ওকে—এবং তার ফলে এখন অ্যাপাচিদের ক্যাম্পের কাছে একটা জায়গায় বসে ওদের ওপর নজর রাখছে সে।

ট্র্যাক লুকোনোর চিন্তাও অ্যাপাচিদের মাথায় আসেনি। আর্মিরা যে অনুসরণ করছে না এটা জানা ছিল ওদের। আর আর্মি ছাড়া অন্য কেউ পেছনে লাগতে পারে, এটাও ওরা ভাবেনি। ফলে সামনে এগিয়েছে নির্ভাবনায়। বন্দীকে নিয়ে সারাদিন পুবে গেছে ওরা, একবারও দিক পরিবর্তন করেনি। একটানা চলা ওদের ভেতর ক্রমশ একঘেয়েমির জন্ম দিয়েছে। সাথের বন্দীটি যদি মেয়ে না-হয়ে পুরুষ হত, তাহলেও হয়তো কিছুটা উত্তেজনার খোরাক পেত দলটি। কিন্তু স্রেফ জৈবিক আকর্ষণ ছাড়া ওর প্রতি বাড়তি কোনও আগ্রহ নেই ওদের। ফলে দুপুরের দিকে ঘোড়ার রাশ টেনে নিশ্চিন্তে বিশ্রামের আয়োজন করেছে। সাওলো অনুমান করল, বিশ্রামের ফাঁকে ওরা ওদের আগামী কর্মকাণ্ড নিয়েও আলাপ-আলোচনা করবে।

ওদের সঙ্গে কুরিয়াপো নেই। ওরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না এরপর ওর সাথে মিলিত হবে নাকি শাদা মানুষ শিকার করার কাজটা আরও কিছুদিন চালিয়ে যাবে।

হডসনের সাথে দেখা হবার আগে পর্যন্ত চারজনের এ দলটির প্রতি বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না সাওলোর। সে ওদের পিছু নিয়েছিল স্রেফ কুরিয়াপোর কাছে পৌঁছানোর জন্যে। কুরিয়াপো যে ওদের মধ্যে নেই, সেটা ও ট্র্যাকিংয়ের শুরু থেকেই বুঝতে পেরেছিল। এ দলটির সঙ্গে লাগতে যেত না সে—বরং কুরিয়াপোর খোঁজে এদের অজান্তে এদের সাহায্যই নিত।

কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। হডসনকে কথা দিয়েছে সে ওর মেয়েকে অ্যাপাচিদের হাত থেকে উদ্ধার করবে বলে। এর মানে কিন্তু এও নয় যে, মেয়েটির জন্যে ওর ভেতর আলাদা কোন অনুভূতি জেগেছে। বরং মেয়েটি শ্বেতাঙ্গ না হয়ে মেক্সিকান কিংবা ইন্ডিয়ান হলে এর চেয়ে অনেক বেশি সহানুভূতি থাকত ওর। এদিকে ধর্ষণ বা ধর্ষণের পরে হত্যা—এসবের হোতাদের প্রতিও তেমন কোন বিদ্বেষভাব বা ক্রোধ নেই ওর ভেতর। ওই ব্যাপারটা উভয় ক্ষেত্রেই সমান। শাদা সৈন্যরাও একই ব্যাপার ঘটিয়ে থাকে ইন্ডিয়ান গ্রাম আক্রমণ করে দখল করে নেবার পর। ওরাও নির্বিচারে গুলি

চালিয়ে হত্যা করে ইন্ডিয়ানদের, টেনে হিঁচড়ে জঙ্গলে নিয়ে যায় ওদের বউ-ঝিদের। সাওলো ক্ষোভের সাথে লক্ষ করেছে, শাদা মেয়েদের ওপর ইন্ডিয়ানদের ওই ধরনের হামলার সমালোচনা শাদা মানুষদের মুখে প্রচুর শোনা গেলেও ইন্ডিয়ান মেয়েদের ক্ষেত্রে একই ঘটনায় তাদের মুখে স্রেফ কুলুপ আঁটা থাকে।

ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে হডসনের মেয়েকে গভীরভাবে লক্ষ করেছে ও। মারধরের কারণে গায়ে কালশিরে পড়া এবং খুঁড়িয়ে হাঁটা বাদে ঠিকই আছে ম্যাগি। একেবারে প্রথম দিকে, ইন্ডিয়ান হামলার পর পর যা ঘটেছে, ওটাকে আমলে না-এনে ভাবলে মনেই হবে না যে, শারীরিক ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন কোন কষ্ট ওকে ভোগ করতে হয়েছে।

তবে ম্যাগির জীবনটা দুলছে সূক্ষ্ম সুতোর সাথে। যে কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারে ও। ওকে মেরে ফেলা বা জ্যান্ত রাখার ব্যাপারটা এই চারজন অ্যাপাচির মর্জির ওপর নির্ভরশীল। আবার আরও অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে মেয়েটা। সেটাই আশার কথা। হডসনের মেয়েকে ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে উদ্ধার করার ব্যাপারে ওকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনে সাওলো বদ্ধপরিকর। ওর এখন একমাত্র লক্ষ্য, ম্যাগিকে ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে জীবিত উদ্ধার করা। এজন্যে হয়তো ওদের মেরেই ফেলতে হবে। এর ফলে কুরিয়াপোকে খুঁজে পাবার সুযোগটা ওকে হারাতে হবে। হোক। তবু সে প্রতিশ্রুতি পালন করবে।

সাপের মত নিঃশব্দে বুকে হাঁটতে শুরু করল ও। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রিজের কানায় এসে থামল। সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল। তারপর বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে নেমে গেল রিজ বেয়ে; অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে পেছনে একটু দূরে বেঁধে রাখা ঘোড়ার কাছে গিয়ে পৌঁছল।

সূর্য এখন আরও নিচে নেমে এসেছে। পাহাড়ের সবুজ-নীল গায়ে বিকেলের আলো-ছায়া। এবড়োখেবড়ো পাথরে প্রতিফলিত হচ্ছে ক্রমশ লালচে হয়ে আসা আলো। একটা রিজে চড়ে উপত্যকায় অ্যাপাচিদের ক্যাম্পটা আবিষ্কার করেছিল সাওলো। ওখান থেকে একদম কাছে ছিল ক্যাম্পটা। কিন্তু সূর্যও ছিল ওর সামনে। ফলে ফিল্ডগ্লাসে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে চতুর অ্যাপাচিদের কাছে ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে ঝুঁকি নেয়নি ও। ধৈর্যের সাথে অনেকটা পথ ঘুরে বিপরীত দিকের রিজটার ওপরে গিয়ে ওঠে। তারপর নিশ্চিন্তে ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওদের ওপর নজর বুলোতে শুরু করে।

আগের রিজটার উদ্দেশে যাত্রা করল সাওলো। ওখান থেকে অ্যাপাচি

ক্যাম্পের দূরত্ব অর্ধেকেরও কম। সাওলো জানে, শত্রুর যত কাছে যাওয়া যায়, শত্রুকে ঘায়েল করাও তত সহজ ও নিশ্চিত হয়।

আক্রমণ করার আগে যতটা সম্ভব অ্যাপাচিদের কাছাকাছি পৌঁছার পরিকল্পনা করল ও। এ ছাড়াও আরও কিছু পরিকল্পনা খতিয়ে দেখল। কোনওটাই শেষ পর্যন্ত মনে ধরল না। ও জানে, ওর প্রতিপক্ষ অ্যাপাচি। শাদা মানুষ হলে অতটা ভাবার দরকার হত না। রাত হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বসে থেকে অন্ধকারে ক্যাম্পে পৌঁছে চুপি চুপি ওদের ঘোড়াগুলোকে খেদিয়ে দিলেই হত। বিভ্রান্ত শাদা মানুষদের মধ্যে নিঃসন্দেহে হৈ-চৈ পড়ে যেত। চারদিকে ছুটোছুটি শুরু করত ওরা। এই ফাঁকে মেয়েটাকে নির্বিঘ্নে চুরি করে নিয়ে আসতে পারত সে। বিনা রক্তপাতে কাজটা সারা যেত—এবং সেটা মেয়েটার জন্যেও ঝুঁকিপূর্ণ হোত না। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকেই জানে সাওলো, অ্যাপাচিদের সাথে ওসব ধানাইপানাই চলবে না; এই ধরনের পদক্ষেপ স্রেফ আত্মহত্যার সামিল হবে।

বর্তমান পরিকল্পনাটাকেও পুরোপুরি নিশ্ছিদ্র বলা যাবে না হয়তো। এতে অ্যাপাচিদের তিনজনকেই মেরে ফেলতে হবে; কপাল ভাল হলে হয়তো দু'জনকে মারলেও চলবে। তবে বিনা রক্তপাতে মেয়েটাকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া ওর নিজের মারা যাবার আশঙ্কাও থাকে এতে। আবার এমনও হতে পারে, আক্রান্ত হয়ে অ্যাপাচিরা প্রথমেই মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চাইবে। জীবিত হারাতে চাইবে না ওকে।

স্যাডল ব্যাগ থেকে মোকাসিনজোড়া বের করল ও। বুট খুলে ওগুলো পরল। স্ক্যাবার্ড থেকে শার্পসটা বের করে যত্নের সাথে গুলি ভর্তি আছে কি না চেক করল। সীসে আর পেতলে তৈরি চার গুলির পুরানো বাফেলো গান। অস্ত্র হিসেবে ভয়ঙ্কর। কুরিয়াপোর ওপর প্রতিশোধ মিশনটা শেষ করার জন্যে এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে এনেছে সে ওটা।

একটা অনুচ্চ রিজে উঠে হাঁটতে শুরু করল সে। চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো পাথর আর আগাছার ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে নিতে হচ্ছে। চলতে চলতে একটা চোখ রাখছে অ্যাপাচি ক্যাম্পের ওপর। রিজের নিচে ক্যাম্প এবং ওপরে ওর মধ্যেকার প্রতিটি জিনিসের ওপর আরেকটা চোখ বুলোচ্ছে। সতর্ক থাকতে হচ্ছে বিশ্রামরত অ্যাপাচিদের চোখে না-পড়ে যাবার ব্যাপারেও।

দ্রুত হাঁটার তাগিদ বোধ করছে—কিন্তু গতি বাড়াতে পারছে না ও। এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথ বেয়ে জঙ্গলাকীর্ণ পথটুকু পেরোতে প্রচুর সময় লাগছে।

এক সময় রিজের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল, উপত্যকা-মেঝেয় এসে দাঁড়াল অল্পায়াসেই।

এবড়োখেবড়ো উপত্যকা, অসমতল। বিশালাকার পাথর খণ্ড চারপাশে ছড়ানো-ছিটানো; মেস্কিটের নিবিড় ঝোপ।

ক্যাম্পের যতটা সম্ভব কাছে চলে এল সাওলো। ফিল্ডগ্লাস হাতে পর্যবেক্ষণ করার সময় এক জায়গায় দুটি পাথর চাঁইকে মনে মনে চিনে রেখেছিল। দুটি পাথর প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি অবস্থায় পড়ে আছে। পাথর দুটোর মাঝখানের সামান্য ফাঁক বরাবর গিয়ে দাঁড়াল ও, টুপি খুলে একপাশে রাখল, তারপর আস্তে আস্তে মাথা উঁচিয়ে অ্যাপাচি ক্যাম্পের অবস্থা দেখার চেষ্টা করল।

পুরো ক্যাম্পটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ও। ইন্ডিয়ানদের ঘোড়াগুলো একপাশে বাঁধা। চারটে পনি, সাওলো লক্ষ করল, বাকি একটি টীমহর্স। হডসনের একটি ছাড়া বাকি সবগুলো ঘোড়া ওরা মেরে ফেলেছে; জীবিত ঘোড়াটা রেখে দিয়েছে মেয়েটার জন্যে।

এক নজরে পুরো অবস্থাটা মাথায় গেঁথে নিল সে। পরিস্থিতি বিবেচনা করছে। গুলি-গোলা শুরু হলে অ্যাপচিরা কী করে বসতে পারে? ওরা কি আগে ঘোড়ার দিকে ছুটবে? মনে হয় না। পায়ে-হাঁটা মানুষের চেয়ে ঘোড়ার পিঠে-চড়া মানুষ সহজ টার্গেট, ওরা তা জানে। ওদের ক্যাম্পের চারপাশে প্রচুর ঝোপঝাড় রয়েছে। একটু বুদ্ধি খরচ করলে ঘোড়াগুলোর দিকে ফিরেও চাইবে না তারা; আক্রান্ত হওয়ামাত্র ঝোপেঝাড়ে গা ঢাকা দিয়ে আক্রমণকারীর মোকাবেলা করবে।

নাবুতোর সঙ্গে আরেকজন তরুণ অ্যাপাচি; পায়চারি করছে দু'জন ধীর পায়ে, কথা বলছে। মাঝে-মধ্যে একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড়াচ্ছে, সম্ভবত বিতর্ক চলছে দু'জনের মধ্যে কোনও বিষয়ে; বাকিরা শুনছে। আগুনের পাশে মাথা নিচু করে মেয়েটা বসে আছে, আরও কাঠ গুঁজে দিচ্ছে ওখানে।

শাপর্সটা তুলল সাওলো, ধীরে-সুস্থে লক্ষ্য স্থির করল। নাবুতোকে টার্গেট করেছে ও। একমুহূর্ত ওর ওপর স্থির থাকল রাইফেলের নল। একটু ইতস্তত করল, তারপর বিশালদেহী অ্যাপাচির দিকে ঘোরাল নলটা। প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল পুরানো রাইফেল।

ধার-করা এ অস্ত্রটায় এর আগে আর গুলি ছোঁড়েনি ও। পঞ্চাশ ক্যালিবারের গুলি লক্ষ্যের এক ইঞ্চি ওপর দিয়ে গেল। ফলে বুক সই করে ছোঁড়া হলেও গুলিটা অ্যাপাচির চিবুকে আঘাত হানল। খচ্চরের লাথি খেয়ে উল্টে যাবার মত করে চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা।

গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি ছড়াল চারদিকে। চমকে-ওঠা পনিগুলোর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো একটা আরেকটার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

ইন্ডিয়ান যোদ্ধারা নিজেদের স্বভাবানুযায়ী প্রবল বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল নিজ নিজ জায়গায়, যেন মাটির সাথে মিশে গেছে। এমন কিছু ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি ওরা। এ-পর্যন্ত শুধু নিজেরাই হানা দিয়ে এসেছে; ট্রেনিং পেয়েছে লক্ষ্যের দিকে নিরবচ্ছিন্ন এগিয়ে যাবার, অন্যের লক্ষ্যে পরিণত হবার নয়। ফলে সাওলোর আক্রমণ ওদের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত হলো যে, দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত, চৌকস যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও, স্রেফ বেকুব বনে রইল ওরা।

অ্যাপাচিদের এই আপাতবিমূঢ় ভাবকে কাজে লাগাল সাওলো। এ-ফাঁকে তাজা গুলি ভরে নিতে গেল রাইফেলে।

আচমকা নড়ে উঠল এক অ্যাপাচি, নিজের রাইফেলের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল। রাইফেলটা হাতে পেয়ে তিন-চার গড়ান দিয়ে চোখের নিমেষে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল। আরেকজন ঘোড়ার উদ্দেশে ছুটল। একটা গাছের সাথে ফসকা গেরোয় বাঁধা ছিল ঘোড়াটা। হ্যাঁচকা টানে রশিটা খুলে নিয়ে লাফ দিয়ে ওটার পিঠে চড়ল অ্যাপাচি, পাগলের মত পা দাবাল পেটে। তড়িঘড়ি করে রিলোড শেষ করে অস্ত্র উঁচাল সাওলো। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। গাছ-পালার ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল ওর টার্গেট। চোখের কোণে নাবুতোকে দেখল সে। চোখের পলকে ঘুরে গেল ওর অস্ত্রের নল। নাবুতোর হাতে খোলা ছুরি, মেয়েটির দিকে এগুচ্ছে ও।

গুলি ছুঁড়ল সাওলো। কিন্তু তাড়াহুড়োর ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো কিছুটা। বুক সই করা গুলি এবার নিচু হয়ে নাবুতোর হাঁটুতে গিয়ে বিঁধল। ঝাঁকুনি দিয়ে আগুনের পাশে পড়ল নাবুতো। আগুন আর ছাইয়ের ওপর পাগলের মত গড়ান দিল। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে বসল, দু'হাত আর এক হাঁটু ব্যবহার করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাছের ঝোপটার দিকে ছুটল, আহত হাঁটু ল্যাগব্যাগ করছে চলার দমকে। মৃদু হাসল সাওলো; যেতে দিল ওকে বিনা বাধায়।

আগুনে দেবার জন্যে লাকড়ি নিয়ে আসছে মেয়েটা; এসব গোলা-গুলি ওর মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। মৃত অ্যাপাচিটার দিকে তাকাল সে। দাঁড়িয়ে রইল। হাত থেকে লাকড়ি খসে পড়ল পায়ের কাছে, লক্ষই করল না। আস্তে আস্তে বসে পড়ল ও, দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজল। রাইফেলে গুলি ভরতে ভরতে নিচু স্বরে কথা বলল সাওলো, 'নোড়ো না, মেয়ে, একদম নোড়ো না। ওভাবেই বসে থাকো।'

কিছু সময় কেটে গেল এরপর। একটু আগের গোলা-গুলির পর উপত্যকায় হঠাৎ নীরবতা নেমে এসেছে। নীরবতা প্রকট হয়ে উঠেছে। কান পেতে রইল সাওলো।

অ্যাপাচিদের দু'জন পালিয়েছে; একজন ঘোড়ার পিঠে, আরেকজন পায়ে হেঁটে। তাই বলে ওরা একদম পালিয়ে গেছে, ভুলেও অমন ভাবছে না সাওলো। আছে ওরা কোথাও ঘাপটি মেরে। আচমকা আক্রান্ত হয়ে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও এতক্ষণে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার সুযোগ পাচ্ছে। নিশ্চয় গুলির উৎস খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে। অবশ্য শত্রুর পরিচয় এবং সংখ্যা কত, জানে না ওরা। তবে গুলির শব্দ বিশ্লেষণ করলে সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাবে অনায়াসে। কারণ দুটো গুলি একই উৎসকে নির্দেশ করবে। অতএব ফিরে আসবে ওরা নিঃশব্দে। সন্তর্পণে রিজ থেকে উপত্যকা সমতলে নেমে এল ও।

উপত্যকায় ছোট বড় আগাছার ঘন ঝোপ। ঝোপের ভেতর দিয়ে রাইফেল হাতে এগুলো সে। দু'পক্ষই সতর্ক এখন; আক্রমণোদ্যত। যথাসম্ভব খোলা জায়গা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে সাওলো। নিজেকে অদৃশ্য শত্রুর সহজ টার্গেট হতে দিতে রাজি নয়।

উত্তর-দক্ষিণে ফিতার মত প্রলম্বিত মেস্কিট ঝোপের ভেতর দিয়ে প্রায় শ'খানেক ফুট গেল সে। আচমকা মেস্কিট ঝোপ ফুরিয়ে গেল। সামনের খোলা জায়গাটা বালুকাময়, পাথুরে; এখানে ওখানে দু'একটা ক্যাটক্ল' ঝাড়। ফিতার শেষ মাথায় পৌঁছে অপেক্ষা করল খানিকক্ষণ। যতটা সম্ভব বাইরে চোখ বুলাল। কাউকে দেখা গেল না; কারও নড়াচড়ার আভাস কিংবা আওয়াজ পাওয়া গেল না।

আরও কিছু সময় ধৈর্য ধরল ও। 'ঝুঁকিটা নিতেই হবে,' শোনাল নিজেকে।

বাকি পথটুকু প্রায় হামাগুড়ি দিল। আচমকা নিচু হয়ে দৌড় দিল সামনে আড়ালের উদ্দেশে।

বাম দিক থেকে রাইফেল গর্জে উঠল, ডাইভ দিল সাওলো মাটিতে। একটা আলগা পাথরে লাগল ওর রাইফেলের আগা, ছিটকে গেল ওটা হাত থেকে। গড়ান দিল সাওলো। একটু ইতস্তত করল, হস্তচ্যুত অস্ত্রটা তুলে আনার কথা ভাবল। কিন্তু পর পর দু'দুটো গুলি দু'পাশের আলগা পাথরের বি-ঙ শব্দ তুলতেই উৎসাহে ঠাণ্ডা পানি পড়ল ওর। তিন নম্বর গুলিটা পায়ের কাছে পড়তেই রাইফেল-উদ্ধারের আশা ত্যাগ করতে হলো। উবু হয়ে এঁকেবেঁকে সামনে এগোল সে, অপেক্ষাকৃত উঁচু পাথুরে জমিতে গিয়ে পড়ল;

গা ঢাকা দিল পাথরের আড়ালে।

হোলস্টার থেকে ·৪৫ অস্ত্রটা বের করে হাতে নিল সাওলো। অপেক্ষা করতে লাগল।

রাইফেল হারিয়ে নিজের অবস্থা বিচার করছে ও। দু'অ্যাপাচির দু'জনের কাছেই রাইফেল আছে। এবার আস্তে আস্তে যদি চেপে আসে ওরা দু'দিক থেকে, অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে ওর। ·৪৫ পিস্তল দিয়ে কিছুই করতে পারবে না রাইফেলের মোকাবেলায়। স্বস্তির বিষয় হলো, ওরা ওর রাইফেল হারানোর কথা নাও জানতে পারে।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল সে, 'সরে যেতে হবে এখান থেকে। নইলে…'

পাথরের আড়াল থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সাওলো; খিঁচে দৌড় লাগাল কিছুদূর সামনে থেকে আবার শুরু হওয়া মেস্কিট ঝোপের দিকে। গুলিবর্ষণকারী অদৃশ্য শত্রুকে লক্ষ্য ঠিক করার সুযোগ না দেবার জন্যে এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছে সে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে।

আচমকা ঘোড়ার খুরের শব্দের সাথে গুলির আওয়াজ শোনা গেল। ছুটন্ত অবস্থায় এক চোখের কোণায় এক অশ্বারোহীকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। দ্রুত ছুটে আসছে ঘোড়া দু'পাঁজরে মালিকের দু'পায়ের রামগুঁতো খেতে খেতে। প্রচণ্ড দৌড়ের মধ্যে আচমকা ঘোড়ার গতি পরিবর্তন করল রাইফেলধারী অ্যাপাচি। সাওলোর সামনে চলে এল। ঘোড়ার চিঁহিঁর সাথে গলা মিলিয়ে বুনো হুঙ্কার ছাড়ল ও।

গুলি করল সাওলো। মিস করল। ততক্ষণে অ্যাপাচি ওর সামনে চলে এসেছে। পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে কাঁধ আর কোমর বাঁকিয়ে আচমকা লাফিয়ে উঠল ও ওপর দিকে। ধাবমান অশ্বারোহীর গায়ে গিয়ে পড়ল। ধরাশায়ী হলো অশ্বারোহী প্রচণ্ড ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে। সাওলো নিজেও ওর ওপর গিয়ে পড়ল। পিছলে বেরিয়ে গেল সন্ত্রস্ত ঘোড়াটা। পাথরের সাথে গুঁতো লেগে রাইফেলটা হাতছাড়া হয়ে গেছে অ্যাপাচির।

পিস্তল বের করল সাওলো। অন্ধ আক্রোশে অ্যাপাচির পাঁজরে ঠেকাল সজোরে। তারপর ওটা খালি করল ওখানে। প্রতিটি বুলেটের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠল সে; তারপর নিথর হয়ে গেল। ওর মুখের দিকে চাইল সাওলো। অ্যাপাচির মুখ পশ্চিম দিকে ফেরানো, অস্তগামী সূর্যের ম্লান রশ্মি পড়েছে তাতে; মৃত্যুকালীন আক্ষেপে ভয়াবহ দেখাচ্ছে।

যেভাবে ছিল, সেভাবে পড়ে রইল ও কিছুক্ষণ, তারপর নড়ে উঠল। আরেকজন আছে এখনও।

হঠাৎ নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হলো সাওলো। একদম খোলা

জায়গায় বাকি রাইফেলধারীর সহজ টার্গেট হয়ে বসে আছে সে। মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত নামল ওর। মৃদুস্বরে গাল বকল। বাকি অ্যাপাচিটা হয়তো এ মুহূর্তে রাইফেল তুলে ওর মাথা সই করছে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ি কি মরি ছুটতে শুরু করল। সামনে কিছুটা যেতে পারলে জঙলা ঝোপের আড়াল পাওয়া যাবে, তবে তার আগে অক্ষত শরীরে সামনের খোলা জায়গাটা পেরোতে হবে।

সামান্য জায়গা। কিন্তু সাওলোর মনে হচ্ছে, অনন্ত কাল ধরে দৌড়াচ্ছে ও। প্রতিটি মুহূর্তে রাইফেলের গর্জন আশঙ্কা করছে। এক সময় জায়গাটা পেরোল। গুলি করেনি অ্যাপাচি।

ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে পিস্তলে গুলি ভরল সে। অপেক্ষা করতে লাগল।

উত্তেজনা বোধ করছে সাওলো। চিন্তিতও। যে কোনও মুহূর্তে গুলি করতে পারত অ্যাপাচি। করেনি। তার মানে হয়তো ওর গুলি ফুরিয়েছে নয়তো কাজ করছে না রাইফেলের মেকানিজম। তবে তাতে, স্বীকার করল সে মনে মনে, অবস্থার হেরফের তেমন হয়নি। অ্যাপাচিরা খালি হাতেও ভয়ঙ্কর। লড়তে পারে ওরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মেশিনের মত বিরামহীন, অক্লান্ত।

পিস্তল হাতে আস্তে আস্তে মেক্সিট ঝোপের ভেতর দিয়ে সামনে এগোল সাওলো। একটা পাথুরে জায়গায় এসে থামল। সূর্য অস্ত যায়নি এখনও। উত্তপ্ত পাথর আর ঝোপ-ঝাড়ের ভ্যাপসা গরমে ঘামছে সে দর দর করে। বুক, পিঠ আর পাঁজর বেয়ে নামছে ঘাম। মিনিট খানেক অপেক্ষা করল সে, চারদিক পর্যবেক্ষণ করল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। সতর্ক।

আচমকা টিকটিকিটার ওপর চোখ পড়ল ওর। গজ দশেক দূরে একটা পাথরের ওপর খেলা করছে। হঠাৎ থমকে গেল ওটা, নিশ্চল রইল কিছুক্ষণ; কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে যেন। একটু পর লেজ নাড়ল, অস্বস্তিভরে দু'পাশে মাথা নাড়ল; তারপর আচমকা ছুট লাগাল নিচের দিকে, পাথরের তলায় গিয়ে সেঁধোল।

কান পাতল সাওলো নিজেও। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। হঠাৎ শব্দটা শুনল সে। মোকাসিন-পরা পায়ের খস খস শব্দ।

শব্দ লুকানোর জন্যে বাহু আর পাঁজরের মাঝখানে চেপে রেখে পিস্তল কক করল সাওলো। শব্দটার দূরত্ব আন্দাজ করল, তারপর পাথুরে জায়গাটা পেরোল সন্তর্পণে। একটা বড়সড় পাথরখণ্ডের ওপর গিয়ে দাঁড়াল।

অপেক্ষা করল সাওলো। শব্দটা আবার শোনার জন্যে কান পাতল।

শোনা গেল না আর। ওর চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র পাথরখণ্ড। পাথরের ফাঁক বেয়ে চলতে শুরু করল ও, ধীর পায়ে। সামনে একটা মানুষ সমান উঁচু পাথরের ওপর চোখ পড়ল। সামান্য থমকাল। ওটার আড়ালে চাইলে যে কেউ ঘাপটি মেরে থাকতে পারে। আর, ও যদি শব্দের উৎস নির্ণয়ে ভুল না-করে থাকে, তাহলে ওই পাথরটার আড়ালেই লুকিয়ে আছে অ্যাপাচিটা।

পাথরটার দিকে হাঁটতে শুরু করল সাওলো দ্রুতপদে। লুকানো শত্রুকে নিঃসন্দেহ রাখতে চায় ও। একটা ব্যাপারে সে এখন নিশ্চিত যে, অ্যাপাচিটার কাছে রাইফেল নেই—কিংবা থাকলেও ওটার মেকানিজম কাজ করছে না। অতএব আক্রমণ করতে হলে অ্যাপাচিকে ওর কাছে এসে দেখা দিতে হবে।

দ্রুতপদে এগিয়ে যাচ্ছে ও পাথরটার দিকে, শব্দ লুকোবার চেষ্টাও করছে না। ও কিছুই সন্দেহ করেনি—এমন একটা ধারণা দিতে চায় অ্যাপাচিকে।

পাথরের কাছে এসে গেল ও, গা ঘেঁষে সামনে এগোল। সতর্কতায় টান টান হয়ে গেছে ওর স্নায়ু। আচমকা পায়ের পাতার ওপর ভর করে চলন্ত অবস্থায় ঘুরে দাঁড়াল সে। চিতাবাঘের মত, উদ্যত ছুরি হাতে, অ্যাপাচিকে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখল। পিস্তল বের করে নিমেষে গুলি করল সে। গুলির ধাক্কায় ঘুরে গেল অ্যাপাচি, ছুরিসহ দু'হাত তুলল ওপর দিকে, তারপর ডিগবাজি খেয়ে সাওলোর গা ঘেঁষে আছড়ে পড়ল। পরক্ষণেই হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিতে উঠে বসল। ওর বুকে লেগেছে গুলি। রক্তে জামা ভেসে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে, শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে ছুরি ধরা হাতটা উঁচু করল অ্যাপাচি, ছুঁড়ে মারার ভঙ্গি করল; পরক্ষণে ঢলে পড়ল সামনের দিকে। ছুরিধরা হাতটা সাওলোর দু'পায়ের ফাঁকে আছড়ে পড়ল। লাফিয়ে একদিকে সরে গেল সাওলো। পাথুরে জমিতে ঠোকর খেল ছুরির ফলা।

পিস্তল খাপে ঢোকাল ও। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মৃত শত্রুর মুখের দিকে।

অ্যাপাচির ছুরিটা তুলে নিল ও, কার্তুজগুলোও। কিছুদূরে ওর অকেজো রাইফেলটা দেখতে পেল। নিজের রাইফেলটাও দেখল ওখানে। কাছেই দ্বিতীয় অ্যাপাচির মৃতদেহ পড়ে আছে। নিজের ও মৃত অ্যাপাচির রাইফেল দুটো তুলে নিল ও।

প্রচণ্ড অবসাদে শরীর ভেঙে পড়তে চাচ্ছে। ক্যাম্পের দিকে হাঁটা শুরু করল সাওলো। নাবুতোর কথা মনে হতেই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল।

কাছাকাছি আসতে থমকে দাঁড়াল ও। ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হতে চাইল না। ভয়ঙ্কর আক্রোশে বিকৃত মুখ নাবুতোর। ক্যাম্পে একটা পাথরের সাথে হেলান দিয়ে রাখা দুটো রাইফেল। যেখানে ও আহত হয়েছিল, সেখান থেকে মোটামুটি দূরে ছিল পাথরটা। সাওলোর ব্যস্ততার সুযোগে নিজেকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ছেঁচড়ে নিয়ে এসেছে নাবুতো রাইফেলগুলোর কাছে; মাত্র ফুটছয়েক দূরত্ব এখন ও আর পাথরটার মধ্যে।

সবচে' বেশি অবাক হলো সাওলো ম্যাগির নিষ্ক্রিয়তায়। মেয়েটাকে যেভাবে দেখে গেছে ও, সেভাবেই রয়েছে। একই অবস্থায় হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে আগুনের পাশে বসা। নাবুতোর ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আসা দেখছে নির্বিকার দৃষ্টিতে। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

সাওলো ক্যাম্পের সামনে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। ফুটছয়েক দূরে রয়েছে নাবুতো এখনও রাইফেলগুলো থেকে। সাওলোকে দেখে থেমে গেল ও। হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠেছে মুখে। হাল ছেড়ে দিল সে, দু'হাত দু'দিকে মেলে দিল।

একটুও অবাক হয়নি সে। যেন জানত, কী ঘটবে। সাওলোর হাতের অস্ত্রগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল একবার, তারপর হাসল। 'সবাইকে শেষ করেছ?'

জবাব দিল না সাওলো। হাতের অস্ত্রগুলো নামিয়ে রেখে পাথরে হেলান দিয়ে রাখা অস্ত্র দুটো নিয়ে এল। সবগুলো অস্ত্র খানিকটা দূরে একটা ঝোপের পাশে নিয়ে রাখল। মেয়েটার দিকে এগোল এরপর। কাছে গিয়ে নিচু হয়ে একটা হাত রাখল ওর কাঁধে আশ্বাসের ভঙ্গিতে। 'তুমি ঠিক আছ, ম্যাম?'

ম্যাগি ওর দিকে তাকাল না। চুপচাপ বসে রইল। মৃদু ঝাঁকি দিল ওকে সাওলো। 'মিস হডসন!'

ধীরে ধীরে মুখ তুলল ম্যাগি। ওর নির্বিকার শাদা মুখে কোন ভাব নেই। আয়ত চোখ দুটোতে দৃষ্টি নেই, শূন্য। আবার ঝাঁকি দিল ওকে সাওলো। 'ম্যাগি!'

সাড়া দিল না মেয়েটি এবারও। এমন কী, সাওলোর প্রশ্ন যে শুনতে পেয়েছে, এমন কোনও লক্ষণও নেই চোখে-মুখে। মুখ নিচু করল ও, হাঁটুর ওপর চিৎ করে মেলে ধরল দু'হাত। অ্যাপাচিদের টানা-হেঁচড়ার চিহ্ন ওর সুডৌল, পুষ্ট দু'হাতে।

শ্বাস টানল সাওলো। চমৎকার গঠন মেয়েটির হাত দুটোর, স্রেফ সুন্দর।

নাবুতো কথা বলল, 'ও তোমার কথা শুনছে না।'

সাওলো চাইল ওর দিকে। 'ঘোড়ায় চড়তে পারবে?'

'কী জানি?'

'আমি তুলে দেব। চালাতে পারবে না?'

কাঁধ ঝাঁকাল নাবুতো। 'কেন?'

'আমাকে কোথায় দেখেছ, কুরিয়াপোকে যেন তা জানাতে পারো।'

নাবুতো হাসল। ওর চোখ দুটো চকচক করছে প্রতিহিংসায়। 'মজার লোক তুমি, সাওলো! বাজি ধরে বলতে পারি, শোনামাত্র ওখান থেকে তীর ছুঁড়ে এখানে এসে লুফে নেবার মত দ্রুতবেগে ছুটে আসবে কুরিয়াপো। হাহ্। অনেক ঠাট্টা হয়েছে, এবার খুনটা সেরে নাও।'

'খুনোখুনির দরকার নেই আর। যথেষ্ট হয়েছে এ-পর্যন্ত।'

'এর জন্যে?' মেয়েটির দিকে মাথা ঝাঁকাল নাবুতো।

'হ্যাঁ।'

'তোমার মেয়েমানুষ?'

'না। শোনো নাবুতো, ও আমার মেয়েমানুষ না হোক, ও একটা মেয়ে। শাদা মানুষের মেয়ে? হোক। অ্যাপাচি মেয়ে হলেও এই একই ব্যাপার ঘটত। ঠিক আছে?'

'না,' গোঁয়ারের মত অস্বীকৃতি জানাল নাবুতো। 'তুমি অ্যাপাচি নও, শাদা মানুষও নও। তুমি,' থুতু ফেলল সে, 'তুমি বাদুড়ের মত। ইঁদুরও নও, পাখিও নও। আমি,' ঘৃণায় মুখ বেঁকে গেল ওর, 'আসলে জানি না তুমি কী!'

এক মুহূর্ত ওর দিকে চেয়ে রইল সাওলো। তারপর ঠাণ্ডাস্বরে বলল, 'অনেক লাশ পড়েছে, নাবুতো।' এগিয়ে গেল ও। 'ওঠো।' নাবুতোকে ধরে উঠতে সাহায্য করল। ঘোড়ার কাছে হাঁটিয়ে নিয়ে তুলে দিল ওটার পিঠে।

'আমার মনে হয় তুমি কুরিয়াপোকে খুঁজতে গিয়ে আমাদের পেয়ে গেছ। তারপর,' ইশারায় ম্যাগিকে দেখাল নাবুতো, 'ওকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে এই কাণ্ড ঘটিয়েছ। তাই না?'

ওর হাতে লাগাম ধরিয়ে দিল সাওলো। 'যাও, কুরিয়াপোকে গিয়ে বোলো—যা তোমার ইচ্ছে হয়।'

'এন জু!'

পনির পাঁজরে অক্ষত হাঁটুর গুঁতো লাগাল নাবুতো। উপত্যকা পেরিয়ে উত্তরে ছোটাল ওটাকে।

তিন

'ম্যাম, তোমার আত্মীয়-স্বজন আছে কেউ? কোথায় থাকে ওরা? নাম বলতে পারবে কারও?'

হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে ম্যাগি চেয়ে আছে আগুনের দিকে। এবার নিয়ে কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশ বার জিজ্ঞেস করেছে সাওলো কথাগুলো। কয়েক ঘণ্টা ধরে ওকে কথা বলানোর চেষ্টা করছে, একটি শব্দও বের করতে পারেনি ওর মুখ দিয়ে। অ্যাপাচিদের কবল থেকে মুক্তি পাবার পর থেকে এখন পর্যন্ত একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি ম্যাগি।

খুব সামান্যই সাড়া দিয়েছে মেয়েটি সাওলোর কথায়। ওর 'ওঠো', 'বসো', 'খাও', জাতীয় আদেশগুলো বিনা প্রতিবাদে মেনেছে ম্যাগি। তবে প্রাণ ছিল না তাতে। যন্ত্রচালিতের মত কাজগুলো করেছে ও।

সাওলো প্রথমে ভয় করেছিল, মেয়েটি হয়তো মাথায় আঘাত পেয়েছে। তবে আঘাতের কোনও চিহ্ন না দেখে স্বস্তিবোধ করে সে। ওর গায়ে টানা-হেঁচড়া আর অ্যাপাচিদের মারধরের কিছু হালকা দাগ। কাপড়-চোপড় নোংরা আর অসংবৃত হওয়ায় কিছুটা মলিন দেখাচ্ছে ওকে। আর ও যে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, ওটার জন্যে দায়ী ওর হাঁটুতে পাওয়া আঘাতটাই। ওর সমস্যা আসলে মনে, ভাবল সাওলো, হয়তো আচমকা প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে এ অবস্থা হয়েছে মেয়েটার। কিন্তু এই অবস্থায় ওর জন্যে কী করতে পারে সে?

মেস্কিটের আরও কিছু শুকনো ডাল ফেলল ও আগুনে। তেজি হয়ে উঠল আগুন। গুহার পাথুরে দেয়াল আর ছাদে লাল অগ্নিশিখার প্রতিফলন ঘটল। অ্যাপাচি ক্যাম্প থেকে ম্যাগিকে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো নিয়ে এসে এখানে নতুন ক্যাম্প করেছে সাওলো। ক্যাম্পটা অ্যাপাচি ক্যাম্প থেকে মাইল কয়েক উত্তরে।

ম্যাগির এ-অবস্থায় ডাক্তার দেখানো দরকার। ভাল একজন ডাক্তার ছাড়া ওকে সুস্থ করে তোলা যাবে না। এজন্যে যেতে হবে, ছোটখাট কোনও শহরে নয়, সিলভারটন কিংবা ট্যুবাকের মত বড় শহরে। সাওলো যেখানে ক্যাম্প করেছে, সেখান থেকে দুটো শহরই প্রায় সমান দূরত্বে। একটা পুবে আর একটা পশ্চিমে। যে-কোনও একটায় যাওয়া যায় অবশ্য। তবে যাওয়াটা সমস্যা হবে। হত না, যদি এখান থেকে স্টেজকোচ পাওয়া যেত।

স্টেজকোচে যাওয়াটা দ্রুত এবং আরামের হত। অবশ্য ঘোড়ায় চড়েও দ্রুত যাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে সমস্যা হবে ম্যাগিকে নিয়ে। এ-অবস্থায় স্যাডলে তুলে দিলে মেয়েটি ঘোড়া চালিয়ে যেতে পারবে—এটা আশা করা গেলেও, সম্ভবত ঝুঁকিপূর্ণ হবে। নিজের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় দ্রুত ঘোড়া চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পড়তে পারে ও।

সূর্য ডোবার পর বেশিক্ষণ ট্রেইলে থাকেনি সাওলো। দেখে-শুনে ক্যাম্প করেছে রাতের জন্যে; সকালে উঠে ট্রেইলে ফের নামবে। সিলভারটন কিংবা ট্যুবাকে যেতে হলে প্রথমে হেইন্স অ্যান্ড হারমার সড়কে উঠতে হবে। সড়কটা এখান থেকে মাইল ত্রিশেক উত্তরে। আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বসল ও।

উত্তর দিকে যাবার কথা ভাবল সাওলো। নাবুতোও গেছে ওদিকে। তবে ও সম্ভবত জানে না কুরিয়াপো এখন ঠিক কোথায় আছে। কিন্তু তাতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। অ্যাপাচিদের কিছু নির্দিষ্ট জায়গা আছে, যেখানে ওরা খবর আদান-প্রদান করে। নাবুতো ও-রকম কোনও একটায় গিয়ে কুরিয়াপোর খবর নেবে। ওকে না-পেলে খবর রেখে যাবে ওর জন্যে। একসময় কুরিয়াপো জানতে পাবে তা।

সাওলো জানে, ওর খবর পাওয়া মাত্র তীরবেগে ধেয়ে আসবে কুরিয়াপো। নাওয়া-খাওয়া ভুলে ট্রেইল করবে ওকে। হডসনের মেয়েটাকে হাত করার লোভ ওকে দ্বিগুণ উৎসাহ যোগাবে তাতে। অবশ্য ওকে জীবন্ত ধরার আগ্রহও ওর কোনও অংশে কম নয়।

চিন্তাটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না সাওলোর। ও কুরিয়াপোকে পিছু ধাওয়া করতে চায়—পেছন থেকে ওর ধাওয়া খেতে নয়। নিজেকে কুরিয়াপোর শিকার হতে দিতে রাজি নয় ও। তবে ব্যাপারটা নির্ভর করছে নাবুতোর ওপর। অ্যাপাচিরা অনেক ক্ষেত্রেই খেয়ালের বশে চলে। নাবুতোর সঙ্গে ওর বাল্যকালে বন্ধুত্ব ছিল, তা বলে সেটা এখনও আছে, বিশেষ করে নাবুতোর দিক থেকে—একথা হলফ করে বলা যাবে না। অ্যাপাচিদের ভাব-ভঙ্গি দেখে ওরা কী করবে আর কী করবে না, অনুমান করা সম্ভব নয়। নাবুতোর তিন সঙ্গীর মত ওকেও হত্যা না-করায় ও সাওলোর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে, সেটাও নিশ্চয় করে বলা যাবে না। আসলে ওদের কাছে শাদা মানুষের মূল্যবোধ অনুযায়ী কৃতজ্ঞতা বা বিশ্বাসঘাতকতার আলাদা কোনও অর্থ নেই।

যাহোক, এ-ব্যাপারে চোখ-কান খোলা রাখা ছাড়া আপাতত আর কিছু করার নেই। মেয়েটার উপযুক্ত চিকিৎসার জন্যে এখন ওকে উত্তর দিকে যেতে হচ্ছে। নইলে কুরিয়াপোর মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা এড়াতে চাইলে

নিজের পছন্দসই দিক বেছে নিতে পারত। কিন্তু ম্যাগির যা অবস্থা, তাতে ওকে ডাক্তার দেখাতে না-পারলে অবস্থার অবনতি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

ক্যাম্প-ফায়ারের ওপর দিয়ে ম্যাগির পানে চাইল ও। ওর দৃষ্টিতে জেদ। মেয়েটার গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া একটা নকশাদার কেলিকো। ঠাণ্ডায় কাঁপছে ও। মৃদু স্বরে গাল বকল সাওলো, আগুনে আরও কাঠ চাপাল। তারপর থলে থেকে একটা সালতিলো (চাদর) বের করে ওর কাঁধে ছুঁড়ে দিল। চুপচাপ সালতিলো খানা যত্ন করে গায়ে জড়াল ম্যাগি, তারপর আগের মত চেয়ে রইল আগুনের দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সাওলো। ওম পাচ্ছে এখন মেয়েটি, কাঁপুনি কমেছে।

একটু পর নড়ে উঠল ম্যাগি। এই প্রথম সাওলোর বলা ছাড়া নড়ল ও। হাত তুলে মাথার চুল ছুঁল। আঙুল দিয়ে আঁচড়ানোর চেষ্টা করল। ব্যাগ থেকে একটা চিরুনি বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিল সাওলো। খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চিরুনিটার দিকে তাকিয়ে থেকে হাত বাড়াল ম্যাগি ওটার দিকে।

গায়ের শাদা রঙটা বাদ দিলে মেয়েটি সুন্দর, মনে মনে স্বীকার করল সাওলো। ওর চুল চকচকে মধুরঙা, সাওলোর মায়ের চুলও ছিল ওই রঙের। ওর মনে আছে, ছোটবেলায় মা ওকে ঝরণার পাড়ে বসিয়ে রেখে নিজের চুল ধুয়ে আঁচড়াত আর সূর্যালোকে মায়ের ভেজা চুল সোনার সুতোর মত চকচক করত।

অবশ্য মাকে নিয়ে বাল্যকালে সাওলোর লজ্জারও অন্ত ছিল না। মায়ের গায়ের রঙ ছিল শাদা, অ্যাপাচিদের চোখে যা ফ্যাকাসে, অন্যদের মায়েদের মত তামাটে ছিল না; তবু মায়ের মধুরঙা চুলের জন্যে কিছুটা গর্ববোধও ছিল ওর। খেলার সাথীদের কেউ তাকে 'শাদা-চোখ' বলে খ্যাপাতে চাইলে পিটিয়ে ওর নাক ভেঙে দিতে চাইত।

সেবার গ্রীষ্মকালে, সাওলোর বয়স যখন চোদ্দ, ইউ এস আর্মি জারিপোর পরিবারকে সান লাজেরো রিজার্ভেশনে নিয়ে আসে। ওর শৈশবের দিনগুলো বেশির ভাগ মেক্সিকোতে কেটেছিল। এর আগে সাওলো ওর মাকে ছাড়া আর কোনও শাদা চামড়ার মহিলা দেখেনি। সান লাজেরোতে সে আরও দু'জন শ্বেতাঙ্গ মহিলা দেখতে পায়। ওদের একজন রিজার্ভেশনের ইন্ডিয়ান এজেন্টের বউ মিসেস প্রেস্টন, অন্যজন রেভারেন্ড ড্যাটর স্টেইভের বউ মিসেস স্টেইভ। মিসেস প্রেস্টন ছিলেন সুন্দরী ও তরুণী, আর মধ্যবয়সী মিসেস স্টেইভ মোটেই আকর্ষণীয়া ছিলেন না। সেবারই সাওলো প্রথম উপলব্ধি করল যে, সুন্দরী দু'ধরনের—ইন্ডিয়ান সুন্দরী আর শ্বেতাঙ্গ সুন্দরী। এরপর থেকে নিজের মাকে সে সুন্দরী হিসেবে ভাবতে শেখে।

কিন্তু জারিপোর কাছে থেকে নিজের সব সৌন্দর্যই হারিয়েছিল সাওলোর মা। একসময়কার জেন হোয়াইট নামের উজ্জ্বল তরুণীর কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না ওর মধ্যে। তার চকচকে শাদা রঙ তখন ফ্যাকাসে মেরে গেছে, মধুরঙা চুলে নেমেছে ধূসর ছায়া। দীর্ঘকাল ধরে অ্যাপাচিদের সাথে থেকে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল ওর। চলনে-বলনে নিজেকে অ্যাপাচি হিসেবে পরিচিত করতেই আগ্রহ ছিল বেশি। পোর্ট বিউড্রির সেনা অফিসারদের সঙ্গে দেখা হবার পর ওদের প্রশ্নের জবাবে নিজেকে হাফ ইন্ডিয়ান হিসেবে পরিচয় দেয় সে। ওর ভয় ছিল, সঠিক পরিচয় দিলে ওকে ভার্জিনিয়া পাঠিয়ে দেয়া হতে পারে। ওর হাবভাব ও চেহারা-সুরতের হাল দেখে সেনা অফিসাররা ওকে অবিশ্বাস করার কারণ খুঁজে পায়নি।

এরপর থেকে সান লাজেরোর রিজার্ভেশনে ছিল সাওলোর মা। সাওলো এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি শেষে দিন কয়েক আগে মাকে দেখতে গিয়েছিল। কুরিয়াপো তখন পালিয়েছে ওখান থেকে।

মা-ছেলে একান্তে কিছুক্ষণ কথা বলেছিল। কথা বলার ফাঁকে মাকে লক্ষ করেছে ও। আরও ফ্যাকাসে আর রোগা হয়েছে সে আগের চেয়ে; তবে চোখ দুটো সজীব এখনও।

মায়ের মুখে সাওলো কুরিয়াপোর কীর্তির কথা শুনেছে। রিজার্ভেশনে থাকার সময় ওখানকার ইন্ডিয়ান এজেন্টকে খুন করে পালিয়েছে সে বিশজন মাথা গরম আর রক্তপিপাসু সঙ্গীকে নিয়ে।

ওর মা অভিযোগের সুরে বলেছে, 'তোমার ভাই ওকে হত্যা করে পালিয়েছে। এখন ওয়াশিংটনের কর্তাদের কাছে কে যাবে আমাদের জন্যে? তান-তান চমৎকার মানুষ ছিল। শাদা মানুষেরা এখন তোমার ভাইকে কী শাস্তি দেয় কে জানে!'

'ওটা আমার মাথা ব্যথা নয়,' সাফ সাফ বলে দিয়েছে সাওলো। 'আর ওকে আমার ভাই বলবে না।'

'কেন? তোমরা দু'জনই জারিপোর ছেলে!'

'জারিপো তা বলে না আমার সম্পর্কে।'

'বলবে না। কোনদিনই বলবে না সে। তুমি নিজেই তা জানো।'

জানে সাওলো। ভাল করেই জানে। বহুবার শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে ওর।

দক্ষিণপন্থীদের ফোর্ট সামটার দখলের খবর যখন অ্যারিজোনায় পৌঁছায়, তখন সাওলোর মায়ের বাবা কর্নেল রস্টাম হোয়াইট ফোর্ট স্প্যানিঙের কমান্ডার। বাস্তব উপলব্ধি দ্বারা অহেতুক গৃহযুদ্ধটা এড়ানো যাবে,

তখনও এমন ধারণা ছিল কারও কারও মনে; সে মুহূর্তে ইউ এস আর্মি কমিশন থেকে পদত্যাগ করে রস্টাম হোয়াইট। ও তখন নিজ রাজ্য ভার্জিনিয়ার পক্ষে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

সে সময় অ্যাপাচিরা, যুদ্ধের কারণে, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। সর্বত্র নরক গুলজার করছিল ওরা লুটপাট, খুন-জখম আর ধর্ষণের মাধ্যমে। চারদিকে ওদের আক্রমণের ভয়ে সাধারণ মানুষ তটস্থ। কর্নেল রস্টাম হোয়াইট খুব তাড়াহুড়ো করছিল; অ্যাপাচিদের উৎপাত কমার অপেক্ষা করতেও রাজি ছিল না সে। এমন কী, নিজের সাথে এসকর্ট দেবার জন্যেও অনুরোধ জানায়নি কর্তৃপক্ষের কাছে। নিজের বউ আর একমাত্র মেয়েকে নিয়ে প্রাইস সিটির উদ্দেশে যাত্রা করে সে। পথেই অ্যাপাচি হামলায় পড়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে প্রাণ হারায়। ষোলো বছরের কন্যা জেনকে জারিপো হত্যা করেনি।

জেনের কাছে এটা এখনও একটা রহস্যময় ব্যাপার। কারণ, এমন নয় যে, জারিপো ওর রূপে মুগ্ধ হয়ে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। জারিপোর হাবভাবে কোনওদিন জেনের প্রতি সামান্য আকর্ষণও প্রকাশ পায়নি। সে বরং অনেকবার ওর মুখের ওপর বলে দিয়েছে যে সে অতি কুচ্ছিত একটা মেয়েলোক। অবশ্য নারীসুলভ ক্ষমতাবলে জারিপো বলা শুরু করার আগে থেকেই জেন ওর প্রতি জারিপোর অনাকর্ষণের ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

জারিপো ইন্ডিয়ান কুসংস্কার ও তন্ত্রমন্ত্রের ভক্ত। জেনের এখন ধারণা, ওর মধুরঙা উজ্জ্বল চুলের সাথে নিজের যাদুমন্ত্রের ভক্তির একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছিল সে।

রাতের অন্ধকার ছাড়া জারিপো কোনদিন জেন হোয়াইটকে স্পর্শ করেনি। দিনে ওর ছায়াও মাড়াত না। ওদিকে জারিপোর প্রথম স্ত্রী, ইয়াকি ইন্ডিয়ান মহিলা প্রচণ্ড ঘৃণা করত জেনকে, মাঝে-মধ্যে প্রহারও করত মারাত্মকভাবে। ইয়াকি মহিলার এই ঘৃণা জেনের ছেলে হবার আগ পর্যন্ত জারিপোর অগোচরে থাকলেও পরে কিন্তু আর গোপন থাকেনি। জেনের ছেলেকে নিজের ছেলের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে নিয়ে সে জারিপোকে অনবরত ওদের বিরুদ্ধে ফুসলাতে শুরু করে। এক পর্যায়ে জারিপো জেন আর সাওলোকে ঘর থেকে বেরও করে দেয়।

এই স্মৃতিগুলো মোটেও সুখের নয়। জঙ্গলের পাশে মায়ের জীর্ণ ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে মায়ের সাথে কথা বলতে বলতে সাওলো এসব ভাবে।

ওর ইয়াকি সৎমা অনেকদিন আগে মারা গেছে, কিন্তু যে রক্তবীজ ও

রেখে গেছে পৃথিবীতে, তার দাপটে নিরীহ মানুষ এখন অতিষ্ঠ। কুরিয়াপোর প্রতি ওর একটুও টান থাকার কথা নয়, অন্তত ওর নিজের মায়ের সঙ্গে কুরিয়াপোর মায়ের নির্দয় ব্যবহারের কথা মনে করলে। আবার এটাও ঠিক, সে তেরো বছর বয়সে শিকারে গিয়ে কুরিয়াপোকে ভালুকের হাত থেকে বাঁচাতে এগিয়ে যাবার পেছনে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে রক্ত সম্পর্কের ভূমিকাও কম ছিল না।

সে হিসেবে মা তাহলে একদম ভুল বলেনি। কুরিয়াপো ওর ভাই বটে। কিন্তু পরিস্থিতি তাতে পাল্টাচ্ছে না। কুরিয়াপোকে ধাওয়া না করে উপায় নেই ওর।

সচেতন হলো সাওলো। এসব স্মৃতি ওর জন্যে আনন্দের নয়। মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করল সে কষ্টকর স্মৃতিগুলোকে।

সে ম্যাগির দিকে তাকাল। চুল আঁচড়াচ্ছে মেয়েটি এখনও। উঠে দাঁড়াল ও, ঘুরে মেয়েটির কাছে গিয়ে ওর হাত ধরল। 'ঠিক আছে, ম্যাম। এবার তোমাকে ঘুমোতে যেতে হবে।'

চুপচাপ ওর দিকে চাইল মেয়েটি। সাওলো আবার ডাকল ওকে, 'ম্যাম, ঘুমোবে না!'

নিজের বেডরোলটি খুলে ম্যাগির জন্যে বিছিয়ে দিল ও, তারপর ঘুরে আগুনের পাশে আগের জায়গায় বসল। কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ল ম্যাগি আগুনের দিকে পাশ ফিরে। থলে থেকে একটা চাদর বের করে নিল সাওলো, গায়ে জড়িয়ে জুৎ হয়ে বসল।

'কে তুমি?'

চমকে উঠল সাওলো। ম্যাগি কথা বলছে! ওর দিকে তাকাল সে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেয়েটি কম্বলের তলা থেকে। ওর চোখে আগের সে শূন্য দৃষ্টি নেই এখন।

উঠে দাঁড়াল সাওলো।

'কী করতে চাও আমাকে নিয়ে?'

'কিছুই না।'

'তাহলে আমার কাছে এসো না।'

'আসব না,' ওকে আশ্বস্ত করল সাওলো।

আবার বসল ও, মেয়েটিকে লক্ষ করতে লাগল। ম্যাগিকে কিছুটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছে এখন, চোখ ঘুরিয়ে চারদিকে দেখছে সে, বিস্মিত।

'হায়, খোদা!' অস্ফুটে বিড়বিড় করল সে, 'আমি কোথায়?' সাওলোর দিকে ফিরল, 'কে তুমি?'

'স্টেইভ। তোমাকে ইন্ডিয়ানদের হাত থেকে আমি উদ্ধার করেছি, ম্যাম।' হাসল সে আশ্বাসের ভঙ্গিতে।

'ইন্ডিয়ান!' আচমকা মুখে হাত দিল ম্যাগি। 'তাহলে আমার বাবা? আমার বাবা কোথায়?'

'তোমার বাবা মারা গেছে।'

'কী!' কম্বল সরিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল মেয়েটি। 'মারা গেছে! না, বিশ্বাস করি না আমি।...ওকে ওরা মারেনি।'

'আমি ওকে যখন দেখি, তখনও মারা যায়নি তোমার বাবা। মারা যাবার আগে তোমার কথা বলেছে আমাকে।'

'না। মিথ্যে কথা! মিথ্যে বলছ তুমি!'

সাওলো উঠে দাঁড়াল আবার। 'শোনো, ম্যাম...'

'খবরদার! কাছে আসবে না!' রুখে উঠল ম্যাগি।

'আমি তোমার ধারে-কাছেও যাব না। কিন্তু তোমার জানা উচিত...'

দু'চোখে আগুন ঝরাল ম্যাগি। 'না। আমার বাবা তোমাকে পাঠায়নি। তুমি নিজেই এসেছ তোমার নোংরা উদ্দেশ্য নিয়ে।'

'শোনো, ম্যাম...'

'না!' অগ্নিকুণ্ডের পাশ ঘুরে চেঁচাতে চেঁচাতে ওর দিকে এগিয়ে এল ম্যাগি। 'তুমি মিথ্যুক! তুমি একটা নোংরা পচা ইন্ডিয়ান!' দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে সাওলোকে চড় মারার জন্যে হাত ওঠাল ও। সাওলো ওর হাত ধরে ফেলল।

পা চালাল ম্যাগি। সাওলো ওকে থামাবার চেষ্টা করল। কিন্তু মেয়েটির ওপর আবার উন্মাদনা ভর করেছে। ওর নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে দারুণ আক্রোশে। সাওলোকে আঁচড়ে-কামড়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলতে চাইছে ও। শেষ মুহূর্তে মাঝারি মাপের একটা ঘুসি হাঁকাল সাওলো ওর কাঁধে। লুটিয়ে পড়ল ম্যাগি চেঁচাতে চেঁচাতে। পড়ে ফোঁপাতে লাগল।

'শোনো,' শান্তস্বরে ওকে বোঝাতে চাইল সাওলো। 'তোমার কোনওধরনের ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার নেই।'

নিজের চাদর আর রাইফেলটি তুলে নিল ও, অ্যাপাচিদের কাছ থেকে দখল করা অস্ত্রগুলোও নিল। মেয়েটির হাতের কাছে অস্ত্রশস্ত্র থাকাটা নিরাপদ নয় এখন।

ক্যাম্প থেকে মাত্র গজ ছয়েক দূরে ক্যানিয়ন-মুখ। সাওলো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ওখানে চলে গেল। ক্যানিয়নের পিঠ থেকে ঢালু হয়ে যাওয়া সরু মুখটার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল পা ছড়িয়ে। ওর ছড়ানো পা বিপরীত

পাশের দেয়াল ছুঁয়েছে প্রায়। গায়ে চাদর জড়াল ও, রাইফেলগুলো রাখল একপাশে। নিশ্চিন্ত বোধ করছে। ক্যানিয়নটা বক্স, ফলে এর অপর মুখ দিয়ে উন্মাদ মেয়েটা অন্ধকারে পালাতে পারবে না।

ম্যাগি ওকে একদৃষ্টে লক্ষ করছে। ফোঁপাচ্ছে সামান্য, শেষমেষ শুয়ে পড়ল বালিতে। একটু পরে উঠে গিয়ে বেডরোলে শুয়ে গায়ে কম্বল জড়াল।

ওর ঘুমের দরকার, ভাবল সাওলো, রাতে ভাল ঘুম হলে হয়তো সকালে সুস্থ হয়ে উঠবে।

রাতে ঘুমের ঘোরে মেয়েটির কান্না আর ফোঁপানির শব্দে বেশ কয়েকবার ঘুম ভেঙে গেল সাওলোর। সকালে উঠে এ-মেয়ে, তিক্ততার সঙ্গে ভাবল ও, আবার যন্ত্রণা শুরু করবে।

কিন্তু সকালে উঠে ওর ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আচরণ করল ম্যাগি। ক্যাম্প গুটোনোর ব্যাপারে সাওলোর টুকিটাকি সাহায্যের অনুরোধে নির্বিবাদে সাড়া দিল ও। তবে সারাক্ষণ মুখটা পাথরের মত শক্ত করে রাখল। মাঝে-মধ্যে চোখাচোখি হতেই ওর চোখে খুনী দৃষ্টি অনুভব করল সাওলো। আশঙ্কা বোধ করল, মেয়েটি হয়তো মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে।

খুব সকালে, ইগনাসিও পর্বতমালার ভাঙাচোরা শীর্ষগুলোকে প্রথম সূর্য যখন গোলাপী আভায় রঞ্জিত করছে, যাত্রা শুরু করল ওরা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গোলাপী আভা হারিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল সূর্য—আর সান ইগনাসিওর গায়ে ধূসর কর্কশ ছোঁয়া লাগল। চারদিকে বিস্তীর্ণ রুক্ষ প্রান্তর, বালি আর পাথরখণ্ডে ভর্তি; মাঝে-মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিয়ার ঘাস, কঠিন, নগ্ন টিলা—টঙ্কর-ভঙ্গুর; কোথাও কিছু ওক আর পিফনের ঝাড়।

পানির ব্যাপারে চিন্তিত সাওলো। ওদের পানির স্টক সীমিত। গতকাল থেকে সে নিজে এক ঢোক পানিও খায়নি। মেয়েটিকেও দিচ্ছে খুব কম। কম পানিতে ওর তেমন সমস্যা হচ্ছে না। সমস্যা হচ্ছে ম্যাগির। বারবার পানি চাইছে, ওর বরাদ্দ করা পানিতে সন্তুষ্ট থাকছে না।

একজন অ্যাপাচি জানে কোথায় পানির গোপন উৎস রয়েছে কিংবা কোথায় পানি খুঁজতে হবে। একজন শ্বেতাঙ্গের জন্যে অ্যারিজোনার এ-অংশে প্রায় একশো বর্গ মাইলের মধ্যে পরিচিত কয়েকটি ওঅটর হোলই সম্বল। তবে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে এখন ওগুলো শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি। কেউ যদি এসময় দূরযাত্রায় বের হয়, ওকে এমনভাবে চলতে হবে যেন সবগুলো ওঅটর হোল ওর পথে পড়ে। আনাড়ি পথিক হলে শেষ পর্যন্ত পানির অভাবে মরতে হবে।

সাওলোর জানামতে, ওর বর্তমান অবস্থান থেকে সবচে' কাছের পানির উৎসটি প্রায় দশ মাইল দূরে জারিমল্লো ওয়েলসে। কিন্তু সেখানে এখন পানি আছে কি না কে জানে। অ্যাদ্দিনে ওটা শুকিয়ে যাবার কথা। এরপর আছে লাভা রিজার্ভেয়রের কাছে রেডোন্ডো ট্যাংকস। ওখানে সারা বছর পানি থাকে। তবে জায়গাটা প্রায় তিরিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। আর হেইন্স অ্যান্ড হারমার রোড তার চেয়ে অনেক কাছে। সুতরাং উত্তরে সড়কের উদ্দেশে যাওয়াটাই ভাল হবে—আর কপাল ভাল হয়তো একটা স্টেজকোচ পাওয়া যেতেও পারে।

দুপুরের আগেই দিগন্তে অস্পষ্ট হলুদ ছায়াগুলো নড়তে দেখল সাওলো। একটু পরই ধুলোর মধ্য থেকে অবয়বগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ওরা যে কুরিয়াপো ও তার সঙ্গী, বুঝতে অসুবিধা হলো না ওর। নাবুতো ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে।

ডানদিকে ঘোড়া ঘোরাল সাওলো। ম্যাগির ঘোড়াটাকেও তাই করল রশিতে টান দিয়ে। একটা রিজের ওপর ওর চোখ। শ'খানেক গজ দূরে হবে রিজটা ওদের কাছ থেকে—নিচু, মাঝে-মধ্যে ভাঙাচোরা; এখানে ওখানে ওকের ঝোপ। ঝোপের আড়ালে চুপচাপ বসে শত্রুদের ওপর চোখ রাখা যাবে ওদের চোখ বাঁচিয়ে। ঘোড়া দুটোকেও লুকিয়ে রাখা যাবে পাথর আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে।

ঘোড়া থেকে নামল সাওলো। মেয়েটাকে বলল যেখানে আছে, সেখানে অপেক্ষা করার জন্যে। তারপর বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে ফিল্ডগ্লাস হাতে রিজ বেয়ে উঠে গেল। রিজের মাথায় বসে ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগাল।

অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করল সাওলো অশ্বারোহীদের, শেষ পর্যন্ত নিশ্চিত হলো। ওরা যে লাইনে আসছে, সেভাবে এলে সাওলোদের অবস্থান থেকে বেশ কয়েকশ' গজ দূর দিয়ে অতিক্রম করে যাবে। মানুষগুলো এখনও খুঁটিয়ে দেখার মত কাছে এসে পৌঁছেনি, তবে ওরা যে কুরিয়াপোর লোক, এতে কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য টহলরত ইউ এস ক্যাভারলি ট্রুপও হতে পারত, তবে কুরিয়াপোর ভয়ে এতটা দক্ষিণে ওরা আসবে বলে মনে হয় না।

নিচে হুটোপুটির শব্দ শোনা গেল। চোখ থেকে ফিল্ডগ্লাস নামিয়ে ওদিকে তাকাল সাওলো। খাড়াই বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে ম্যাগি। সাওলো ফিরে চাইতেই থেমে গেল।

'ওপরে উঠতে চাইলে,' হাঁক দিল ও, 'হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হবে তোমাকে। নইলে ওদের চোখে পড়ে যাবে।'

সাওলোর কথামত কাজ করল ম্যাগি। আস্তে আস্তে উঠে এসে সাওলোর

পাশে বসল মাঝখানে ফুট দুয়েক ফাঁক রেখে। দিগন্তে উড়ন্ত ধুলোর দিকে চাইল ও, অনেকটা কাছে এসে পড়েছে ধুলো এখন।

'আরে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ম্যাগি, 'এগুলো দেখছি···'

উঠে দাঁড়াতে গেল ও। সাওলো ফিরল ওর দিকে, কাঁধ চেপে ধরে মুখে হাত দিয়ে বসিয়ে দিল ওকে।

'চুপ একদম! ওগুলো অ্যাপাচি।'

ওর হাতের নিচে স্থির হয়ে গেল মেয়েটি। সাওলো আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে নিল ওর কাঁধ আর মুখ থেকে।

একটু পর, হঠাৎ হোলস্টারে টান অনুভব করল সাওলো পর মুহূর্তে ওর কোল্টটা হাতে নিয়ে ওর কাছ থেকে এলোমেলো পায়ে দূরে সরে গেল ম্যাগি। সাওলোর থেকে নিচে কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে পিস্তল সই করল।

'কী করছ?' শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করল সাওলো। 'বুঝতে পারছ না ওরা অ্যাপাচি?'

'না, মিথ্যে কথা। ওরা অ্যাপাচি নয়।' দাঁতে দাঁত ঘষল ম্যাগি। 'ওরা আমার খোঁজে আসছে। আমার বাবা পাঠিয়েছে ওদের।'

এতক্ষণ বসেছিল সাওলো, আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল এবার। এগুলো মেয়েটির দিকে।

'তোমাকে বলেছি আমি,' বলল সে। 'তোমার বাবা বেঁচে নেই।'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ।' পিস্তলের ট্রিগারে চাপ বাড়াল ম্যাগি। ওর নখ শাদা হয়ে উঠল।

সাওলো পিস্তলের দিকে চাইল। 'ওটা কক করে নিতে হবে।'

বলতে বলতে লাফ দিল ও। ম্যাগি কিছু বুঝে ওঠার আগেই কবজিতে আঘাত পেয়ে কঁকিয়ে উঠল। পিস্তল পড়ে গেল ওর হাত থেকে। ওটা ধরার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল সে। বাম হাতে ঝাপটা দিল সাওলো, ডান দিকে কাৎ হয়ে পড়ল ও। সাওলো পিস্তলটা ধীরে-সুস্থে তুলে নিল।

'তোমাকে মাত্র আর একবার বলব আমি,' ঠাণ্ডা শোনাল সাওলোর গলার স্বর। 'তোমার বাবা মারা গেছে। আমি নিজেই ওকে কবর দিয়েছি।'

'না, না, না!' উন্মাদের মত চেঁচাল ম্যাগি, 'ও মরেনি, মরেনি!'

আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল ও সাওলোর ওপর, দু'হাতের নখ দিয়ে খামচি মারতে গেল ওর মুখে। সহ্যের সীমা পেরোল সাওলোর, প্রচণ্ড চড় বসাল ও মেয়েটির দু'গালে পর পর দু'বার। পিছিয়ে গেল ম্যাগি চড় খেয়ে, আর্তনাদ করে উঠল; চড়ের দাগ বসে গেছে ওর দু'গালে। আবার চড় মারল সাওলো আগের চেয়ে আরও জোরে। বসে পড়ল ম্যাগি, এক হাতে মুখ ঢাকল।

আঙুলের ফাঁকে সাওলোর দিকে চাইল; ওর চোখে নগ্ন ঘৃণা।

'নোংরা ইঁদুর!' হিসহিসিয়ে উঠল সে সাপের মত। 'ডার্টি ইনজুন!'

'তোমাকে উদ্ধার করার জন্যে তিন-তিনটে খুন করেছি আমি,' মেয়েটির ক্ষত-বিক্ষত মুখের দিকে চাইল সাওলো। 'আর তুমি কি না আমাকে···ধ্যাত্তেরি!'

মাথায় আগুন ধরে গেল সাওলোর। মনে মনে মেয়েটিকে জাহান্নামে যেতে বলে রিজের চূড়ায় উঠতে গেল। শেষের ক'গজ হামাগুড়ি দিয়ে পার হলো। তারপর চোখে ফিল্ডগ্লাস লাগিয়ে উপুড় হয়ে বসল।

এসে পড়ল অশ্বারোহীরা। সাওলোর হিসেবমত কয়েকশ' নয়, প্রায় এক হাজার গজ দূর দিয়ে রিজটিকে পাশ কাটাল ওরা। ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সাওলো। ওদের সংখ্যা এবং অস্ত্রের পরিমাণ আন্দাজ করল। প্রায় বিশজনের একটা দল। বোঝা যায়, ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত যোদ্ধারা জরুরী ভিত্তিতে একত্রিত হয়েছে। বিশজনের দলের মধ্যে প্রথমে নাবুতোকে চিনতে পারল ও—এবং নাবুতোর পাশে কুরিয়াপোকে।

কুরিয়াপোর অপর পাশে তার চাচা, জারিপোর সৎভাই, নেপুতে। নেপুতেকে চিনতে কষ্ট হলো না সাওলোর। নেপুতে কৃশ, কাঠখোট্টা- লম্বা, অন্য যে কোন অ্যাপাচির তুলনায়। কারণ ওর মা অ্যাপাচি ব্র্যান্ডের নয়, কোমাঞ্চি। সাওলো এদের সাথে ওকে দেখে আশ্চর্য বোধ করল। নির্বিরোধী কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ নেপুতে, খুন-জখম-হত্যার ঘোরবিরোধী; জারিপোর সময়েও এসব ব্যাপারে নিজের অনাগ্রহের কথা স্পষ্ট করে বলত এবং অন্যদেরও বিরত থাকতে বলত এসব থেকে। সেই কিনা এসে জুটেছে তার মাথা-গরম ভাইপোর সাথে! এটা কি করে হয়? অথচ ওরই প্রভাবে জারিপো আস্তে আস্তে শাদামানুষদের ব্যাপারে নিজের ক্রুর দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছিল।

একদম অদৃশ্য হয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত সাওলো পর্যবেক্ষণ করল যোদ্ধাদলটাকে। এরপর নিচে নেমে এসে মেয়েটাকে ঘোড়ায় চড়তে বলল।

ঠিক কতটা সময় পাওয়া যাবে জানে না সাওলো। তবে সড়কে গিয়ে ওঠার মত যথেষ্ট সময় হাতে আছে বলে আশা করছে। সেখান থেকে যে-কোন একটা শহরের দিকে ঘোড়া ছোটাবে। তবে এটা নির্ভর করছে ওদের ব্যাকট্রেইল কতক্ষণ ওদের চোখে পড়ছে না, তার ওপর। ওরা যদি সরাসরি নাবুতোদের ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছে, তাহলে সাওলোর ট্রেইল খুঁজে নিয়ে ওকে ধাওয়া করার আগে কয়েক ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে।

ভাঙাচোরা টিলা-টক্কর আর মাঝে-মধ্যে ওক-ওকোটিলা ঝোপে আকীর্ণ

বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে চোখ মেলে দিল সাওলো। সূর্য আগুন ঢালছে, তপ্ত রোদে ঝলসে যাচ্ছে আকাশ, মাটি আর দূর দিগন্তের সঙ্গে মিশে থাকা অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণী। এর মধ্যেই পথ চলতে হবে, জানে সাওলো। ওর সাথের অর্ধোন্মাদ মেয়েটিকে নিয়ে আপাতত পালাতে হবে ওকে। কুরিয়াপোর মুখোমুখি হবে সে—কিন্তু এভাবে, ওর ধাওয়া খেতে খেতে নয়, ধাওয়া করতে করতে।

ম্যাগি আসছে পেছন পেছন। ওর ঘোড়ার সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা মেয়েটার ঘোড়া। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে চাইল সাওলো। মেয়েটার চোখে চোখ পড়ল। ওর চোখে ঘৃণা—নগ্ন ঘৃণায় ঝলসে যাচ্ছে দু'চোখ; ফাটা দু'ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গাল বকছে বিড়বিড় করে।

সাওলো চোখ ফেরাল সামনের দিকে।

চার

ইনজুন! ইনজুন! ইনজুন!

ঘোড়ার চলার তালে তালে সাওলোর মাথার ভেতর বাজছে মেয়েটির দেয়া গালটি। জ্বালা ধরে যাচ্ছে ওর গায়ে; সাথে সাথে অবাকও লাগছে এরপরও মেয়েটাকে থামতে বাধ্য করছে না বলে। এটা ঠিক নয়।

তবে মেয়েটির জন্যে এক ধরনের সহানুভূতিও বোধ হয় কাজ করছে ওর মধ্যে। অ্যাপাচিদের কবল থেকে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের স্মৃতি নিয়ে মুক্তি-পাওয়ায় মেয়েটি হয়তো ওর হাফ-অ্যাপাচি মুখ দেখে নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না; প্রবল প্রতিক্রিয়ায় তীব্র ঘৃণার সঙ্গে থুতু ছড়িয়ে দিতে চাইছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইন্ডিয়ানদের প্রতি শাদা মানুষদের এই মনোভাব কিছুটা লুকানো থাকে, কিন্তু এধরনের অবস্থায় নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে তা।

শাদা মানুষ! সাওলো জানে, শাদা মানুষেরা কী।

চোদ্দ বছর বয়সেই প্রথম শাদা মেয়েমানুষ সম্পর্কে সচেতন হয়েছিল সে। ওর কাছে নিজের মাকে কখনও শাদা মেয়ে মানুষ মনে হত না; ভাবত ওটা অ্যাপাচিদেরই আরেকটা ধরন। এদিকে সান লাজেরোর এজেন্টের বউ মিসেস ক্যাম্পবেল ছিল যুবতী এবং সে ইন্ডিয়ানদের একদম পছন্দ করত না। ইন্ডিয়ানদের সান্নিধ্যে বিরক্ত হত, সে জন্যে ওদের কাছে যাবার সময় এক বোতল স্মেলিং সল্ট সঙ্গে রাখত।

কিন্তু মিশনারির বউ ছিল অন্য ধরনের। সাওলোর ভাল লাগত ওকে। প্রায় সময় মিশনের চারপাশে ঘুর ঘুর করত সে আর টুকটাক কাজ করে দিত। এক সময় রেভারেন্ড মি. এবং মিসেস স্টেইভ ওকে অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও সন্তান হিসাবে স্বীকৃতি দেন, এমনকী, তাঁদের শেষ নাম ব্যবহারের অনুমতিও দেন। মিসেস স্টেইভ তাকে শেখান কিভাবে সুন্দর জীবনযাপন করতে হয়, কিভাবে অন্যের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হয়। ষোলো বছর বয়সে রিজার্ভেশন থেকে বেরিয়ে আসে সে। তার রক্তে তখন অস্থিরতার ঢেউ, কল্পনায় কঠিন জীবনের লোভনীয় হাতছানি।

এর কয়েকমাস পরে ওর সঙ্গে বিশালবক্ষা হেনা পিয়েটের পরিচয় হয়। হেনা তখন নচেসে ওর সদ্যপ্রয়াত স্বামীর পরিত্যক্ত নোংরা বিশাল বাড়িটায় থাকত। সাওলো ওর আশ্রয়ে খেতে পরতে পেত আর রাতে ওর সাথে ঘুমোত। ওর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল সে, তবে ওর কাছেও হেনার কৃতজ্ঞ থাকার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে করত।

সুতরাং শাদা মেয়ে মানুষদের সম্পর্কে ভালই জানা আছে ওর।

দুপুরের দিকে দুটি রিজের মাঝখানে একটা শৈলশিরায় পৌঁছল ওরা। শৈলশিরাটার নিচ দিয়ে চলে গেছে স্টেজ রোড; বিশাল মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাওয়া রাস্তাটাকে একটা ধূসর ফিতের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু অঞ্চলটি উঁচু-নিচু, ফলে কিছুদূর গিয়ে রাস্তা হারিয়ে গেছে টিলা-টক্করের আড়ালে। তবে সাওলো জানে, ঠিক কোথায় আছে ওরা। এখান থেকে ট্যুবাক এবং সিলভারটনের দূরত্ব প্রায় সমান, ট্যুবাক হয়তো সামান্য কাছেই হতে পারে।

কিন্তু এ-মুহূর্তে দরকার বিশ্রাম। একটা বিশাল পাথরখণ্ড চোখে পড়ল ওর। সূর্যকে আড়াল করে প্রচুর ছায়ার সৃষ্টি করেছে ওটা। আশ্রয় হিসেবে জায়গাটা পছন্দ করল সে। ম্যাগির দিকে চাইল। নিস্তেজ হয়ে পড়েছে মেয়েটা, ঘোড়ার পিঠের ওপর নুয়ে পড়েছে ওর মাথা। তবে চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ, জ্বলজ্বল করছে ঘৃণায়। পাত্তা দিল না সাওলো; ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়াল। ওর হাত এবং কাঁধে ভর দিয়ে নেমে এল মেয়েটি; তবে, সাওলো অনুভব করল, ওর শরীর এখনও শক্ত, অনমনীয়।

পাথরের ছায়ায় গিয়ে ক্লান্তিতে ধপ করে বসে পড়ল ম্যাগি। এক মুঠো জার্কি আর দু'চুমুক পানি বাড়িয়ে দিল সাওলো ওর দিকে। বাকি পানিটা দূরে সরিয়ে রাখল। পানির স্টক দ্রুত ফুরিয়ে আসছে; ফ্লাস্কে আর আধ পাইন্ট পানি থাকতে পারে।

খুব বেশি দূর হেঁটে যাবার অবস্থা নেই ম্যাগির, ওর ঘোড়াটারও সে অবস্থা। স্টেজের অপেক্ষায় রাস্তার দিকে চোখ রেখে কাছাকাছি কোথাও বসে থাকবে কি না ভাবল সাওলো।

কুরিয়াপোর কথা ভাবল ও। রক্তপিপাসু রাক্ষসটা নির্ঘাত সাওলোর ট্রেইল ধরেছে এখন; একটুও থামবে না সে, বাজি ধরে বলতে পারে সাওলো।

সিদ্ধান্ত নিল ও। ম্যাগিকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে হেঁটে যাবে। তাতে ম্যাগি আর ওর ঘোড়া দু'জনেরই বিশ্রাম হবে। ওর জেবরা ডানটা মরুভূমির ঘোড়া, প্রয়োজনে সামান্য পানি আর যৎকিঞ্চিত টরনিল্লো বীনস কিংবা ক্যাকটাসের ওপর নির্ভর করে টিকে থাকতে পারে।

ঘোড়ার পিঠে ম্যাগি, সাওলো হেঁটে যাচ্ছে। কিছুদূরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে স্টেজ রোড। ওখানে রাস্তায় স্টেজকোচের চাকার দাগ চোখে পড়ল ওর। মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগের পুরানো দাগ। সম্ভবত সকালের দিকেই পেরিয়ে গেছে স্টেজকোচটি। হতাশ হলো ও। এর মানে, আগামী কয়েকদিনের জন্যে আর স্টেজকোচ পাওয়ার সম্ভাবনাটা রইল না।

পশ্চিমে ট্যুবাকের দিকে মুখ করল সাওলো; গতি বাড়াচ্ছে না, হেঁটে যাচ্ছে ধীর পদক্ষেপে। মাথার ওপর সূর্য আগুন ঢালছে, তীব্র রোদে ঝলসে যাচ্ছে বিস্তীর্ণ খোলা অঞ্চল। দরদর করে ঘামছে ও, চামড়া জ্বলে যাচ্ছে। তবে আপাতত মন দিচ্ছে না ওদিকে, আশপাশ পর্যবেক্ষণ করছে অখণ্ড মনোযোগে। হঠাৎ থেমে গেল ও। বসে পড়ল রাস্তার ওপর। নালবিহীন ঘোড়ার পায়ের ছাপগুলো এখনও তরতাজা।

অ্যাপাচি!

ওপর-নিচ মাথা দোলাল সাওলো। স্টেজকোচটার পেছন পেছন গেছে অ্যাপাচিদের দলটা।

সামনে তাকাল সাওলো। রাস্তাটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে একটা পাহাড়ের মাথায়। এরপর ঢাল বেয়ে নিচে নেমে চোখের আড়ালে চলে গেছে। সাওলো জানে, স্টেজকোচ এবং তার যাত্রীদের ভাগ্যে যা-ই ঘটুক, তা ঘণ্টা কয়েক আগেই ঘটে গেছে; তবু সতর্কতায় টান টান হয়ে উঠল ওর শরীর। ধীরে ধীরে সামনে এগুলো সে, ঢাল বেয়ে নিচে নামল; তারপরই দেখতে পেল দৃশ্যটা।

রাস্তায় পড়ে আছে স্টেজকোচ; ঘোড়াগুলো মৃত। রক্ত-মাংস দলা পাকিয়ে গেছে হারনেসের সাথে। তবে মানুষের মৃতদেহ দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

লঘুপায়ে হেঁটে কোচটার কাছে গেল সাওলো। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল কোথাও কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না। বিমুখ হতে হলো না ওকে। প্রচুর চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ওটার চারপাশে। অ্যাপাচিরা, সচরাচর যা করে থাকে, ঘোড়াগুলোর দখল নিতে চেয়েছে। স্টেজ থামানোর জন্যে প্রথমে তাই সামনের ঘোড়া দুটোকে হত্যা করে বাকিগুলোকে থামিয়েছে।

স্টেজের দরজা টেনে খুলল ও। এক ঝাঁক মাছির গুঞ্জন শোনা গেল ভেতরে, উড়তে শুরু করল মাছিগুলো। একটা মৃতদেহ পড়ে আছে ভেতরে। রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে গেছে বুকের কাছটায়। হাতদুটো বুকের ওপর ভাঁজকরা।

লোকটার পরনে কাজের পোশাক; সুতরাং যাত্রী নয়—ড্রাইভার কিংবা গার্ড হবে। অবশ্য সাধারণ যাত্রী হবার সম্ভাবনাকেও একদম উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে স্টেজকোচ আক্রমণে সাধারণ ড্রাইভার বা গার্ডকে প্রথম টার্গেট হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

মৃত লোকটার হাতের পাতা উল্টে দেখল সাওলো। কড়াপড়া হাত নয়, মোটামুটি মোলায়েম; ড্রাইভারদের হাত কড়া পড়া থাকে। তাহলে সম্ভবত স্টেজকোচের গার্ড ছিল মৃত লোকটা।

স্টেজকোচের অপরাপর যাত্রীদের কথা ভাবল সাওলো। অ্যাপাচিরা যেহেতু এদের বন্দী করে নেয়নি, সুতরাং ড্রাইভার আর অন্যরা পালিয়েছে নিশ্চয়। কিন্তু কিভাবে? যদ্দূর বোঝা যাচ্ছে, কুরিয়াপোর আক্রমণকারী দলটি ছোট ছিল না—ওর দলের প্রায় সবাই এতে উপস্থিত ছিল। স্টেজের ভেতরে বাইরে পরিত্যক্ত গুলির খোসার ছড়াছড়ি; বোঝাই যাচ্ছে, পালাবার আগে রীতিমত হেভি একটা ফাইট দিয়েছে যাত্রীরা।

কিন্তু তাতে তো জয়ী হবার কথা নয় তাদের। রাস্তার ওপর খোলা জায়গায় পড়ে আছে স্টেজকোচটা, অ্যাপাচিদের গুলি থেকে আড়াল পাবার মত কিছুই নেই। চারপাশের অসংখ্য পাথরকে আড়াল হিসেবে ব্যবহারের সুবিধা পেয়েছে অ্যাপাচিরা, অতএব ওদের হেরে যাবার কথা নয়।

তাহলে কিভাবে বেঁচে গেল স্টেজযাত্রীরা?

ব্যাপারটা বোঝার জন্যে একটুও মাথা ঘামাতে হল না সাওলোকে। আসলে স্টেজযাত্রীরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলেও তাদের হেরে যাওয়াটা ছিল স্রেফ সময়ের ব্যাপার। কুড়িজন অ্যাপাচির সম্মিলিত আক্রমণে তাদের অবস্থা স্টেজের ঘোড়া দুটোর মতই হত; কিন্তু নাবুতোর কাছে সাওলোর খবর পাওয়ামাত্র স্টেজ লুটের ব্যাপারটা গুরুত্বহীন হয়ে যায় কুরিয়াপোর কাছে। এক মুহূর্ত দেরি করেনি ও, যে অবস্থায় ছিল,

স্টেজযাত্রীদের ঠিক সে অবস্থায় রেখে সাওলোকে ধরার জন্যে রওয়ানা হয়ে যায় ও। আর তাতেই অক্ষত অবস্থায় পালাতে পেরেছে শ্বেতাঙ্গরা।

আরেকটু খুঁজতেই ওদের ট্র্যাক পেয়ে গেল সাওলো। অ্যাপাচিরা অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ প্রত্যাহার করে নেবার পর একমুহূর্তও দেরি করেনি ওরা, পশ্চিমে টুবাকের দিকে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে।

ওদের পায়ের ছাপ পরীক্ষা করতে লাগল সাওলো। চ্যাপ্টা হীলের জুতো-পরা দু'জনের মধ্যে একজন নিশ্চয় ড্রাইভার, অন্যজন মাইনার হতে পারে। কোন কাউবয় নেই দলটিতে। বাকি দুজন লোকের মধ্যে একজন, জুতোর হালকা ছাপ থেকে ধরে নিল ও, মহিলা।

পাঁচজন লোক এবং তাদের একজন মহিলা। সম্ভবত ওদের কারোরই ধারণা নেই এরকম রোদে-জ্বলা ঊষর প্রান্তরে হেঁটে যাবার পরিণতি কী হতে পারে। ওদের ধরতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল ও। সে নিজেও অবশ্য হেঁটে যাচ্ছে, তবে একটু পা চালিয়ে গেলে ধরে ফেলা অসম্ভব হবে না। ও শুধু এখন মনে-প্রাণে কামনা করছে, ওদের সঙ্গে যেন পানি থাকে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ম্যাগির চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল। ঘোড়া থামিয়ে ওটার পেটের সাথে মেয়েটির দু'হাঁটু আর পমেলের সাথে কবজি দুটো বাঁধল সাওলো।

মাথার ওপর বত্রিশ দাঁত মেলে নিঃশব্দে হাসছে সূর্য। মরুদিগন্তে অযুত তরঙ্গে উদ্বাহু নৃত্যে মেতেছে শ্বেতশুভ্র তাপ। মাথার ভেতর মগজ যেন টগবগ করে ফুটছে, তাপের সূক্ষ্ম কণা কাঁটার মত বিঁধছে চোখের ভেতর। কুরিয়াপো আসুক আর না-ই আসুক, আগে তাদের দরকার লম্বা বিশ্রাম আর ঘুম—এবং তা এ-মুহূর্তেই। এছাড়া পানির ব্যবস্থাও করতে হবে। খুঁজে পেতে হবে লুকোনো কোনও উৎস, এর জন্যে যদি মূল্যবান কিছু ঘণ্টার অপচয়ও ঘটে, তাও সই।

আপাতত স্টেজযাত্রীদের ট্রেইলে লেগে রইল সাওলো। যদ্দূর মনে হচ্ছে ওরা বেশি দূরে নেই আর। দলের মহিলার হাঁটতে বোধ হয় সমস্যা হচ্ছে। পায়ের স্খলিত অগভীর ছাপ থেকে বোঝা যাচ্ছে সেটা। চারদিকে একশিলা পাথরের মধ্য দিয়ে বয়ে-যাওয়া রাস্তাটি এঁকেবেঁকে গেছে: প্রচণ্ড সূর্যালোকে পুড়ে কমলালেবুর রঙ ধারণ করেছে প্রাচীন পাথরগুলো।

'দাঁড়াও ওখানে। একদম নড়বে না। হাতদুটো মাথার ওপর তোলো।'

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল সাওলো। অবাক হয়নি ও মোটেও। সামনে ঝোপে ঢাকা পাথরের আড়াল হতে ভেসে এসেছে লোকটার গলার স্বর। মনে মনে হাসল সাওলো। আনাড়ি লোক। ওর ধারণা, ঝোপঝাড় আর পাথরের

ওপাশে ভালই আড়াল নেয়া হয়েছে। কিন্তু ওর রাইফেলের ব্যারেলটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কপালের ওপর নামিয়ে পরা হ্যাট, মুখের খোড়ো রঙ আর পরনের কাপড় কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

'বলো, শুনছি,' সাওলো সাড়া দিল।

'যেভাবে আছ, সেভাবে থাকো,' আদেশ করল লোকটি, তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে চাইল। 'ঠিক আছে, বেরিয়ে আসো সবাই।'

পাথর বেয়ে বেরিয়ে এল লোকটা, রাস্তার ওপর এসে সাওলোর কাছ থেকে গজ পাঁচেক দূরে দাঁড়াল।

ঝোড়ো কাকের মত চেহারার গাট্টাগোট্টা লোকটাকে ভূতের মত লাগছে। মুখটা একটু বাঁকানো, বিষণ্ন, বুলডগের মত। রাইফেলটা অবহেলে ধরে আছে ও। তবে অস্ত্র ধরার ভঙ্গি থেকে সাওলোর সন্দেহ হলো, অস্ত্রের মালিক ওটা ঠিকমত চালাতে জানে কি না।

'নাম কী তোমার?'

সাওলো দাঁড়িয়ে আছে সহজ ভঙ্গিতে। 'পেছনের স্টেজকোচটা কি তোমাদের ছিল?' জানতে চাইল সে।

ওপর-নিচ মাথা দোলাল লোকটা। 'আমি ওটার ড্রাইভার। কার্প ইয়েটস আমার নাম।' তামাক-চিবানো থুথু ফেলল সে রাস্তার পাশে। 'তোমারটা বলোনি।'

'সাওলো স্টেইভ।'

অন্যরাও বেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে। আঙটির মত গোলাকার এক সারি পাথরের আড়ালে অপেক্ষা করছে। ওদের একজনের পরনে আর্মির ড্রেস, পুরানো, রঙচটা। বাকি দু'জনকে পোশাকে-আশাকে কিছুটা ভদ্রগোছের মনে হচ্ছে। আরেকজন নিগ্রো, ওর দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইল সাওলো। অন্যসব কৃষ্ণাঙ্গের মতই সে, তবে অতটা পরিপাটী নয় চেহারায়। শাদা, ফ্যাশনেবল পোশাক পরা বাকি জন আরেকটা পাথরের আড়ালে মেয়েটার সঙ্গে দাঁড়িয়ে; পাথুরে ভূমিতে চলাফেরায় সাহায্য করছে ওকে।

রাইফেলটা বাহুর ওপর তুলে নিয়ে সামনে এগোল ড্রাইভার। 'তোমার পেছনে ওটা কে, বাছা? তোমার বউ?'

'না।'

'গুড গড!' দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, তাকাল তেরছা চোখে। 'ওকে এভাবে বেঁধে রেখেছ কেন?'

'ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে হাত-পা না-ভাঙার জন্যে।'

'তাই নাকি! অতটা খারাপ ওর অবস্থা?'

ইয়েটসের গলা এখন কিছুটা মৃদু, তবে রাইফেলটা নামায়নি এখনও; সোজা সাওলোর বুক সই করে রয়েছে ওটার নল। 'তোমার কথা সত্যি বলে মনে হচ্ছে। এবার ওর বাঁধন খুলে দেয়া যায়, কী বলো?'

ম্যাগির মাথা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে; দড়ির বাঁধনটাই কেবল কিছুটা সোজা রেখেছে ওকে। ড্রাইভারের কথা শুনে মাথা তুলল ও, চারদিকে তাকাল শূন্যদৃষ্টিতে, তারপর সাওলোর দিকে চোখ ফেরাল; ওর চোখে এখনও ঘৃণা আর অবিশ্বাস।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, 'মি. ইয়েটস? ওহ, মি. ইয়েটস, তুমি?'

'আরে!' চমকে উঠল ড্রাইভার। 'এ যে দেখছি পার্ক হডসনের মেয়ে!' সাওলোর দিকে চাইল ও। 'এ ব্যাপারে নিশ্চয় দেবার মত জবাব তোমার আছে?' রাইফেল নাড়াল। 'বলো, শুনি।'

'বলব,' রাজি হলো সাওলো। 'তবে তার আগে আমাদের দরকার পানি আর বিশ্রাম।'

ম্যাগিকে বন্ধনমুক্ত করার জন্যে ঘোড়ার কাছে গেল ও। দড়ি খোলার জন্যে মেয়েটির কবজিতে হাত রাখামাত্র চেঁচিয়ে উঠল ও, 'মি. ইয়েটস, খোদার দোহাই, ওকে ছুঁতে দিয়ো না আমায়।'

'ঠিক আছে, মিস্টার।' রাইফেলের লিভারে টান দিল ইয়েটস। 'দূরে সরে দাঁড়াও ওর কাছ থেকে।'

'সেও ওদের একজন!' হড়বড় করে বলতে শুরু করল ম্যাগি, 'দেখতে পাচ্ছ না তোমরা? ওর দিকে তাকাও না!'

'সত্যি বলছে ও,' ইউনিফর্ম পরা লোকটা সায় দিল মৃদু স্বরে। সাওলোর এক গজের ভেতর চলে এল ও। বিয়ারের পিপের মত মোটা শরীর ওর, থ্যাবড়া ঠোঁটঅলা নিষ্ঠুর মুখের দু'পাশে মোটা জুলফি, দেখাচ্ছে বুনো মোষের মত। 'এই বদমাশটার দিকে তাকাও। ইন্ডিয়ান ও, দোআঁশলাও হতে পারে। নইলে আমার নাম সার্জেন্ট ওয়াল্টারই নয়।'

'ঠিক আছে,' নাক গলাল ইয়েটস, 'আমি দেখছি ওকে। তুমি ওর বাঁধন খুলে দাও, সার্জ।'

একপাশে দাঁড়ানো জেবরা ডানটার দিকে এগোল প্রাক্তন সৈনিক ওয়াল্টার। কাছাকাছি হতেই প্রবল বেগে মাথা ঘোরাল ঘোড়াটা; দাঁত বের করল কামড়ে দেবার ভঙ্গিতে।

'উরেব্বাপ!' লাফিয়ে পিছিয়ে এল ওয়াল্টার। 'এ যে দেখছি আস্ত শয়তান!' হোলস্টারে হাত দিল সে।

'হো-সাহ্!' সাওলো শান্তভাবে কথা বলল ঘোড়াটার সাথে। সঙ্গে সঙ্গে

থেমে গেল ঘোড়াটা। 'যাও এবার।' ওয়াল্টারের দিকে ফিরে ইঙ্গিত করল সে।

পকেট থেকে ছুরি বের করল ওয়াল্টার, মেয়েটার বাঁধন কাটল, তারপর নামতে সাহায্য করল ওকে। দাঁড়াতে পারছে না মেয়েটা। বিড়বিড় করে গাল বকল ইয়েটস, বাঁধন কষে গিয়ে কালসিটে দাগ পড়ে গেছে ম্যাগির দু'হাতের কবজিতে।

'ওখানে ছায়ায় বসাও ওকে। কেউ একজন ক্যান্টিনটা নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি।'

'হাব, ওটা নিয়ে আসো।'

'এক্ষুণি আনছি, মি. স্টিফেন।'

শাদা সৌখিন-পোশাক দিয়েছে আদেশটা, আদেশ পালনে তৎপর হলো নিগ্রো হাব। পাথরের ওপারে চলে গেল ও, একটু পরে ফিরে এল ক্যান্টিনসহ।

'মি. ওয়াল্টারকে দাও ওটা,' আদেশ দিল স্টিফেন।

'দিচ্ছি, স্যার।'

স্টিফেনের হাতে একটা ওয়াকিং-স্টিক, ওটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে ও। শান্ত, বিতৃষ্ণ চোখে দেখছে সব কিছু, যেন কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না চলমান ঘটনাগুলোকে। ওর মুখ ছিমছাম, চটপটে, হাসিমাখা; কথাবার্তা আচারসিদ্ধ, উচ্চারণে আভিজাত্যের টান। কিছুটা বিবর্ণ হলেও চুলগুলো পরিপাটী করে আঁচড়ানো, আর নাকের নিচে চমৎকার ছাঁটের একজোড়া গোঁফ। ওর গায়ে লিনেনের শাদা রঙের শার্ট—ধূলিধূসর; ফুলের নক্সাঅলা ওয়েস্টকোটটা যাতে সবার চোখে পড়ে, সেভাবে খোলা কোটের বোতাম। কোমরে হোলস্টার, বহু ব্যবহারে মলিন পিস্তলের বাঁট। স্টিফেনকে এক নজরে চিনতে গেলে ভুল করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থেকে যাবে, যে-কারও জন্যেই।

ম্যাগিকে পানি খাওয়াচ্ছে ওয়াল্টার। ম্যাগি আরও পানি চাইছে। 'এখন না, ম্যাম, আরেকটু পরে আবার পাবে,' ওকে বোঝাচ্ছে সে। সোজা হয়ে দাঁড়াল এরপর, সাওলোর দিকে চেয়ে হাসল; কুৎসিত হাসি। 'তোমার রাইফেলটা একটু দাও তো আমাকে মি. ইয়েটস, দোআঁশলাটাকে এখানেই শুয়ে দিই।'

'না।' একমত হলো না ইয়েটস ওর সাথে। 'আগে আমাদের বর্তমান ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে হবে।' ম্যাগির দিকে ফিরল ও, 'তারপর মিস হডসন, ঠিক কী ঘটেছিল খুলে বলো তো?'

'ওকে,' একটা মসৃণ পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে ম্যাগি; ওয়েটসের কথায় এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াল, আঙুল উঁচিয়ে দেখাল সাওলোকে, 'ওকে ওকে ওকে···ওকে জিজ্ঞেস করো! ওই করেছে এসব!'

'কী করেছে? কী করেছে ও, ম্যাম? সব খুলে বলো।'

'ও তো আধাআধি পাগল হয়ে গেছে,' চতুর্থ যাত্রীর গলা শোনা গেল। 'বুঝতে পারছ না তোমরা?'

চমৎকার সুরেলা কণ্ঠ মেয়েটির, তাকাল সাওলো ওর দিকে, পূর্ণ দৃষ্টিতে। সুগঠিত স্বাস্থ্যের লম্বা মেয়েটি, ঠাণ্ডা এবং এক কথায় সুন্দর। অগ্নিশিখার মত টকটকে লাল ওর চুলের রাশি, ত্রিশের মত হবে বয়স।

মেয়েটির পরনে গভীর জলরঙা সিল্কের পোশাক, দামী। ধুলো-বালি জমেছে পোশাকের ওপর। ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে মেয়েটাকে, সম্ভবত পথশ্রমে। শরীরের রঙ মাখনের মত, বড় ব্রিমের স্ট্র হ্যাটের নিচে ঢাকা পড়েছে ওর রোদে মলিন চিবুক আর গলা।

'আমারও তাই মনে হচ্ছে, ম্যাম,' যথাসম্ভব বিনীত কণ্ঠে ওর সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করল ইয়েটস। 'কিন্তু আমাদের সমস্ত ঘটনা জানা দরকার।'

সাওলোর দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা, 'ওকে কেন জিজ্ঞেস করছ না?'

চমৎকার আকর্ষণীয় একজন মহিলা, মনে মনে স্বীকার করল সাওলো, একদম রাণীর মত।

নাক ঝাড়ল ওয়াল্টার ঘোঁৎ করে। 'ধ্যাৎ, ম্যাম, আমার বিশ্বাস বদমাশটা আগাগোড়াই মিথ্যে বলবে।'

'তুমি কিভাবে জানো?'

'কেন, ওর নোংরা চেহারাই বলে দিচ্ছে ও একজন মিথ্যেবাদী। আমার তো মনে হয়, ও কুরিয়াপোর চেলাদের একজন।'

'ওর চোখ, চুল আর রঙ দেখেই বলে দিচ্ছ?' মৃদু হাসল মেয়েটা। 'ওর কাপড়-চোপড়, মালপত্র আর ওর ইংরেজি উচ্চারণের দিকে খেয়াল করো তো? সামান্য যেটুকু শুনেছি, তাতে মনে হচ্ছে না ও ইংরেজি তোমার চেয়ে খারাপ বলে।'

'কিন্তু হো-সাহ্ শব্দটা আমি ইনজুনদেরই বলতে শুনেছি ঘোড়া সামলানোর সময়। আমার ধারণা ও দোআঁশলা। তুমি কী বলো, ভাই?'

'বলার সুযোগই তো দিলে না এতক্ষণ,' নির্বিকার মুখে বলল সাওলো। 'আমার মা ছিল শ্বেতাঙ্গ, বাবা অ্যাপাচি। অ্যাপাচিদের সাথে বড় হয়েছি আমি। এটাই হলো ঘটনা।'

'এবং আরও ঘটনা হলো একজন দোআঁশলা শত্রু শাদাদের পোশাক

পরে এবং ইংরেজি রপ্ত করে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' হাতের রাইফেল নাড়াল ইয়েটস। 'আর এখন পার্ক হডসনের মেয়েটাকে ঘোড়ার সাথে বেঁধে এ পথ ধরে চলে যাচ্ছে। সম্ভবত একটা গল্পও তৈরি আছে তোমার এ ব্যাপারে?'

'আছে, তবে গল্প নয়। দিন চারেক আগে পার্ক হডসনকে আক্রমণ করেছিল কুরিয়াপোর চার চেলা। আমি যখন ওকে পাই, তখন ও মারাই যাচ্ছিল। মরার আগে কী ঘটেছিল তা, আর মেয়ের খবরটা বলে যেতে পেরেছিল। অনুরোধ করেছিল মেয়েটাকে উদ্ধার করার জন্যে। আমি ওর মেয়েকে উদ্ধার ক...ছি ওদের হাত থেকে। ব্যাপার এটাই।'

'ব্রাদার,' কথা বলল ইয়েটস, 'ব্যাপারটা অত সোজা নয়। তুমি কি জানো যে, তুমি একজন দোআঁশলা?'

'জানি—এবং বলেছিও তোমাদের।'

'তাহলে তুমি কি বলতে চাচ্ছ যে, চার-চারজন ষণ্ডামার্কা অ্যাপাচিকে ধাওয়া করে এবং ওদের কাবু করে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নিয়েছ তুমি? হয়তো তুমি এটাও চাও যে, তুমি তাদের চারজনকেই হত্যা করেছ, এটা আমরা বিশ্বাস করি।'

'তিনজন। একজন পালিয়েছে।'

'যীশু,' গুঙিয়ে উঠল ওয়াল্টার, 'তুমি রক্ষে করো!' মেয়েটির দিকে ফিরল ও বিজয়ীর ভঙ্গিতে। 'কী, বলেছিলাম আমি?'

'হডসনের দোকানটা এখান থেকে কোনদিকে?' সাওলো জানতে চাইল।

'পুবদিকে,' জবাব দিল ইয়েটস। 'ট্যুবাকের এদিকে মাইল ত্রিশেক হতে পারে। আমরা ওদিকেই যাচ্ছিলাম।'

'আমিও। খেয়াল করেছ নিশ্চয়?'

গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল ইয়েটস। 'অর্থাৎ বলতে চাচ্ছ, ওকে ওর মৃত বাপের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলে। তাই না?'

'ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না, মিস্টার।'

'না করার কোনও কারণ আছে?'

ইয়েটসের ওপর থেকে চোখ সরাল সাওলো। তাকাল অন্য সবার দিকে। মেয়েটার চোখদুটো জীবন্ত, আকর্ষণীয় ও বুদ্ধিদীপ্ত মনে হচ্ছে। গরমচোখে চেয়ে আছে ওয়াল্টার, ওর দৃষ্টিতে চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলার আভাস। উদাসীন চোখ স্টিফেনের, যেন এসবের ধারে-কাছে ও নেই; নিগ্রো হাব নির্বিকার।

আবার ইয়েটসের দিকে চাইল ও। ইয়েটসের দৃষ্টি এখন সরল হয়ে এসেছে। পুরো ব্যাপারটা খুলে বলার দরকার বোধ করল সাওলো।

'একে নিয়ে,' ইশারায় ম্যাগিকে দেখিয়ে বলল ও, 'ট্যুবাকের দিকে যাচ্ছিলাম আমি। এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অ্যাপাচিদের সাথে দেখা হয়েছিল।'

ওদের বিশ্বাস করানোর জন্যে যেটুকু দরকার, ঠিক সেটুকু খুলে বলল সাওলো। নাবুতোকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেবার কথাটা চেপে গেল, বলল, ও পালিয়েছে; বলল, অ্যাপাচিদের হাতে নির্যাতনের ভয়াবহতা মেয়েটির মাথা বিগড়ে দিয়েছে, তাই সাওলোকে অ্যাপাচি বলে ভাবছে। আর, কিছু গুছিয়ে চিন্তা করতে না পারায় অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে।

শেষ করল সাওলো। চোয়াল ঘষছে ইয়েটস, চিন্তা করছে; একটু পরে মাথা দোলাল। 'সত্যি বলছে বলে মনে হচ্ছে।'

'ম্যান,' খেঁকিয়ে উঠল ওয়াল্টার। 'বোকামি করছ তুমি। তুমি নিজেও একটু আগে বলেছ, একজন শাদা মানুষকে বাঁচানোর জন্যে তিনজন অ্যাপাচিকে খুন করতে পারে না ও।'

'পারুক আর না-ই পারুক,' ইয়েটস বলল, 'ওর গল্পে কিন্তু কোনও ফাঁক নেই।' রাইফেল নামাল ও, 'মেয়েটাকে চুরি করে আনলে এতক্ষণে ওর সর্বনাশ করে, এমন কী ওকে খুন পর্যন্ত করে ফেলে যেতে পারত ও। সাথে নিয়ে শাদা মানুষদের শহরে যেতে চাইত না। আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সাওলো। 'তোমাদের পানির কী অবস্থা?'

'সবার জন্যে আধা চুমুক করেও হবে না,' ওয়াল্টার জবাব দিল। একটু থামল ও। 'তাতে কী? কোন দোআঁশলার সাথে পানি শেয়ার করার ইচ্ছে নেই আমাদের।'

ওকে পাত্তাই দিল না সাওলো; ইয়েটসের দিকে চাইল। মাথা নাড়ল ইয়েটস। 'এটাই একমাত্র পানির ক্যান্টিন আমাদের। হডসন'স স্টেশনে পৌঁছার মত পর্যাপ্ত পানিও নেই। তোমরা দু'জন না এলেও একই অবস্থা হত। গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছি, ভাই। এদিকে স্টেজও বন্ধ। কুরিয়াপো আর ওর দলবলের জ্বালাতনের কথা শুনতে পেয়ে কর্তৃপক্ষ সার্ভিস প্রত্যাহার করে নিয়েছে।'

'তা তোমাদের সফরটা খুব জরুরী মনে হচ্ছে?'

'অতটা না। সফরটা মি. স্টিফেনের।' শ্রাগ করল ইয়েটস। 'ভাল টাকা পাচ্ছিলাম আমি, ডোবারও।'

'গার্ড?'

'হুঁ। গুলি ছোঁড়ার সুযোগও পায়নি বেচারা।'

উবু হয়ে বসল সাওলো। 'সফরটা বিপজ্জনক। তোমাদের, শাদা মানুষদের জন্যে রীতিমত ভয়াবহ। সাথে প্রচুর পানি থাকলেও শাদাদের পক্ষে এখান থেকে হডসনের স্টেশনের মত অতটা দূরে পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'এছাড়া আর কী করার আছে?'

'আছে।' ডানহাতের তর্জনি দিয়ে মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটল সাওলো। 'এই হলো রাস্তা···আর ঠিক এখানে, আমাদের থেকে ঠিক উত্তরে-পশ্চিমে হলো রেডে ডো ট্যাংকস, চেনো নিশ্চয়?'

'চিনি। কিন্তু ঠিক এ সময়টায় ওটা নাকি শুকিয়ে যায়—কিংবা পানি নষ্ট হয়ে যায়। খাওয়ার মত থাকে না।'

'সব সময় শুকায় না। আর নষ্ট হয়ে গেলেও খাওয়ার উপযোগী করা যায়।'

'আমাদের উত্তরে যেতে হবে। তোমার পরামর্শ মত চললে ওখানে পৌঁছতে অনেক সময় লাগবে।'

'অনেক সময় লাগলেও *পৌঁছতে* পারবে।' ইয়েটসের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল সাওলো। রেডোন্ডোতে প্রচুর পানি পাবে তোমরা, ক্যান্টিন ভরে নিতে পারবে। এছাড়া ট্যুবাক আর রেডোন্ডোর মাঝখানে আরেকটা লুকনো উৎস চিনি আমি। প্রয়োজনে ওখান থেকেও ক্যান্টিন ভর্তি করা যাবে।'

'ম্যান,' সাওলোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ড্রাইভার। 'প্রচণ্ড উত্তাপে নরকের রাস্তার মত হবে পথটা; অবশ্য অ্যাপাচি এবং হয়তো তোমার জন্যে নয়। আমাদের জন্যে। তোমার কথামত প্রচুর পানি সাথে থাকলেও।'

'স্বাভাবিকভাবে হেঁটে গেলে তোমরাও পারবে,' আশ্বাস দিল সাওলো, 'প্রয়োজনে বিশ্রাম নেবে, দিনের সবচে' গরম সময়টায় ঘুমিয়ে নেবে।'

'বেশ। কিন্তু রসদের ব্যাপারটা কী হবে? আমাদের সাথে সামান্য ক'টা স্যান্ডউয়িচ ছাড়া আর কিছু নেই।'

হাসল সাওলো। 'অ্যাপাচিদের মত পেটুক তোমরা নও নিশ্চয়। সামান্য খাবারে অনেকদিন কি করে কাটাতে হয়, আমি দেখিয়ে দেব।'

'তুমি যে পারবে,' মুখ বিকৃত করল ড্রাইভার ইয়েটস, 'আমার তাতে সন্দেহ নেই। আমার চেয়ে বেশি চেনো হয়তো এ অঞ্চলটা। আমি কিন্তু ওই ট্যাংক খুঁজে পেতে গেলে নিজেই নিখোঁজ হয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, অঞ্চলটা চিনি আমি!'

'যীশুর কসম, ইয়েটস,' চেঁচিয়ে উঠল ওয়াল্টার, 'তুমি নিশ্চয় এই দোআঁশলাটাকে বিশ্বাস করে ওর কথা মত···'

একটা পাথরের ওপর থুতু ফেলল ইয়েটস, পাথর বেয়ে ওটার গড়িয়ে পড়া দেখতে দেখতে বলল, 'আমি বিশ্বাস করছি। তুমিও করতে শুরু করো। নরকের ভেতর দিয়ে আমাদের স্বর্গের দিকে পথ দেখিয়ে নিচ্ছে একজন ইনজুন, চিন্তাটা, আমার বিশ্বাস, ততটা খারাপ লাগবে না তোমার।'

'আমার দরকার নেই,' উদ্ধতস্বরে জানাল ওয়াল্টার। 'তোমার একার সিদ্ধান্তে চলবে না সবকিছু। আমি এ ব্যাপারে ভোটাভুটি চাইব।'

নাক গলাল স্টিফেন, ছড়ি দোলাতে দোলাতে রায় দিল, 'ওটাই মনে হচ্ছে ভাল হবে। আমি ইয়েটসকে সমর্থন করছি। ওর পরামর্শটা সুচিন্তিত।'

'আমি এর বিপক্ষে,' ঘোঁৎ করে উঠল ওয়াল্টার। 'আমাদের পথ দেখিয়ে নেয়ার পেছনে ওই দোআঁশলাটার সঙ্গত কোনও কারণ নেই।' ডাচেসের দিকে ফিরল ও সমর্থনের আশায়। 'আছে, ম্যাম?'

'না থাকারও তো কোন কারণ···মানে···' একটু ইতস্তত করল মেয়েটি, 'আসলে থাকা-না থাকা কোনওটার ব্যাপারেই পুরোপুরি নিশ্চিত নই আমরা। তবে তুমি একটু বেশি সন্দেহপ্রবণ, ওয়াল্টার।'

'পক্ষে দু'জন বিপক্ষে একজন,' ইয়েটস ঘোষণা করল, 'ঠিক আছে, স্টেইভ।'

নিগ্রোর দিকে তাকাল স্টেইভ। 'ভোট দেয়ার আরেকজন বাকি আছে।'

'হাব আমার পক্ষে ভোট দেবে।' গোঁফের ডগায় পাক দিল স্টিফেন।

'সেটা ও-ই বলুক।'

আবার ঘোঁৎ করে উঠল ওয়াল্টার, 'ওই নিগারটার আবার কিসের ভোট?'

'বাস, বাস,' মীমাংসার ভঙ্গিতে হাত তুলল ইয়েটস। 'তাতে কিছু আসে যায় না। এখন পক্ষে তিন, বিপক্ষে এক। ওর ভোটে আর এমন কিছু হেরফের হবে না।'

'উঁহুঁ,' মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে আপত্তি জানাল সাওলো, 'ওর বক্তব্য অবশ্যই থাকা উচিত।'

মেয়েটি হাসল। 'অতটা সেন্সিটিভ হবার দরকার কী, বন্ধু? ওর ভোটও চাই, এই তো? তা তোমার ভোটটা কোন পক্ষে মি. হাব?'

'উঁহুঁ, শুধুই হাব,' সংশোধনী আনল স্টিফেন। 'হাব বোদ। মিস্টার-টিস্টার নেই। নাকি আছে, হাব?'

'নেই, স্যার,' জবাব দিল হাব। 'একদম নেই।'

এক মুঠো বালি তুলে নিয়ে এক হাত থেকে অন্য হাতে নিল সাওলো। ফেলে দিয়ে হাত ঝাড়ল। হাবের দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কী বলো, হাব?'

'আমি মি. স্টিফেনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করছি, স্যার।'

এবার চাইল সাওলো ওর দিকে। 'সাওলো অথবা স্টেইভ।' পরক্ষণেই স্টিফেনের দিকে ঘুরল ওর চোখ। 'স্যার-ট্যার নেই।'

বিশাল গোঁফের ফাঁকে সামান্য হাসল স্টিফেন, নড করল পরিহাসের ছলে। 'তাহলে মি. স্টেইভ, আমরা এখন তোমার হাতে, কী বলো?'

পাঁচ

সন্ধে ঘনাবার আরও ঘণ্টা চারেক বাকি। সময়টা কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত নিল সাওলো। মধ্যাকাশ থেকে অনেকটা নিচে নেমে এসেছে সূর্য, উত্তাপ কমেছে কিছুটা। মরুভূমিতে পথ চলার জন্যে এটাই প্রকৃষ্ট সময়। স্টেজযাত্রীরা অ্যাপাচিদের আক্রমণের পর পায়ে হেঁটে বেশি দূর এগোতে পারেনি, তবু এতে তারা ক্লান্ত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর চেয়ে বহুগুণ লম্বা পথ সামনে পড়ে রয়েছে পাড়ি দেবার জন্যে। সেটা আরও খারাপ হতে পারে। সাওলো ব্যাপারটা নিয়ে ওদের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করল।

ওদের সঙ্গে মালপত্র বিশেষ নেই। ওয়াল্টারের যৎসামান্য, পকেটে করে বয়ে নেবার মত; মেয়েটার আছে ছোট একটা কার্পেটব্যাগ, ইয়েটসের রাইফেল আর খাবার বইবার ন্যাপস্যাক। তবে নিগ্রো হাব বইছে স্টিফেনের দুটো বড় বড় পোর্টমেন্টো। চওড়া, লম্বা সুগঠিত স্বাস্থ্য হাবের, বয়স ত্রিশের ওপরে; কালো শরীরে তারচে' কালো বোর্ড কাপড়ের স্যুট চড়িয়ে হাসিমুখে পোর্টমেন্টো দুটো বইছে ও। সাওলো, একসময় মন্তব্য করল, 'একজনের পক্ষে বইবার জন্যে ওই ধরনের একটা বাক্সই যথেষ্ট ভারী।'

'ধন্যবাদ,' বাক্সদুটো সামলাতে সামলাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল হাব। 'তবে আমি ঠিকই ম্যানেজ করতে পারব।'

'বেশি দূর পারবে বলে মনে হচ্ছে না,' সাওলো সন্দেহ প্রকাশ করল।

কিছুটা পিছিয়ে ছিল স্টিফেন, লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল। 'মি. স্টেইভ,' হাতের ছড়িটা দিয়ে সাওলোর বাহুতে টোকা দিল ও, 'প্রকৃত

ব্যাপারটা তোমার জানা নেই। তাই হয়তো এ ধরনের কথাবার্তা বলছ। তোমার অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, হাব আমার বেতনভুক ভৃত্য। এ জিনিসগুলো আমার পছন্দমত জায়গায় নিয়ে যেতে আমাকে সাহায্য করাটা ওর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ঠিক আছে?'

'বরাবর।'

'তাহলে ওকে ওর কাজ করতে দাও।'

ঘোড়াগুলোকে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল সাওলো। হাবকে ওর পোর্টমেন্টোগুলো জেবরা ডানটার পিঠে তুলে দিতে বলবে বলে ভাবল একবার, পরক্ষণেই বাতিল করে দিল চিন্তাটা। হাব নিজেই যদি ওই অহঙ্কারী শাদা মানুষটার জন্যে গাধার বোঝা বইতে চায়, তাহলে ওকে বইতে দেয়াই উচিত।

তাছাড়া টীম হর্সগুলোর অবস্থাও কাহিল, জেবরা ডানের মত শক্ত ঘোড়াটা পর্যন্ত পরিশ্রমে মাথা নিচু করে রেখেছে। পানির কাছে পৌঁছার আগ পর্যন্ত ঘোড়াগুলোর পিঠে অতিরিক্ত মাল বোঝাই কিংবা কারও চড়া সম্ভব হবে না।

সামনে, এলাকাটা আরও বিস্তৃত আর শূন্য। পড়ন্ত বেলায় সূর্যের আলোয় গোলাপী আভা, দূরে পর্বতশীর্ষে চিকচিক করছে রোদ; দিনের প্রচণ্ড উত্তাপ কমে ঠাণ্ডার ভাব দেখা দিয়েছে। কিন্তু ক্লান্ত হতাশ আর বিধ্বস্ত যাত্রীদের কাছে তাও অসহ্য মনে হচ্ছে। ওদের কারও তেমন হাঁটার অভ্যাস নেই, কেবল ইয়েটস আর ওয়াল্টারকে কিছুটা শক্ত দেখাচ্ছে। ওয়াল্টার ম্যাগির পাশে হাঁটছে, অপ্রকৃতিস্থ মেয়েটাকে প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে; স্টিফেন অন্য মেয়েটার পাশে—একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওর সাহায্যার্থে, তবে তার নিজের অবস্থা ওর চেয়ে খুব একটা ভাল নয়।

দ্রুত পা চালিয়ে সাওলোর পাশে চলে এল ইয়েটস, মিনিটখানেক চুপচাপ হাঁটল পাশাপাশি। একসময় বলে উঠল, 'অ্যাপাচিদের ব্যাপারটা এখন মজার মনে হচ্ছে আমার কাছে। ঘোড়াগুলো আর স্টেজটার অবস্থা থেকে ওদের আক্রমণের ধরনটা নিশ্চয় বুঝতে পারছ তুমি। কিন্তু হঠাৎ করে সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে এরকম পাততাড়ি গুটানো! ব্যাপার কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছে।'

'বুঝতে পারছ না?'

'নাহ্! মাথা-মুণ্ডু কিছুই না। পুরোপুরি বাগে পেয়েছিল ওরা আমাদের। কিন্তু হঠাৎ করেই হাওয়া! আমরা তো প্রথমে ভেবেছিলাম, ওটা স্রেফ ফাঁদ একটা। তাই অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু ওদের লেজটাও দেখা গেল না

আর।' থুতু ফেলল ও। 'কুরিয়াপোসহ ওর যোদ্ধারা সবাই এতে ছিল, অন্তত আমার তা-ই ধারণা।'

'হতে পারে।'

'কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। মনে হচ্ছে, ওরা ফের আসবে।'

শ্রাগ করল সাওলো। 'বলা যায় না। ওদের হঠাৎ করে চলে যাবার পেছনে হয়তো কোন কারণ আছে। হয়তো এর চেয়ে বড় কোন শিকারের খোঁজ পেয়েছিল ওরা। ওটা যদি তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে পারে, আমার বিশ্বাস, ফের আসবে ওরা। ওরা জানে, তোমাদের সঙ্গে ঘোড়া নেই, পায়ে হেঁটে যাচ্ছ, সুতরাং ওরা জানবে, বেশিদূর যেতে পারনি তোমরা।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল ইয়েটস, 'আমারও তা-ই ধারণা। আমরা যদি ট্র্যাক লুকোতে পারতাম!'

'প্রার্থনা করো,' আশ্বাস দিল সাওলো, 'লাভা অঞ্চলে পৌঁছতে পারলে তার আর দরকার হবে না।'

'লাভা অঞ্চল?'

'হ্যাঁ।' অর্ধবৃত্তাকারে হাত ঘোরাল সাওলো। 'সামনে। একটু পরেই দেখতে পাবে। একটা মোষকেও ওখানে ট্র্যাক করা সম্ভব নয়। ওখানেই সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে নেব আজকের জন্যে।'

ঘোঁৎ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ইয়েটস। 'তোমার খুব কষ্ট হবে, বাছা।'

হাসল সাওলো। 'তোমার লোকদের যদি আর ঘণ্টা খানেক হাঁটাতে পারো, তাহলে আজকের রাতটা লাভা অঞ্চলে কাটাব আমরা।'

'আমি ওদের সাথে কথা বলতে যাই।'

পিছিয়ে গেল ইয়েটস। নিজের লোকদের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলতে শুনল ওকে সাওলো।

আপনমনে হাসল ও। তিক্ত হাসি। লাভা অঞ্চলে কুরিয়াপোকে খসিয়ে দেয়া যাবে শুনে হয়তো খুশি হবে স্টেজযাত্রীরা। কিন্তু একটা ব্যাপার ওরা জানবে না। ট্র্যাক হারিয়ে ফেললেই যে কুরিয়াপো ওদের ধাওয়া করা থেকে ক্ষান্ত হবে, তা কিন্তু নয়। কুরিয়াপো জেনে নেবে, ওর সৎভাই সাওলো স্টেজযাত্রীদের সঙ্গে আছে। ওদের নরক পর্যন্ত ধাওয়া করার জন্যে এটাই ওর কাছে যথেষ্ট। তবে ও বোকা নয়। ট্র্যাক হারিয়ে মাথা খাটাতে শুরু করবে। শাদাদের সঙ্গে যথেষ্ট পানি নেই এবং তা পাবার জন্যে সাওলো ওদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে, সেটা আন্দাজ করা ওর জন্যে মোটেই সমস্যা হবে না। এ পথে পানি পেতে হলে রেডোন্ডো ট্যাংকসে যেতেই হবে

সবাইকে।

অবশ্য সাওলো যদি এখন কুরিয়াপোকে এড়াতে চায়, ওর জন্যে একটাই পথ খোলা আছে। সেটা হলো স্টেজযাত্রীদের ফেলে চুপি চুপি অন্য পথ ধরা। ওকে এদের সঙ্গে পেলে এদেরও ছাড়বে না কুরিয়াপো। তবে ওকে ছাড়াও যে স্টেজযাত্রীরা নিরাপদ, তা কিন্তু নয়। ওকে না-পেলেও এদের হত্যা করবে রক্তপিপাসু জানোয়ারটা।

অবশ্য কুরিয়াপোকে এড়িয়ে যাওয়া যে ওদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, তাও কিন্তু নয়। তবে তা করতে হলে যে করেই হোক, কুরিয়াপোর আগেই রেডোন্ডো ট্যাংকসে পৌঁছতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করা মাত্র কেটে পড়তে হবে। সবচে' ভাল হয়, ট্যাংকসের কাছে না-গিয়ে পারলে। তবে সাওলো জানে, সেটা সম্ভব নয়। কারণ পানি তাদের অবশ্যই চাই।

একটা ব্যাপারে ও এখন নিজের কাছে পরিষ্কার। এদের প্রতি ওর একটা দায়িত্ববোধ জন্মে গেছে ইতোমধ্যেই। যেভাবেই হোক দায়িত্বটা বর্তেছে ওর ওপর। সে জন্যে ওর খারাপও লাগছে না। আসলে মিশ্র রক্তের হওয়াতে দু'পক্ষকেই ওর আত্মীয় মনে হয়। শাদা ও ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিশেষ কোনও পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে বিপাকে পড়ে যায় ও। এছাড়াও দু'পক্ষেই ওর বন্ধুর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

লাভা অঞ্চলের মুখে এসে পড়েছে ওরা; মাটি এখানে বন্ধুর। সতর্কভাবে এগোবার তাগিদ বোধ করল সাওলো। অঞ্চলটা সে চেনে ভাল করে। বেশ কয়েক বছর আগে শেষবার এসেছিল এখানে। লাভা অঞ্চলে ধারাল ব্যাসল্টের ভয় থাকলেও মসৃণ বালুময় পথ খুঁজে নেয়া খুব একটা কঠিন হবে না। কিন্তু সাওলো একটা শক্ত পাথুরে ট্রেইল বেছে নিতে চাইছে, যাতে পেছনে ওদের ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া না-যায়।

বিশাল লাভা অঞ্চল, রুক্ষ, পাথুরে, রৌদ্রদগ্ধ; অ্যাপাচিরাও এখানে আসে না পারতপক্ষে। প্রাচীনকালে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতে উৎক্ষিপ্ত লাভা জমে কঠিন হয়ে যাওয়া উপরিভাগ অসংখ্য ভাঁজে বিভক্ত, এবড়োখেবড়ো। এখানে-ওখানে বিসনাগা, চোলা আর ওকোটিলোর ঝাড়। ক্যুগার, নেকড়ে, বিগহর্ন আর অ্যান্টিলোপের চারণভূমি।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে দিগন্তের গর্ভে তপ্ত লাল লৌহগোলকের মত। চারদিকে কুয়াশা নেমে আসছে। সাওলো জানে, অন্ধকারে পথচলা সম্ভব নয় লাভা অঞ্চলে। এখনই রাতের জন্যে বিশ্রামের জায়গা ঠিক করতে হবে।

'স্টেইভ,' ইয়েটসের কাতরকণ্ঠ শোনা গেল পেছন থেকে, 'যীশুর কিরে,

আর পারছি না!'

'ঠিক আছে, ইয়েটস,' ওকে আশ্বাস দিল সাওলো, 'মিনিটখানেকের মধ্যেই আজকের মত থামব আমরা।'

এবড়োখেবড়ো ভূমিতে হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে-যাওয়া একটা টিলার একপাশকে ক্যাম্প করার জন্যে পছন্দ করল ও। টিলার খাড়া গা আগুনের জন্যে চমৎকার আড়াল হবে।

চ্যাপ্টা হয়ে মাটিতেই বসে পড়ল সবাই। ক্লান্তিতে মৃত প্রায়। কথা বলার শক্তি পর্যন্ত নেই কারও। শুকনো ঝোপঝাড় জড় করে আগুন জ্বালল সাওলো। সামান্য নড়াচড়া দেখা গেল দলের মধ্যে, আগুনের কাছে এগিয়ে এল সবাই। একটা স্যান্ডউয়িচ বের করল ইয়েটস ন্যাপসাক থেকে।

স্টিফেন সামান্য দূরে মসৃণ একটা পাথর খণ্ডে হেলান দিয়ে বসেছে। ওর কম্বলটা বের করে দেবার জন্যে চেঁচিয়ে হাবকে আদেশ দিল সে। বিশালদেহী নিগ্রো নীরবে আদেশ পালন করল, তারপর একটা স্যান্ডউয়িচ বের করে বাড়িয়ে দিল ওর দিকে বিনীত ভঙ্গিতে।

সাওলোর কাছে অবোধ্য ঠেকছে ব্যাপারটা। হাব ঘোড়ার মত প্রচণ্ড শক্তিশালী; সুদর্শন, ভদ্র এবং মনে হয় শিক্ষিতও, তাহলে উদ্দেশ্যহীন এক যাত্রায় কেন এসেছে ও অশিক্ষিত আর গোঁয়ার ফুলবাবুটির সঙ্গে? তাহলে কি ওর শরীরের কালো রঙই ওর শিক্ষা-দীক্ষা, শক্তি-সামর্থ্য সব কিছুকে অর্থহীন করে রেখেছে? ওর ভাগ্য পরিবর্তনে কোন কাজেই আসছে না?

তাই হবে হয়তো, সিদ্ধান্তে পৌঁছাল সাওলো। আসলে হাব স্টিফেনের ক্রীতদাসই বটে, ওর ব্যাপারে স্টিফেনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্যটা মনে পড়ল সাওলোর।

আগুনের পাশে এসে বসল ইয়েটস। 'পানির ব্যাপারে কী করতে বলো তুমি?' সাওলোকে জিজ্ঞেস করল সে।

'জনপ্রতি আধ কাপ। বাকি আধ কাপ কাল সকালের জন্যে।'

'এতেই শেষ হয়ে যাবে। এখান থেকে ট্যাংকস আর কতদূরে হবে, বাছা?'

'কাল দুপুরের আগেই পৌঁছাব আশা করছি।'

'পানি ছাড়া সময়টাকে অনেক লম্বা মনে হচ্ছে। তাছাড়া পানি থাকবে ওখানে?'

'থাকতে পারে। এর চেয়ে গরমের দিনেও ওখানে পানি থাকতে দেখেছি আমি।'

স্টিফেনের গলা শোনা গেল এবার। স্যান্ডউয়িচ চিবোতে চিবোতে

জানতে চাইল, 'ঠিক কখন আমরা সিলভারটনে পৌঁছুতে পারব ?'

শ্রাগ করল সাওলো। 'পায়ে হেঁটে কখনও সিলভারটন যাইনি। তিন-চারদিন লাগতে পারে।'

স্টিফেনের দিকে ঘাড় ফেরাল ইয়েটস। 'তোমাকে যেন কিছুটা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। জানতে পারি, কেন?'

'অনায়াসে। গোপন কিছু নয়।' গোঁফে মোচড় দিল স্টিফেন। 'বছর কয়েক আগে আমাদের পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধের পরে জর্জিয়ায় আমরা ঋণের দায়ে নিজেদের সব সম্পত্তি হারিয়েছি। আমাদের মধ্যে অনেকে তখন পশ্চিমে চলে যায় কপাল ফেরাবার আশায়। আমার বড় ভাই কিছু পুঁজি সংগ্রহ করে সানফ্রান্সিসকোয় জাহাজ-ব্যবসার মাধ্যমে বেশ কিছু পয়সা উপার্জন করেছিল। কয়েকদিন আগে খবর পেয়েছি মারা গেছে ও। ওর সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে আমিও একজন। পশ্চিমে যাচ্ছি তাই। আর তোমরা তো জানো, পশ্চিমের ট্রেন সিলভারটন থেকেই ছাড়ে। বুঝতেই পারছ, দেরি হলে আমার জন্যে সমস্যার সৃষ্টি হবে।' সাওলোর দিকে চাইল স্টিফেন। 'আশা করি, তোমার এখানে নাক গলাবার মত কিছু নেই, মি. স্টেইভ।'

'একদম নেই,' একমত হলো সাওলো। 'শকুনের মেলা অনেক দেখেছি আমি।'

অবজ্ঞার হাসি হাসল স্টিফেন। 'ভাল। বুঝতে পেরেছি, একদম ইঁদুরের মতই নিরীহ তুমি। টাকা-পয়সার ব্যাপারে খামোকা চুলকোনি নেই।'

'আছে, তবে ওটা আমার পায়ে। আর টাকায় সারে না ওটা।'

'বেশ, বেশ!'

ম্যাগি শুয়ে আছে পাশ ফিরে, কাঁদছে ফুঁপিয়ে। সবার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। চেঁচানো কিংবা হাত-পা ছোঁড়ার মত শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই ওর শরীরে। স্বস্তি পাচ্ছে সবাই এতে।

মেয়েটির জুতো ছিঁড়ে গেছে। কার্পেটব্যাগ থেকে সুঁই-সুতো বের করে ওগুলো সেলাই করছে ও। কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল, ম্যাগির পাশে এসে বসল; সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে কিছু বলল ওকে। সাড়া দিল না মেয়েটি, তাকালও না। অনড় শুয়ে রইল।

'শোনো,' রূঢ়স্বরে বলল ও। 'শিগগির উঠে পড় বলছি। বিড়ালের মত মিউ মিউ করছ কেন? ধরো, এটা নাও, খেলে গায়ে জোর পাবে কিছুটা।'

নিজের স্কার্ট উঁচিয়ে পেটিকোটের পকেট থেকে একটা চ্যাপ্টা বোতল বের করল সে। মেয়েদের পেটিকোটে পকেট থাকার ব্যাপারটা একদম

অজানা নয় সাওলোর কাছে। মেয়েরা সাধারণত স্মেলিং সল্ট রাখে ওখানে। কিন্তু ও অবাক হয়ে দেখল, ওর হাতের বোতলটায় স্মেলিং সল্ট নয়, তরল পদার্থে ভরা ওটা। ম্যাগির কাঁধের নিচে একটা হাত গলিয়ে ওর মাথা উঁচু করে ধরল সে, অপর হাতে ঠোঁটের কাছে ধরল বোতলটা।

'এটা ইমার্জেন্সির জন্যে। খাও। এর আগে খাওনি আর? এক মিনিটেই সুস্থ বোধ করবে।'

জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁট চাটল ওয়াল্টার। 'ম্যাম, তোমার পেটিকোটে আর পকেট নেই?' ওর চোখ বোতলটার দিকে।

'থাকলেও,' ওর দিকে তাকাল মেয়েটি, 'তুমি সেটা কখনও দেখতে পেতে না।' হাতের বোতলটায় কর্ক লাগাল ও, তারপর ছুঁড়ে দিল ওয়াল্টারের দিকে। 'নাও, এটা আমার পক্ষ থেকে।'

দু'হাতে লুফে নিল ওয়াল্টার বোতলটা; খুশিতে চক চক করছে ওর চোখ। 'তুমি সত্যি গ্রেট!' কর্ক খুলে মুখে উপুড় করে দিল সে বোতলটা। ঢক ঢক করে গিলতে শুরু করল ভেতরের তরল পদার্থ।

'আহ্!' ধীরে ধীরে মুখের ভাব আর চোখের দৃষ্টিতে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল ওর। হঠাৎ অতিরিক্ত উৎফুল্ল দেখাতে লাগল ওকে এবং কিছুটা বোকাটেও।

বসা থেকে উঠে দাঁড়াল ও, ঘুরতে লাগল চারদিকে। একটু পর ধুপ ধাপ পা ফেলে এগিয়ে এল সাওলোর কাছে। আড়চোখে ওর দিকে তাকাল। 'তোমার সাথে এখন পর্যন্ত ভাল ব্যবহার করিনি আমি, স্টেইভ। ধ্যাৎ, আসলেই হয়তো তুমি ভাল। অন্তত তোমার মত শান্তিপ্রিয় ইনজুন আমি আর দেখিনি। আশা করি, তুমি এসব মনে রাখবে না, বাছা!'

'হ্যাঁ, বাছা,' সাওলো হাসল, 'ওটা আমি এতক্ষণে ভুলেই গেছি।'

'বাছা,' শব্দটার ওপর জোর দিল সাওলো।

খ্যাক খ্যাক করে হাসল ওয়াল্টার নিজেও, যেন দারুণ একটা মজার কথা বলেছে সাওলো। এলোমেলো পায়ে টলতে টলতে ইয়েটসের দিকে এগোল ও, দু'পা বাড়াল, তিনবারের সময় উল্টে পড়ল ওর পাশে; অল্পের জন্যে বেঁচে গেল আগুনে পড়া থেকে।

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল মেয়েটি, চোখ ফিরিয়ে নিল ও বিতৃষ্ণ ভঙ্গিতে। ম্যাগির দিকে চাইল। ঘুমিয়ে পড়েছে ম্যাগি। আস্তে আস্তে হাত বের করে নিল সে ওর কাঁধের নিচ থেকে।

উঠে জুতো সেলাইয়ের অসমাপ্ত কাজটা নিয়ে বসল ফের। কিন্তু অচিরে বুঝতে পারল, কাজটা প্রায় অসম্ভব। জুতোর চামড়া ছিঁড়ে চলে এসেছে সোল

থেকে।

'ইস, যদি একটা ছুরি পেতাম···মি. স্টেইভ, তোমার ছুরিটা পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়, ম্যাম।' উঠে গিয়ে নিজের ছুরিটা ওর হাতে দিল সাওলো।

চোখ কপালে উঠল মেয়েটির। 'আরে, এরকম ছুরি তো আর দেখিনি!'

'ছুরি নয় এটা ম্যাম, স্প্যানিশ ড্যাগার।'

উল্টেপাল্টে ছুরিটা দেখল মেয়েটা। 'চমৎকার!'

টলেডো স্টীলের তৈরি ছুরিটা; দ্বিধারী, তীরের মত সোজা।

'কোথায় পেয়েছ ওটা?' কৌতূহল প্রকাশ করল মেয়েটি।

'উপহার।'

'উপহারটা যত্ন করে রেখে দিয়ো,' পরামর্শ দিল সে।

সাওলো অবশ্য ছুরিটা যত্ন করেই রেখেছে। দুর্লভ স্প্যানিশ ড্যাগার বলে নয়, ওটা একটা উপহার এবং উপহারটা ওর বাবা জারিপোর কাছ থেকে পাওয়া বলেই। জারিপোর দাবি, যৌবনে একজন 'গ্রান্ডি'কে হত্যা করে এটি হাতিয়ে নিয়েছিল সে। একবার মাতাল অবস্থায় দিলখোলা হয়ে ওর আধা শ্বেতাঙ্গ ছেলেটাকে ওটা উপহার দিয়ে দেয়।

কিন্তু ছুরি দিয়ে কাজ হলো না। জুতোজোড়া এমনভাবে ছিঁড়েছে যে, ওটা আর মেরামতের উপযোগী নয়। হতাশা ব্যক্ত করল মেয়েটি।

'আমার কাছে মোকাসিন আছে একজোড়া,' বলল সাওলো। 'তুমি ওগুলো নিতে পারো।'

মোকাসিনগুলো সুন্দর; মেয়েটি ওগুলোর অ্যাপাচি ডিজাইনের প্রশংসা করল।

স্কার্ট উঁচিয়ে পেটিকোটটা হাঁটু পর্যন্ত তুলে মোকাসিনগুলো পরে নিল সে। ওর কালো মোজা-পরা পা দুটো লম্বা আর সুগঠিত। যে কোন পুরুষকে মুগ্ধ করার মতই, ভাবল সাওলো। মোকাসিন পরে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি; হাঁটাহাঁটি করল একটু। তারপর সাওলোর কাছে এল। 'দারুণ ফিট করেছে তো!' হাসল সে। 'খুব খুশি হয়েছি। কোথায় পেয়েছ তাই জানতে চাচ্ছি না।'

সাওলোও হাসল। উন্নতবক্ষা, স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা; ক্যাম্পের আগুনের আলোয় ওর পূর্ণ অবয়ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দীর্ঘাঙ্গী মহিলা, লম্বায় প্রায় সাওলোর সমান হবে। আলোয় চকচক করছে ওর সোনালি চুল। অস্বস্তি বোধ করল সাওলো। মেয়েটি প্রশংসার জবাবে কিছু বলতে গেল; বোকার মত শেষে প্রশ্ন করে বসল অপ্রাসঙ্গিকভাবে, 'তোমার নাম?'

'মেলোডি ক্রিসমোর—পরে অবশ্য মেলোডি উইলসন...' ইতস্তত করল ডাচেস, 'ট্যুবাকে একটা জুয়ার দোকান চালাতাম, গানও গাইতাম। এখন দোকান নেই। নতুন ধান্দায় আছি।'

'মি. উইলসন কোথায়?'

'মারা গেছে। প্রায় আট বছর আগে।' সন্তর্পণে দীর্ঘশ্বাস চাপল মেলোডি। 'দারুণ একজন মানুষ ছিল ও। সুবিবেচক।' হাসল ম্লানমুখে। 'তবে মরার ব্যাপারে খুব একটা সুবিবেচনার পরিচয় দিতে পারেনি। এখন থেকে আটবছর আগে নিজের পূর্ণ যৌবনা স্ত্রীকে ফেলে মরে যাওয়াটাকে নিশ্চয় সুবিবেচনার কাজ বলবে না তুমি, যদি তার সাহায্যে আসার জন্যে অসংখ্য আজেবাজে লোক লাইন ধরে ছুটে আসে।'

আজ রাতে কোন গোলমালের আশঙ্কা করছে না সাওলো। তবু রাতে পাহারা দেবার জন্যে ডিউটি ভাগ করে দিল। ওয়াল্টারের ভাগে পড়ল রাতের প্রথম অংশের পাহারা। সাওলোর বিশ্বাস, অ্যাপাচিরা এখনও এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেনি—আর যদি এসে যায়, অন্তত রাতে ওরা আক্রমণ করবে না। কারণ, রাতে যুদ্ধ করা ওদের রীতিবিরুদ্ধ। সাওলো শুয়ে পড়ল, মাথার নিচে দু'হাত রেখে আগামীকালের কথা ভাবতে লাগল ও।

যে করেই হোক, রেডোন্ডো ট্যাংকসে ওদের কুরিয়াপোর আগে পৌঁছতে হবে। তাহলে নির্বিঘ্নে নিজেদের পানির প্রয়োজন মিটিয়ে সটকে পড়তে পারবে ওরা। নইলে কুরিয়াপোকে মোকাবেলা করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

হতাশা বোধ করছে ও। মনে মনে নিজের লোকবলের কথা ভাবল। ওয়াল্টার সম্ভবত পোড় খাওয়া, কঠিন লোক। বাকিদের কাউকে সেরকম মনে হয় না। তবে একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত, ওদের কেউ ভীতু নয়। ভীতু হলে এরকম গোলযোগপূর্ণ সময়ে ট্যুবাক থেকে বেরিয়ে আসত না। সাহসী ওরা, নয়তো চরম বোকা।

ভোরে চারদিক ফর্সা হয়ে ওঠার অনেক আগেই সবাইকে ডেকে তুলল সাওলো। যাত্রা শুরু করার জন্যে তৈরি হতে বলল ও। গতকাল সারাদিন প্রচণ্ড খাটুনির ধকল একরাতের ঘুমে কাটিয়ে উঠতে পারেনি যাত্রীরা। কমবেশি আপত্তি জানাল সবাই। তবে সবচে' বেশি অসন্তোষ প্রকাশ করল ওয়াল্টার। 'ধ্যাত্তেরি, এত সকালে ওঠানোর কী দরকার ছিল, অ্যাঁ?'

'ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এগিয়ে যাওয়া দরকার,' ব্যাখ্যা করল সাওলো। 'চলো।'

পর্যুদস্ত সৈন্যদলের মত অগত্যা ওকে অনুসরণ করল সবাই। উত্তরে চলল ওরা। ক্রমে ভোরের আলোয় লাভা অঞ্চল স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল

ওদের চোখে। মরাটে শাদা দেখাচ্ছে চারদিক। এক সময় পাখির কলকাকলিতে সবুজ ঝোপঝাড় মুখরিত হয়ে ওঠায় যেন জীবন ফিরে পেল পুরো লাভা অঞ্চল।

হেঁটে সাওলোর পাশে চলে এল ওয়াল্টার। 'ধূমপান করার মত কিছু আছে নাকি তোমার সাথে, স্টেইভ?'

'আছে। তবে তোমার হয়তো পছন্দ হবে না।'

'কি করে জানলে?'

কথা না বাড়িয়ে নিজের স্প্যানিশ সিগার থেকে একটা বাড়িয়ে দিল ও ওয়াল্টারের দিকে।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে চোখ কুঁচকে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল ওয়াল্টার, নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে বিজাতীয় একটা শব্দ করে সিগারের গোড়াটা দাঁতে কেটে নিয়ে লাইটার জ্বালিয়ে আগুন ধরাল। টান দিয়ে ধোঁয়া গিলে পরক্ষণেই মুখ বিকৃত করল, যেন শুকনো গোবরপোড়া ধোঁয়া গিলে ফেলেছে। একটু সামলে নিয়ে এরপর সাবধানে টানতে লাগল সিগারটা।

সাওলো মাঝে-মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দেখছিল। নাক গলাল ওয়াল্টার। 'বারবার পেছনে কী দেখছ, স্টেইভ?'

'কিছু না।'

'তাহলে চোরের মত করছ কেন?'

'স্রেফ সতর্কতা, ওয়াল্টার। জানোই তো, সাবধানের মার নেই।'

সূর্য ওঠার পর দ্রুত উত্তাপ বাড়তে শুরু করল। অচিরে গতি মন্থর হয়ে এল যাত্রীদের। এলোমেলো পায়ে হোঁচট খেতে খেতে চলতে লাগল ওরা। ওয়াল্টার আর ইয়েটস মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দিল।

দুটো ভারী পোর্টমেন্টো মাথায় হাবের অবস্থা সবচে' খারাপ বোধ হচ্ছে। ওর জামাকাপড় ঘামে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। ক্লান্ত খচ্চরের মত হাঁফাচ্ছে।

বিশ্রামের জন্যে যাত্রা বিরতি দিল সাওলো। ক্যান্টিনের অবশিষ্ট পানিটা বাঁট করে দিল সবার মধ্যে আধকাপ করে। নিজের ভাগের পানিটুকু ঢালল ও ফ্লাক্সে। একটু ইতস্তত করল; আরও আধকাপ পানি ঢেলে নিল ও ফ্লাস্কে।

'একমিনিট,' নাক গলাল স্টিফেন, 'আমরা সবাই পেয়েছি আধকাপ করে। আর তুমি পুরো এক কাপ নিয়েছ?'

'আমার আধ কাপ আর মি. বোদের আধকাপ। তবে আমি সবটুকুই ওকে দিতে চাই। তোমার ওই বোঝা টানতে হলে ওর আমাদের চেয়ে বেশি পানির প্রয়োজন হবে। তোমার আপত্তি আছে এতে?'

হাসল স্টিফেন। 'একদম না। তুমি যদি নিজেরটা দান করে দাও, আমার তাতে ক্ষতি কী?'

অবসন্ন শরীরে মাটিতে শুয়ে আছে হাব। সাওলো ফ্লাস্কহাতে ওর কাছে আসতেই আপত্তি জানাল ও, 'ধন্যবাদ, মি. স্টেইভ। কিন্তু আপনার ভাগের পানি আমাকে দেবেন না।'

'আমি এখন পানি খাব না। আমাদের চেয়ে তোমার পানির দরকার বেশি। অবশ্য তুমি না খেলে সেটা ভিন্ন কথা। অন্যদের বিলিয়ে দেব আমি পানিটা।'

ঝকঝকে শাদা দাঁত বের করে হাসল হাব। হাত বাড়াল সাওলোর দিকে। 'অদ্ভুত মানুষ তুমি, মি. স্টেইভ।'

সাওলোর হাত থেকে ফ্লাস্কটা নিল ও, ছোট ছোট চুমুকে নিঃশেষ করল পানিটুকু।

'তোমার পোর্টমেন্টো দুটো আমার ঘোড়ার পিঠে বেঁধে দিতে পারো,' প্রস্তাব করল সাওলো, 'কেন কষ্ট করে বয়ে বেড়াচ্ছ শুধু শুধু?'

'ধন্যবাদ। কিন্তু সেটা করতে পারব না। মি. স্টিফেন আপত্তি করবে।'

'আপত্তি করার কী আছে?'

'সেটা আমি জানি না। তবে রাগ করবেই।'

'তোমার এ-চাকরিটা তুমি পছন্দ করো?'

'এটা চাকরি, মি. স্টেইভ,' খালি ফ্লাস্কটায় ঢাকনা লাগাল হাব, সাওলোকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'কালোদের জন্যে পছন্দ-অপছন্দ করার কিছু নেই। সেটা তুমিও জানো, না?'

'জানি না আমি,' সাওলো বলল। 'তবে আমার মতে, কালো মানুষদেরও পছন্দ-অপছন্দ করার অধিকার থাকা উচিত। মানুষকে হয় মানুষের মত বাঁচতে হবে, নয়তো কুকুরের মত।'

বুকের ওপর আড়াআড়ি করে হাত রেখে একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসল হাব। বলতে লাগল, 'শৈশবে খুব সুখে ছিলাম, মি. স্টেইভ। আমার এক বছর বয়সের সময় মালিকের প্রথম বাচ্চা হয়। আমাকে মি. এডসনের আজীবন ভৃত্য হিসেবে পছন্দ করা হয়। ফলে আমাদের নিগ্রোদের জন্যে তৈরি ঘর থেকে মি. এডসনের প্রাসাদে সর্বক্ষণের জন্যে স্থানান্তর ঘটে আমার। এরপর মি. এডসনের জন্যে বিদেশ থেকে এক্সপার্ট শিক্ষক আনা হয়। ওদের সঙ্গে থেকে থেকে বিশুদ্ধ ইংরেজীতে কথা বলাটা রপ্ত করে ফেলি। আমার ইংরেজি শুনে তোমার তা-ই মনে হয় না?'

'মোটামুটি।'

মৃদু হাসল হাব। 'গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর আমরা ক্রীতদাসরা মুক্তি পেয়ে গেলাম। আমার বয়স তখন ষোলো। আমার মনিবের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল হঠাৎ। বাবা-মার কাছে ফিরে গেলাম আমি। জর্জিয়ার অনুর্বর অঞ্চলে সামান্য জমিজমার ওপর বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে লাগল আমার পরিবার। পরিবারের সবাই মিলে জমিতে অমানুষিক পরিশ্রম করতাম। কিন্তু সে তুলনায় ফসল পেতাম যৎসামান্য। আমরা উপোস করতে শুরু করলাম।

'আমাদের এক শ্বেতাঙ্গ প্রতিবেশীর মুরগির খামার ছিল। খিদের জ্বালায় একরাতে কয়েকজন মিলে মুরগি চুরি করলাম। মাত্র তিনটে মুরগি। পরের দিন একদল শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক, মাতাল হয়ে নিগ্রো পাড়ায় এসে প্রতিটা ঘর থেকে গৃহকর্তাদের ধরে নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দিল। তারপর প্রত্যেক ঘর থেকে একদম ছোট ছেলে কিংবা মেয়েটাকে নিয়ে তাও গাছে ঝুলিয়ে ওদের পাছায় বেত মারল নির্মমভাবে এবং পরে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করল।'

মাথা নিচু করে এক নাগাড়ে বলে গেল হাব; ওর দু'হাত বুক থেকে নামিয়ে কোলের ওপর রাখা—মুষ্টিবদ্ধ। আচমকা মাথা তুলল ও, তাকাল সাওলোর দিকে। 'আমি আমার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলাম মি. স্টেইভ।'

নিরুত্তরে ওর দিকে চেয়ে রইল সাওলো।

'সেদিন থেকে,' আবার কথা বলল হাব, 'জেনে গেছি, দাসত্ব থেকে মুক্তি পেলেও কৃষ্ণাঙ্গদের পছন্দ কিংবা অপছন্দ করার স্বাধীনতা আসেনি। মোটেও আসেনি।'

'একটাই জিনিস আছে, হাব,' ধীরকণ্ঠে বলল সাওলো। 'হয় স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকব, নয়তো মরে যাব। এ-দুটোর একটা বেছে নিতে হবে মানুষকে। আর মানুষতো এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ কারণেও মারা যায়, যায় না?'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল হাব। 'তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না, মি. স্টেইভ। একটা মানুষ অনেক কারণে যুদ্ধ করতে পারে। সেটা হোক ওর আদর্শ, দেশ বা পরিবারের জন্যে। কিংবা যুদ্ধে অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে। ওর মৃত্যুর পর ওর উত্তরাধিকারীরা সে-যুদ্ধকে সামনে এগিয়ে নেয়।'

হতাশার ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল ও। 'কিন্তু আমার যে কোন স্পর্ধাই শেষ পর্যন্ত অন্তঃসারশূন্য হতে বাধ্য। আমার লোকেরা যুগ যুগ ধরে সন্ত্রস্ত অবস্থায় বেঁচে আছে, আমরা যুদ্ধ করি না—তবে দু'একজন ন্যাট টার্নার যে ওদের মধ্যে নেই তা নয়। কিন্তু ওরা সবাই মারা যায়। ওদের মৃত্যু আর তোমাদের ইন্ডিয়ানদের বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ শাদাদের জন্যে বিশেষ কোনও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে না? দুটোই সমান।'

'আমি শুধু তোমার কথাই বলছি, হাব। তুমি একজন মানুষ; তোমার কী সিদ্ধান্ত সেটাই বলো।'

'আমার সিদ্ধান্ত?' হাসল হাব। 'মরে যাবার চেয়ে বেঁচে থাকতে বেশি ভালবাসি আমি।'

'ঠিক আছে তাহলে, মি. বোদ,' সাওলো উঠে দাঁড়াল। 'তুমি আসলে মরেই আছ। হয়তো তোমাকে সমাধিস্থ করার কাজটা আমাকেই করতে হবে। কী বলো?'

দলের অন্যরা একটু দূরে বিশ্রাম করছিল। ওদের কাছে গিয়ে যাত্রার জন্যে তৈরি হতে বলল ও। ওয়াল্টার ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল। 'তুমি খুব তাড়াহুড়ো করছ, স্টেইভ। আমার ধারণা, রেডোন্ডো ট্যাংকস আর বেশি দূরে নয়।'

'এখন হাঁটা শুরু করলে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

বলতে বলতে পেছনে ব্যাকট্রেইলে নজর বুলাল সাওলো। ধু-ধু করছে ফেলে আসা ট্রেইল, জন-মনুষ্যের চিহ্নও নেই এখন পর্যন্ত।

সামনে ফিরল ও, এগিয়ে চলল সবাইকে নিয়ে। ওয়াল্টার কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে ওকে, অনুভব করল ও।

ছয়

তীব্র তাপে ঝলসে যাচ্ছে যাত্রীরা, ঘামছে দরদর করে। তবু হাঁটার বিরাম নেই। দিগন্তে ঝকঝক করছে উজ্জ্বল উত্তপ্ত রোদ; মরীচিকার মত লাগছে ক্লান্ত পিপাসার্ত পথিকদের চোখে। অনেকদূরে, অসংখ্য উঁচু ভূমির ওপর একটা রিজের কাঠামো জেগে উঠছে; কালো ব্যাসল্টে তৈরি রিজটা আশপাশের সবগুলো টিলা-টক্করের মাথা ছাড়িয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে।

'ওইখানে,' একটা হাত উঁচু করল সাওলো, 'ওই রিজটা পেরোলেই রেডোন্ডো ট্যাংকস।'

ঠিক সে-মুহূর্তে আচমকা হোঁচট খেল হাব, পড়ে গেল মাটিতে উপুড় হয়ে। কোনওমতে দু'হাত ও দু'হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঠল সে, মাথা নাড়ল মৃদুভাবে। থেমে ওকে দেখতে লাগল সবাই।

ধুলোমাখা মুখ তুলল হাব। 'মি. স্টিফেন, আ-আমি দুঃখিত। বোঝাটা আর বওয়া সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।'

'ওটা তুলে নাও, হাব। চলো। তুমি নিশ্চয় স্টেইভকে বলতে শুনেছ, রেডোন্ডো ট্যাংকস আর বেশি দূরে নয়,' মৃদুস্বরে আদেশ দিল স্টিফেন।

'আমি দুঃখিত, স্যার। ওগুলো মাথায় নিয়ে আর এক পাও হাঁটতে পারব না।'

রোদে-জ্বলা চোখ দুটো সরু করে চাইল স্টিফেন। ঠাণ্ডাস্বরে বলল, 'পাগলামি কোরো না, হাব। ব্যাগদুটো তুলে নাও তাড়াতাড়ি।'

হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় চোখ তুলে স্টিফেনের দিকে চাইল হাব। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কয়েকমুহূর্ত। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল হাঁফাতে হাঁফাতে। 'না, স্যার, মনে হচ্ছে না যে পারব।'

'আহ্,' বিরক্তি চাপার চেষ্টা করছে স্টিফেন। 'ঠিকই পারবে।'

কাঁধ সোজা করে দাঁড়িয়ে রইল হাব বোদ। 'আমার মনে হয় না, স্যার। তাছাড়া…' একটু হাসল ও। তারপর বলল, 'আমি আর তোমার চাকরিতে নেই। এই মুহূর্ত থেকেই তোমার চাকরি থেকে অব্যাহতি নিলাম আমি।'

'হাহ্,' ব্যঙ্গ করল ওয়াল্টার, 'ক্রীতদাসের মুখে দেখছি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা ফুটেছে! ঝেড়ে দাও তো ওকে, বাছা।' স্টিফেনের দিকে চাইল ও হাসিমুখে।

সাপের মত কোমরের বেল্টে ছোবল বসাল স্টিফেনের হাত; পিস্তল বের করে আনল নিমেষে। সূর্যালোকে ওটার নীল ইস্পাতের নল ঝিক করে উঠল। ক্রুর হাসি হাসল সে। 'অব্যাহতি নিয়েছ, না? এবার? ওই ব্যাটা হতচ্ছাড়া কালো ভিখারী, তোল ওগুলো!'

পিস্তল নেড়ে পোর্টমেন্টো দুটোর দিকে নির্দেশ করল সে।

'না, স্যার,' ইতস্তত করছে হাব। ওর ধুলোবালি মাখা কালো মুখ বেয়ে ঘামের ধারা বইছে। 'মোটেই পারব না।'

পাঁই করে পায়ের গোড়ালির ওপর ঘুরল স্যাওলো। যখন স্টিফেনের দিকে ফিরল, তখন ওর চোখে আগুন আর হাতে আগুন ঝরানোর অপেক্ষায় উদ্যত রাইফেল: তাকিয়ে আছে ওটা স্টিফেনের পেট বরাবর। 'নিজের কাছে তোমার কতটা দাম, স্টিফেন?'

ঠাণ্ডাহাসি হাসল স্টিফেন। 'চমৎকার!' পিস্তলটা ঠেলে খাপের ভেতর ঢোকাল। 'হাব, আমার তো ধারণা ছিল, কেউ আমাকে বিরক্ত করলে তুমি আমার হয়ে কথা বলো—আর তোমাকে বিরক্ত করলে আমি বসে থাকতে পারি না!'

'তোমার প্রথম ধারণাটা একদম সত্যি—কিন্তু দ্বিতীয়টা বুঝতে পারিনি কোনওদিন। কিন্তু এখন আর তাতে কিছুই আসে-যায় না।'

'ঠিক আছে, হাব। কিছুই যায়-আসে না। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে মিটে যাচ্ছে না।' আড়চোখে তাকাল ও সাওলোর দিকে। 'এর জন্যে উচিত শিক্ষা তুমি অবশ্যই পাবে। কথা দিচ্ছি হাব, বঞ্চিত হবে না। সে সময় তোমার দোআঁশলা বন্ধুর বন্দুক তোমার পাশে নাও থাকতে পারে।'

রাইফেলটা সামান্য নাড়াল সাওলো। তারপর ঘুরে এগিয়ে গেল সামনে। স্টিফেন ছাড়া বাকিরা ওকে অনুসরণ করল। স্টিফেন প্রথমে একটা ব্যাগ তুলে নিল, তারপর অন্যটা। কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেকটা পেছনে পড়ে গেল সে। হোঁচট খেতে খেতে কোনওমতে হাঁটতে লাগল মুখ দিয়ে অনবরত খিস্তি ওগরাতে ওগরাতে। শেষমেষ হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। হেঁড়ে গলায় হাঁক দিল, 'এক মিনিট অপেক্ষা করো। হতচ্ছাড়া ব্যাগগুলো আবার বাঁধতে হচ্ছে আমাকে। হেই, আরে! আমাকে ফেলে যেয়ো না!'

হাঁটা বন্ধ করল না সাওলো; চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'পা চালিয়ে এসো। আমাদের ধরে ফেলতে পারবে।'

ঝেড়ে গাল দিল স্টিফেন সাওলোকে। লাভ হলো না তাতে। ওরা সামনে এগিয়ে চলল ওকে ওর পোর্টমেন্টোসহ হাঁটু গেড়ে বসা অবস্থায় ফেলে রেখে। ক্রমে চড়াই শুরু হলো; দিগন্তে ব্যাসল্টে তৈরি উঁচু রিজটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। রিজ পেরিয়ে রেডোন্ডো ট্যাংকস।

হঠাৎ থেমে পড়ল সাওলো, চারদিকে তাকাল।

দক্ষিণে চোখ আটকে গেল ওর। সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন লক্ষ করল সে ওদিকটায়। তীব্র উজ্জ্বল রোদকে সামান্য ম্লান করে দিয়ে একটা পাতলা ধুলোর স্তর ভাসছে ওদিকের বাতাসে। পরিবর্তনটা ওর অভিজ্ঞ চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

'কী হয়েছে, বাছা?' ইয়েটস জানতে চাইল।

'দেরি করে ফেলেছি আমরা, ইয়েটস। ওরা আমাদের আগে পৌঁছে গেছে।'

'কুরিয়াপো?'

ওপর-নিচ মাথা দোলাল সাওলো।

ব্যাসল্টের রিজের দিকে তাকাল সাওলো। জায়গাটা মুক্ত নেই এখন আর, প্রচুর পাথর ফেলে ওখানে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে।

ট্যাংকসের সামনে খোলা জায়গাটায় প্রচুর পাথর ছড়ানো ছিটানো; তবে অতদূর পেরিয়ে ওই পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলে লড়ার মত মোটামুটি একটা জায়গা পাওয়া যাবে।

'সাওলো,' আবার ডাকল ইয়েটস। 'তুমি নিশ্চিত যে, ওরা অ্যাপাচি?'

'একশো ভাগ।'

কঠিন চোখে ওর দিকে তাকাল ইয়েটস। 'তুমি জানতে ওরা অনুসরণ করছে আমাদের?'

'নিশ্চিত ছিলাম না।'

স্টিফেন এসে পড়ল এর মধ্যে। দুটো ব্যাগ নিয়ে টলমল পায়ে হাঁটছে ও মেয়েরা সহ অন্যদের অবস্থাও তথৈবচ।

খুব আস্তে আস্তে এগোল ওরা। মেলোডিকে হাঁটতে সাহায্য করছে সাওলো, একহাতে ওর বাহু আঁকড়ে রেখে মাঝে-মধ্যে অ্যাপাচিদের অগ্রগতির দিকে লক্ষ রাখছে। ধূলির মেঘ আচমকা ছেঁড়াখোঁড়া হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে, এগিয়ে আসছে দ্রুত।

'আমরা পারব না।' হোঁচট খেল মেলোডি, পড়ে যাচ্ছিল, টেনে ধরে ওর পতন রোধ করল সাওলো। 'তুমি পালাও,' ফিসফিস করল মেলোডি। 'তোমার তো ঘোড়া আছে। তুমি কেন থাকছ? তুমি তো চলে যেতে পারো।'

'হয়তো। কিন্তু আমি যাচ্ছি না,' নিজের মত ব্যক্ত করল সাওলো।

'কেন? তোমার তো ঋণ নেই আমাদের কাছে!'

শেষপর্যন্ত পাথরের কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারল ওরা। কিন্তু অ্যাপাচিরাও অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে প্রায় শুয়ে পড়েছে ওরা, আড়াল থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে খোলা জায়গায় এসে পড়ল। তাদের শিকার ঠিক তাদের সামনেই, সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়।

একহাতে মেলোডির বাহু খামচে ধরে রেখেছে সাওলো, অন্যহাতে ঘোড়াদুটো টেনে নিচ্ছে। সঙ্গীদের নিয়ে পাথরের মধ্যে দিয়ে ছুটল। ইতোমধ্যে স্যাডল থেকে রাইফেলগুলো বের করে প্রত্যেকের হাতে গছিয়ে দিয়েছে একটা করে।

পাথরের ভেতর ঢুকে পড়েছে অ্যাপাচিরাও। আড়াল দেখে দেখে পজিশন নিল। দু'একটা ফায়ারও করল এদিক-সেদিক।

ওয়াল্টার ঘুরে দাঁড়াল, একহাঁটুর ওপর বসে পড়ল পিস্তল হাতে। গুলি করল কয়েকবার। হাবও এসে গেল ওর পাশে, বসল। গর্জন করে উঠল ওয়াল্টার, 'সর্ এখান থেকে, শালা কেলো ভূত! এদিকে আমি আছি।'

নিজের হাতের রাইফেলটার দিকে অসহায়ভাবে তাকাল হাব; সরে পড়ল ওখান থেকে। তারপর দৌড় লাগাল অন্যদের পেছনে।

একটু ইতস্তত করল স্টিফেন। ব্যাগদুটো একপাশে রেখে দিয়ে ওয়াল্টারের পাশে চলে এল। ওর দিকে এক নজর তাকাল ওয়াল্টার-দু'জনে মিলে এক নাগাড়ে গুলি বর্ষণ করতে শুরু করল। বাকিদের কাভার

দিচ্ছে ওরা। সাওলো মেলোডিকে এবং ইয়েটস ম্যাগিকে ছুটতে সাহায্য করছে; হাব ছুটছে ওদের পেছনে পেছনে।

অ্যাপাচিদের ছুটোছুটি বন্ধ হয়ে গেছে।

ওয়াল্টার আর স্টিফেন পিছিয়ে এসে অন্যদের অনুসরণ করল।

পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেনি। আচমকা অ্যাপাচিরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একহাতে ঘোড়ার পাঁজর আঁকড়ে ধরে নিচু হয়ে অপর হাতে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে এল ওরা, পরমুহূর্তে বোল্ডারের ফাঁকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ওদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার সাওলোর কাছে। ওরা তাদের ট্যাংকস আর ওদের মাঝখানে পেতে চায়। এরপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালাবে দু'দল দু'দিকে থেকে, গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে। বোল্ডারের যৎসামান্য প্রতিবন্ধকতায় দু'মিনিটও টিকতে পারবে না সাওলোরা।

দাঁড়িয়ে পড়ল সাওলো। হাত নেড়ে সঙ্গীদের যেখানে আছে, সেখানে থেমে পড়ার সঙ্কেত দিতে গেল। আচমকা একজন অ্যাপাচি যোদ্ধা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাংকসের দিকে ঘোড়া ছোটাল, পর মুহূর্তে একটা গুলির শব্দ শোনা গেল এবং ট্যাংকসমুখী অ্যাপাচির ঘোড়াটা যেন হোঁচট খেয়ে আরোহীসহ হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল। ভূপাতিত আরোহী উঠে খিঁচে দৌড় লাগাল আড়ালের জন্যে, আরেকটা গুলি এসে শুইয়ে দিল ওকেও। পর মুহূর্তে চারদিক থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।

দুটো গুলি একই উৎস থেকে এসেছে, বুঝতে পারল সাওলো। কিন্তু ঠিক কোনদিক থেকে এসেছে, সেটা বুঝতে পারল না। তবে ট্যাংকসের দিকের বাতাসে হালকা ধুলো ও ধোঁয়ার আভাস দেখে বুঝতে দেরি হলো না, গুলিদুটো ওদিক থেকে এসেছে।

ওদিকে কেউ আছে—এবং সম্ভবত বন্ধুভাবাপন্ন। অ্যাপাচিদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে ও। এরকম কিছুর আশা করেনি অ্যাপাচিরা। লোকটার পরবর্তী গুলি এসে আরেকটা পনিকে বিদ্ধ করল; পরের গুলিতে ওটার ধাবমান মালিককেও।

দু'দিক থেকে গুলির মাঝখানে পড়ে গেল অ্যাপাচি যোদ্ধারা। প্রমাদ গুনল ওদের দলপতি; সাওলো ওর কর্কশ গলা শুনতে পেল। কুরিয়াপো চিৎকার করে নিজের লোকদের পিছু হটার নির্দেশ দিচ্ছে।

একটা পাথরের গা ঘেঁষে বসল সাওলো, শার্পসটা কক করল। অ্যাপাচিদের পনিগুলোর খুরের দাপটে ধুলো উড়ছে চারদিকে। ধুলোর প্রকোপে দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কুরিয়াপোকে টার্গেট করার চেষ্টা করল

সে, কিন্তু স্পষ্ট করে চিনে উঠতে পারছে না।

গুলির শব্দ, ঘোড়াগুলোর চেঁচামেচি, তাদের খুরের আওয়াজ—সবকিছু মিলে জায়গাটাকে নরক সমতুল্য করে তুলল। ট্যাংকসের দিক থেকে আরেকবার গুলির শব্দ শোনা গেল। আরেকজন অ্যাপাচিকে নিচে গড়িয়ে পড়তে দেখল সাওলো। কুরিয়াপোকে চেনার চেষ্টা চালাচ্ছে ও দৃষ্টিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে তুলে। কিন্তু ধুলোর চাদর আরও মোটা হয়ে উঠল ওর চোখে। একজন যোদ্ধা নয়, তার ছায়াকে নড়াচড়া করতে দেখল সাওলো। আচমকা পেছনে ঝাঁপ দিল ছায়াটি। ছুটল প্রাণপণে। তার পেছনে ছুটল আরও কিছু ছায়া, নিমেষে হারিয়ে গেল ধুলোর মেঘ আর পাথরের আড়ালে।

ট্যাংকসের পথ এখন মুক্ত।

হাত ধরে মেলোডিকে প্রায় টেনে নিয়ে চলল ও। অন্যেরা ওর পিছু নিল। ওয়াল্টার আর স্টিফেন মাঝে মাঝে অ্যাপাচিরা যেদিকে অবস্থান করছিল, সেদিকে গুলি পাঠাতে লাগল।

ব্যাসল্টের পেছন থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। সামনে এগিয়ে এসে একটা পাথরের ওপর দাঁড়াল। হাতের রাইফেলটা মাথার ওপর তুলে নাড়াতে লাগল সে। তারপর পাথর থেকে নেমে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

তৃষ্ণার্ত ঘোড়াগুলো পানির গন্ধ পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। গতি বাড়িয়ে দিল ওরা। একটা অগভীর অ্যারোয়ো ধরে এগোল জন্তুগুলো ট্যাংকসের দিকে।

লোকটার আরও কাছে পৌঁছল যাত্রীরা। ওর চেহারা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অস্ফুটস্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল ইয়েটস, 'আরে! এ যে দেখছি জিমি গ্যানো!'

'কে ও?' সাওলো জানতে চাইল।

'আলাপ্টার ডেপুটি শেরিফ।'

'জায়গাটা চিনি। ওখানকার খনিগুলোয় মেক্সিকানরা কাজ করে।'

'ঠিক তাই। কিন্তু অবাক লাগছে, এতটা দক্ষিণে কেন ও?'

অ্যারোয়োর পাড়ে গিয়ে পৌঁছল ওরা। জিমি গ্যানো ওদের অ্যারোয়োর ভেতরে নিয়ে চলল। পানির মূল উৎস প্রায় বর্গাকার, অ্যারোয়োর ঠিক মধ্যভাগে। তিন থেকে চার ফুট গভীর পানি, লাভার দেয়ালের ছায়ায় ঢাকা। অ্যারোয়োর ওপর দিকে শেষ মাথায় সঙ্কীর্ণ দেয়ালের ওপাশে আরেকটা উৎস। তুলনামূলকভাবে কিছুটা ছোট ওটা; মেইন ট্যাংকের নিচের দিকে, যেখানে অ্যারোয়োর দেয়াল অধিকতর চওড়া ও ছোটবড় নানা ধরনের পাথরে ঢাকা, সেখানে আরেকটি উৎস।

'কী খবর, জিমি?'

'পার্ক! নিশ্চয় স্টেজটা হারিয়েছ তুমি?'

'গতকাল,' স্বীকার করল ইয়েটস। 'পরিচয় করে দিচ্ছি, ও সাওলো স্টেইভ—আর সাওলো, এর নাম তো আগেই বলেছি। না?'

মোটাসোটা গড়নের ছোটখাট মানুষ গ্যানো। বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হবে। গামলা আকৃতির ভুঁড়ির আভাস পেটে, নাকের নিচে কালচে ধূসর গোঁফ, মাথা গোলাকার, দু'চোখ বিষণ্ন। পরনে ভাঁজভাঙা কালো ধূলিধূসরিত স্যুট। কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ওকে, হাতের কাজটা ঠিকমত উপভোগ করতে পারছে না—এমন একটা ভাব মুখে। তবে সব কিছু মিলিয়ে একজন ভাল লোক ‘—দক্ষও, ভাবল সাওলো।

ইতোমধ্যে পানি খেয়ে মোটামুটি সুস্থির হয়েছে সবাই। ইয়েটস ওদের সঙ্গে গ্যানোর পরিচয় করিয়ে দিল। গ্যানো টুপি খুলে সম্মান দেখাল মেয়েদের।

'ম্যান,' ইয়েটস ওকে বলল। 'অনেকদূর এসে পড়েছ তুমি। আলাপ্টায় যেতে এদিকে আসার দরকার নেই। বোলো না যেন পথ হারিয়েছ। এদিকে অ্যাপাচিদের উৎপাতের কথা শোনোনি? কুরিয়াপোর নেতৃত্বে ক্ষ্যাপা মোষের মত দাবড়ে বেড়াচ্ছে। তছনছ করে দিচ্ছে সব কিছু।'

'কুরিয়াপো!' অবাক হলো গ্যানো। 'ও না শুনেছিলাম রিজার্ভেশনে!'

'ভুল শোনোনি। কিন্তু মাত্র দিন পাঁচেক আগে ওখান থেকে পালিয়েছে ও। তারপর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে নরক গুলজার করতে করতে দক্ষিণে চলে এসেছে। আমাদের সাথে ট্যুবাক আর সিলভারটনের মাঝামাঝি জায়গায় মোলাকাত হয়েছিল। সবগুলো ঘোড়া হারিয়ে পায়ে হেঁটে পালিয়েছি আমরা। সঙ্গে পানি ছিল না আমাদের। পরে সাওলোর সাথে দেখা হলে ও আমাদের এদিকে নিয়ে আসে। কিন্তু অবাক হচ্ছি কুরিয়াপোর পালানোর খবরটা পাওনি বলে।'

কাঁধ ঝাঁকাল জিমি গ্যানো। 'আলাপ্টা অনেক দূরের পথ, ' তুমি তা জানো। পাহাড়ের ভেতর। দু'সপ্তাহে একটিমাত্র সাপ্লাই ট্রেন ওখানে খাবার নিয়ে যায়। ওদিকে মানুষজন একদম যায় না বললেই চলে।'

'তাই হবে। কিন্তু এত দূরে কি করে এলে?'

সামনে এগোল গ্যানো। ওরা ওকে অনুসরণ করল। সামান্য দূরে, একটা পাথুরে ঢালে গিয়ে পৌছল। ওখানে ক্যাম্প করেছে গ্যানো। একজন লোক শুয়ে আছে ক্যাম্পে ওদের দিকে পাশ ফিরে। ওর হাতে হ্যান্ডকাফ। পিছমোড়া করে বাঁধা। মাথায় পরা বিরাট সমব্রেরোটা মুখ ঢেকে রেখেছে

ওর। লোকটা ঘুমুচ্ছে সম্ভবত, তা না হলে চুপচাপ বিশ্রাম নিচ্ছে।

'ওর জন্যে আসতে হয়েছে,' ইশারায় লোকটাকে দেখিয়ে বিরসকণ্ঠে জবাব দিল গ্যানো।

ঘোঁৎ করে উঠল পার্ক ইয়েটস, 'কে ও, বলো তো?'

'ওয়েটিনো অ্যাম্বারগো। আমার অফিসের পে-রোল সেফ লুট করে পালাতে গিয়েছিল, কিন্তু ছোট্ট একটা ভুলের জন্যে আবার আমার সঙ্গে ফিরতে হচ্ছে।'

'কোথায়? ট্যুবাক?'

'ওখানেই তো সবকিছু। কাউন্টি অফিস, শেরিফ, জাজও। আর আমি তো স্রেফ ডেপুটি শেরিফ, আলাপ্টায় তাই কেউ যেতে চাইবে না। এদিকে অ্যাম্বারগো হলো মহাবজ্জাত। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে ট্যুবাকে নিয়ে যাওয়া দরকার। আলাপ্টার রাস্তা সম্পর্কে তুমি নিজেও আমার চেয়ে কম জানো না। নরকে যাবার রাস্তাটাও সম্ভবত অত খারাপ নয়। কখনও পাহাড়ে উঠেছে, কখনও নেমে গেছে পাতালে। মূল রাস্তা ছেড়ে তাই শর্টকার্ট করার জন্যে এদিকে এসেছি। ভেবেছিলাম এখান দিয়ে স্টেজকোচ পাওয়া যাবে। কিন্তু স্টেজের নাম-ঠিকানাও নেই। কেন, বলো তো?'

'স্টেজকোচ কর্তৃপক্ষ আপাতত লাইন বন্ধ রেখেছে। আমি বিশেষ ট্রিপে যাচ্ছিলাম।'

মাটিতে শুয়ে থাকা লোকটি আস্তে আস্তে উঠে বসল। কাজটি করতে প্রচুর পরিশ্রম হলো ওর। বসে হাঁফাতে লাগল।

অ্যাম্বারগো লোকটা লম্বা, দাঁড়ালে ছয় ফুটের ওপর আরও তিন-চার ইঞ্চি হবে। নড়াচড়া করার সময় মনে হয় বুনো বেড়াল হাঁটছে কিংবা বিশাল বাদামী এক র‍্যাটলার ফণা তুলে দুলছে। রোদে পুড়ে গায়ের চামড়া পোড়ামাটির মত রঙ ধরেছে।

বয়স ত্রিশের বেশি হবে না, কিন্তু এর মধ্যেই বুড়োটে দেখাচ্ছে লোকটাকে। দু'চোখের কোণে অসংখ্য ভাঁজ, দেখে মনে হয়, চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর হবে বয়স। আগেকালের স্প্যানিশদের মত বরফ শীতল চোখ; চামড়ার তৈরি পোশাক পরেছে—সমব্রেরো, জ্যাকেট এবং টাইট ট্রাউজার।

'বুয়েনস দিয়াস,' শুভেচ্ছা জানাল লোকটি।

মাথা নাড়ল ইয়েটস, গ্যানোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাদের পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে নেয়া উচিত। এত কিছুর পর মনে হয় না, কুরিয়াপো আমাদের ছেড়ে কথা বলবে।' একটু থেমে বলল, 'স্টেইভ অ্যাপাচিদের

ব্যাপার ভাল বোঝে। ও আমাদের এতদূর নিয়ে এসেছে। এর পরের ব্যাপারটাও ওর ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। অবশ্য তোমাদের সবার মতামত সাপেক্ষে।'

'হাহ্!' হাসল অ্যাম্বারগো। সাওলোকে খুঁটিয়ে দেখছে ও, 'অ্যাপাচিদের সম্বন্ধে অবশ্যই জানবে ও। ও নিজেই তো...'

'চুপ করো তুমি!' ধমকে উঠল গ্যানো। 'তোমার স্প্যানিশ অহঙ্কারের ফুটো পয়সা দামও নেই আমার কাছে।' ওর বিষণ্ন দৃষ্টি সাওলোর দিকে ঘুরল। 'তুমি যদি অ্যাপাচি সম্পর্কে জানো আর পার্ক ইয়েটস তোমায় বিশ্বাস করে, তা-ই যথেষ্ট। আমরা তোমার পেছনে আছি।'

হাসল সাওলো, নড করল। ডেপুটি শেরিফকে ভাল লেগেছে ওর।

'ধন্যবাদ।'

সাত

অ্যাপাচিদের সাড়া-শব্দ নেই এখন। যতদূর চোখ যায় তাপ-তরঙ্গের উদ্বাহু নৃত্য কেবল, জন-প্রাণীর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। তবে নিশ্চিন্ত হলো না সাওলো। অ্যাপাচিদের বিশ্বাস নেই। যে কোনও সময়, যে কোনও দিক থেকে আচমকা হাজির হতে পারে ওরা।

ও প্রথমে নিজেদের অবস্থান বিচার করল, তারপর সবাইকে যার যার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল।

অ্যারোয়োর নিম্নাংশ ক্রমশ চওড়া হয়ে গেছে; ওদিকে প্রায় পঞ্চাশ ফুটের মত জায়গা কিছুটা অরক্ষিত। তবে চারদিক থেকে বিশাল কালো ব্যাসল্টের ঘের জায়গাটাকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মোটামুটি সুবিধা দিয়েছে। ব্যাসল্টের প্যাবগুলো উঁচু, সহজে চড়ার মত নয়; মাঝখানের গ্যাপগুলো ছোট বড় পাথরের বোল্ডার আর জঙ্গলে আকীর্ণ।

অ্যারোয়োতে মাঝে-মধ্যে দু'একটা জায়গায় খোলা। তবে ওগুলো নিয়ে ভাবছে না সাওলো। ওগুলো অনায়াসে কভার করা যাবে।

ব্যাসল্টের গ্যাপগুলো নিয়েই ও মাথা ঘামাচ্ছে। ওগুলো দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে অ্যাপাচিরা, কাভার হিসেবে ব্যবহার করবে ব্যাসল্টের ঘের থেকে খোলা জায়গার দিকে এগিয়ে আসা ঝোপঝাড় আর ছড়ানো ছিটানো বোল্ডারগুলোকে। কয়েকটি সম্ভাব্য প্রবেশ পথ চিহ্নিত করল সাওলো।

নিজের লোকদের অ্যারোয়ো-মুখের প্রবেশ পথগুলোয় এনে কড়া নজর রাখতে বলল জঙ্গলাকীর্ণ ও ছড়ানো ছিটানো পাথরখণ্ডে ভর্তি গ্যাপগুলোর দিকে।

ঘোড়াগুলোর প্রতি নজর দিল ও। সবচে' নিচের ট্যাংক থেকে পানি খাইয়ে নিল। সামান্য বিশ্রাম, পানি এবং দানা পেয়ে মোটামুটি চাঙ্গা হয়ে উঠেছে ওগুলো।

সাওলো যেখানে, ওখান থেকে সামান্য কয়েক গজ দূরে পজিশন নিয়েছে ইয়েটস। অ্যারোয়োর নিচের অংশ কভার করছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে খালি জায়গাটার দিকে আড়চোখে চাইল। কথা বলল তারপর, 'ওরা আমাদের অবস্থান না জেনে ধেয়ে আসবে না নিশ্চয়, কী বলো? অ্যাপাচিদের নিয়ম তো তাই, না?'

'সবচেয়ে ভাল কাজ দেবে এমন উপায়ই অবলম্বন করে অ্যাপাচিরা,' সাওলো জানাল ওকে। 'সুতরাং নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। আমার বিশ্বাস, কুরিয়াপো দলের সবাইকে এক সঙ্গে একই কাজে লাগাবে না। তাছাড়া ও গাধা নয়, ঘটে বুদ্ধি ধরে। ও আমাদের গুলি ছুঁড়তে প্রলুব্ধ করবে, যাতে আমরা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ে সব গুলি ফুরিয়ে ফেলি।'

'ক্রাইস্ট!' অস্বস্তিভরে থুতু ফেলল ইয়েটস, 'ওরা হয়তো রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে!'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল সাওলো, 'ওরা রাতে যুদ্ধ করবে না। কিন্তু ওদের আমি বেরিয়ে আসতে বাধ্য করব।' গ্যাপগুলোর দিকে নজর বুলাল। 'কড়া নজর রাখবে ওদিকে। কুটোটি নড়লেই ফুটো করে দেবে, ঠিক আছে?'

দাঁত বের করে হাসল ইয়েটস। 'একশো ভাগ।'

অ্যারোয়োর মাঝামাঝি জায়গায় পজিশন নিয়েছে ওয়াল্টার। ওখান থেকেই চিৎকার করল ও সাওলোর উদ্দেশে, ইনজুনদের সম্বন্ধে তো তুমি অনেক কিছুই জানো, না? একদম তোমার হাতের তালুর মতই!' ওর মুখে ঘিনঘিনে হাসি।

'অন্তত ওদের হাত থেকে বেঁচে থাকার জন্যে যতটা জানা দরকার, ততটা জানে নিশ্চয়,' খেঁকিয়ে উঠল ইয়েটস। 'কিন্তু সমস্যাটা কী? তুমি ওর পেছনে লেগেছ কেন?'

জামার হাতায় ঘর্মাক্ত মুখটা মুছল ওয়াল্টার, ওর চোখ সরল না সাওলোর ওপর থেকে। 'গাধার মত না চেঁচিয়ে মাথাটা খাটাও একটু। চিন্তা করো, কুরিয়াপো কি করে আমাদের আগে এখানে চলে আসে? আর ও তো চলে গিয়েছিল, সুতরাং আমরা কেউ না জানালে কি করে জানবে যে, আমরা

ঠিক এখানেই আসব?'

হেঁটে ওর কাছে চলে গেল সাওলো। চোখে চোখ রাখল। 'তুমি ঠিক কী বোঝাতে চাইছ, ওয়াল্টার?'

'নির্দিষ্ট করে কিছু না।' চোখ সরাল ওয়াল্টার। 'তবে ব্যাপারটায় কৌতূহল বোধ করছি। মনে হচ্ছে, আগাগোড়াই তুমি জানতে যে, ওরা আমাদের পেছনে ধেয়ে আসছে।'

'কিভাবে জানতাম, সেটা তুমি নিশ্চয় বুঝিয়ে বলবে?'

'বলার সময় এখনও আসেনি, স্টেইভ। তবে একটা চোখ আমার তোমার ওপর থাকবেই।'

লোকটাকে উপেক্ষা করল সাওলো; ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। প্রত্যেকের অবস্থান দেখতে লাগল। ভেজা কাপড়ে মুখ ঢেকে একটা পাথরের ওপর শুয়ে আছে ম্যাগি মাঝের ট্যাংকটার পাড়ে। ওর পাশে মেলোডি পাথরটায় হেলান দিয়ে আছে। ক্লান্ত মেয়েটা, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে; সাওলোকে দেখে হাসল। ওর চোখ সজীব, দৃষ্টি স্নিগ্ধ। 'হ্যালো,' বলল ও। 'একদম ভোজবাজি দেখিয়ে দিলে কিন্তু। তা আমার জন্যেও কি একটা রাইফেলের বন্দোবস্ত করা যায় না?'

'আগে ফ্রেশ হয়ে ওঠো। আর মাথাটা নিচু করে রাখো।'

'দুশ্চিন্তা কোরো না তো।' ওকে আশ্বস্ত করল মেলোডি।

হাব বোদের কাছে গেল ও। একটা পাথরের ওপর বসেছে ও, হাতে অ্যাপাচিদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া উইনচেস্টার; কিছুটা হতাশ দেখাচ্ছে ওকে। 'এটা,' ইশারায় নিজের হাতের রাইফেলটা দেখাল ও, 'ম্যাডামকে দিলেই ভাল হবে। আমি রাইফেল চালাতে জানি না—এমন কী, লোড করতেও না।'

ওর হাত থেকে রাইফেলটা নিল সাওলো। অস্ত্রটার বাঁট থেকে ব্যারেল পর্যন্ত কোনটার কী কাজ এবং কিভাবে কী করলে কী হয়, ওকে বোঝাল। 'ঠিক আছে এবার?'

'দেখা যাক,' শুকনো স্বরে বলল হাব।

হাঁটতে হাঁটতে বেসিনের কাছে চলে এল সাওলো। চারপাশের নরম মাটিতে বিভিন্ন পশু—বিগহর্ন মেষ, ক্যুগার, কয়োট, অ্যান্টিলোপের পায়ের ছাপ। পানি খেতে আসে ওরা এখানে—তবে মানুষের সাড়া পেলে ভয়ে আর এদিক মাড়াবে না প্রাণীগুলো। অ্যারোয়োতে নানারকম বুনোফলের সাথে মেস্কিট বীনস, র‍্যানডম পাফ বলও রয়েছে প্রচুর। এখানে কিছুদিন থাকতে হলে এগুলো ওদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবে। তাছাড়া জঙ্গলা জায়গাগুলোয়

প্রচুর তিতিরও রয়েছে। ফাঁদ পেতে ধরা যাবে। আর এ ধরনের জায়গায় যেটা সবচে' জরুরী, সেটা পানি—এবং পানি ওদের যথেষ্ট আছে। কারণ তিনটে ট্যাংকই ওদের দখলে। অথচ অ্যাপাচিদের পানি আছে অতি সামান্য-কিংবা হয়তো একদম নেই-ই। তবে, ওটার ব্যবস্থা ওরা ঠিকই করে ফেলবে। ওরা জানে কোত্থেকে কিভাবে পানি যোগাড় করতে হয়।

'এই যে··· স্টেইভ!'

স্টিফেন। একটা ব্যাসল্ট প্যাবের পাশে পজিশন নিয়েছে ও; ময়লা একটা রুমাল বের করে মুখ মুছল। সাওলোর দিকে বিতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। ওকে নোংরা আর বিস্রস্ত দেখাচ্ছে; আগের মত শান্ত, সমাহিত ভাব নেই। সাওলো ওর কাছে গেল।

'এভাবে বসে বসে ওদের জন্যে অপেক্ষা করাটা ঠিক হচ্ছে বলে মনে করো তুমি?' জানতে চাইল স্টিফেন।

'এরচেয়ে ভাল কোনও বুদ্ধি আছে নাকি তোমার মাথায়?'

'চারটে ঘোড়া আছে আমাদের, আছে না? তার মধ্যে তোমার দুটোর অবস্থা তো কাহিল। ওই মেক্সিকান দুটোর ঘোড়াদুটো কিন্তু তরতাজা।' ওকোটিলো ঝোপের কাছে বিচরণরত ঘোড়াদুটোর দিকে মাথা হেলাল স্টিফেন। ওগুলোর একটা বে আর একটা পিন্টো ঘোড়া। 'আমাদের দু'জনের একজন ওখান থেকে একটা নিয়ে বেরোনো যায় কি না চেষ্টা করে দেখব। বেরোতে পারলে কিন্তু কেল্লা ফতে। সাহায্য নিয়ে···'

কাছে একটা পাথরের ছায়ায় নিদ্রাতুর টিকটিকির মত পড়ে রয়েছে অ্যাম্বারগো। নড়ে উঠল সে, ওর হাতের শৃঙ্খল ঝন ঝন করে বেজে উঠল। মাথা ঝাঁকিয়ে কপালের ওপর এসে পড়া সমব্রেরোটা সরাল সে, বিড়বিড় করে গাল বকল, 'স্টুপিডো!'

সামান্য হাসল স্টিফেন। 'আমার মতে, প্রথমে একজন অ্যাপাচিদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করবে। সেই ফাঁকে দ্বিতীয়জন···'

'হাহ্!' হেসে উঠল অ্যাম্বারগো। 'চমৎকার বুদ্ধি! সেই প্রথম একজন যে তুমিই হবে না তার গ্যারান্টি কী?'

'আমি হলে···' একটু ইতস্তত করল স্টিফেন, 'তা বেশ, হব। আমি ওদের ভয় করি না। আমি অবশ্য হব···'

'বাহ্!' অ্যাম্বারগো হাসল। 'তা মিস্টার, ওই বড় ঘোড়াটাই তো? ওটা আমার। দেব তোমাকে। ওটা নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়ো। আমি নিশ্চিত, সাথে সাথেই মরতে পারবে তুমি।'

'আমরা দু'জনেই মারা পড়ব,' সাওলো বলল। 'বোকা নয় কুরিয়াপো। ওকে ধোঁকা দেয়া যাবে না।'

ঠাণ্ডা চোখে সাওলোর দিকে তাকাল স্টিফেন। পছন্দ হলো না সাওলোর। লোকটার ভাব-ভঙ্গিতে সাহসের চেয়ে নির্বুদ্ধিতার ছাপই বেশি- আর এ ধরনের নির্বুদ্ধিতা রীতিমত আত্মঘাতী।

'তাহলে আমি একাই যাব। আর তুমি, তুমি একটা ভীতুর ডিম, স্টেইভ!'

'আমি কী আর কী নই, সেটা তোমার কাছে প্রমাণ করার গরজ বোধ করছি না,' সাওলো শান্তভাবে বলল। 'তবে তুমি যাচ্ছ না কোথাও।'

'ঘোড়াটা যে আমার, তা তুমি নিশ্চয় শুনেছ?'

'শুনেছি। তবে তুমিও দিতে পারবে না। শোনো মিস্টার,' ওর দিকে চাইল সাওলো, 'এখানে আমরা নয়জন আর ঘোড়া আছে চারটে। এখানে আমরা সবাই বিপদগ্রস্ত এবং এই চারটে ঘোড়াই সবার সম্বল।'

'ওটা তোমার হিসেব,' অতি কষ্টে মেজাজ ঠিক রাখল স্টিফেন, 'আমার নয়।'

'ঠিক বলেছ,' ওকে সমর্থন করল অ্যাম্বারগো। 'তুমি নিশ্চয়ই একটা দোআঁশলার কথায় নিজের মত পাল্টাচ্ছ না, কী বলো? আমি, এই ঘোড়ার মালিক, অ্যাম্বারগো, তোমায় ঘোড়া দিচ্ছি। দোআঁশলাটার তাতে কিছুই বলার নেই।'

মোটা সোটা শরীর নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল ডেপুটি শেরিফ জিমি গ্যানো। 'শোনো ওয়েটিনো, কথা একদম বন্ধ।' হাতের রাইফেলটার নল ঠেকাল ও অ্যাম্বারগোর চিবুকের নিচে। 'নয়তো এটা তোমার গলা দিয়ে ঢুকিয়ে দেব, কমপ্রেন্দে?'

বেড়ালের মত পিঠ উঁচিয়ে উপুড় হয়ে ছিল এতক্ষণ অ্যাম্বারগো, চিৎ হয়ে গেল ফের। 'অবশ্যই জিমি, তুমি যা বলবে তা-ই।'

স্টিফেন আর সাওলোর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল জিমি, স্টিফেনের দিকে ফিরল। 'ওয়েটিনো আমার বন্দী। বন্দীর নিজস্ব কোনও ইচ্ছে-অনিচ্ছে থাকে না। অতএব ঘোড়াটা তোমাকে উপহার দেবার অধিকার ওর নেই, কী বলো?'

'তাই নাকি? তাহলে ধরে নিচ্ছি তুমিও সাওলোর পক্ষে।'

'হ্যাঁ। অ্যাপাচিদের চিনি আমি। ওর মত এত ভাল লোক সম্ভবত আমি ওদের মধ্যে আর দেখিনি। কিন্তু তোমাকে আমি বলতে পারি, তুমি একা কিংবা আমাদের দু'একজনকে ভাগিয়ে নিয়ে চলে গেলে তাতে কিছু আসবে

যাবে না।' সাওলোর দিকে ফিরল ও। 'এখন দিন। রাতের অন্ধকারে পালাবার মত একটা সুযোগ হয়তো আমরা পেতেও পারি, তাই না?'

'ওটা আমাকে তৈরি করে নিতে হবে,' সাওলো জবাব দিল। 'তোমরা পারবে না।'

'ঠিক আছে, তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। হয়তো এক-দু'দিন টিকে থাকতে পারলে সাহায্য পেয়ে যাব আমরা। একটা স্টেজ লুট হবার খবর নিশ্চয় ট্যুবাকে পৌঁছবে। উদ্ধারকারী দল চলে আসবে। তারপর ট্র্যাক খুঁজে বের করে উদ্ধার করবে আমাদের।'

'হতে পারে,' সাওলো বলল। 'তবে এক-দু'দিনের মধ্যে তার আশা করাটা ঠিক হবে না। কারণ এই স্টেজটার যাত্রা শিডিউল মোতাবেক ছিল না। এটি ছিল একটা স্পেশাল ট্রিপ। ওদের কাছে এটার খবর যখন পৌঁছবে, ওরা আগে চিন্তা করে দেখবে, কী করা যায়। কেউ কেউ হয়তো ভাববে, আমরা নিজেরাই পৌঁছে যেতে পারব। আর যখন দেখবে আমরা পৌঁছিনি, তখন আর ওদের আসা না-আসায় কিছুই আসবে যাবে না।'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'দু'তিনদিন অপেক্ষা করে দেখা যাক ওদের কাছে খবর পৌঁছে কি না। মনঃস্থির করা জন্যে না হয় আরও দু'দিন সময় দেয়া যাক। এরপর...'

'তখন সব শেষ হয়ে যাবে,' শান্ত নিচু স্বরে বলল সাওলো।

'সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হচ্ছে, বাইরের সাহায্যের আশা বাদ দিয়ে নিজেদের সাধ্যমত কিছু করা।'

'তুমি বলছ, রাতে একটা উপায় খুঁজে বের করে ফেলবে?' ঠাণ্ডা নিস্পৃহকণ্ঠে জানতে চাইল স্টিফেন।

'ফেলতে পারব। তবে সেটা ঘোড়ার পিঠে চড়ে নয়, পায়ে হেঁটে পালাতে হবে। ঘোড়ার পিঠে পালালে আগামীকাল ভোরে ওরা আমাদের ট্র্যাক খুঁজে বের করে পিছু নেবে।'

'হাহ্!' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল স্টিফেনের গলা থেকে। 'তাহলে আমাদের স্রেফ অপেক্ষাই করতে হবে। তা কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, বলো তো?'

গোড়ালির ওপর ঘুরল সাওলো, পিছিয়ে ঘোড়ার কাছে চলে গেল। 'ধীরে, খুব ধীরে,' নিজেকে বোঝাল, 'হুল ফোটানোর সুযোগ দিয়ো না ওদের।'

খাপ থেকে ছুরি বের করল সে। ছোট ছোট ঘাস আর ওকোটিলোর ডাল কেটে জড় করতে লাগল। আগামীতে ঘোড়াগুলোকে কাজে লাগাতে হলে ওদের জীবিত এবং তরতাজা রাখতে হবে। সামনে কয়েকটা পাথরের

আড়ালে একটা করালের মত সৃষ্টি হয়েছে। ওখানে সামান্য গ্যালেটা ঘাস আর মেস্কিট বীনসের ঝোপ দেখা যাচ্ছে। চারটে ঘোড়ার খাওয়ার জন্যে মোটামুটি যথেষ্ট বলতে হবে।

নিজের জায়গা থেকে উঠে ওর কাছে চলে এল মেলোডি। একটা পাথরের সঙ্গে হেলান দিল। 'ওটা কিসের জন্যে?'

'করাল হিসেবে ব্যবহার করা যায় কি না ভাবছি।'

'ওদের ওপর নির্ভর করতে যেয়ো না। ওয়াল্টার আর স্টিফেনের কথা বলছি।'

'দুটো অপদার্থকে মিলিয়ে একটা পদার্থ করে নেয়া যাবে না হয়। কী বলো?' সাওলো হাসল।

'অত শত জানি না,' ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার ভঙ্গি করল মেলোডি, 'সিলভারটনে আমি খুব ভাল অবস্থানে ছিলাম। ভাল মদ, উঁচু দরের জুয়া আর রুচিশীল মহিলাদের নিয়ে ছিল আমার কাজ-কারবার। তবে তাতে লুকোছাপা কোনও ব্যাপার ছিল না। আমার দামী খদ্দেরদের মধ্যে ওরা দু'জনও ছিল। স্টিফেন ওখানে ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জুয়া ওকে ডুবিয়েছে শেষ পর্যন্ত। তাছাড়া শুনেছি মেয়েদের ব্যাপারেও নজর খারাপ ছিল ওর। অবশ্য কোনওদিন প্রমাণ পাইনি সেটার। পোকার খেলে আর হৈ-চৈ করে সময় কাটাত। আসলে ওসব সে উপভোগ করত।'

'আর প্রাক্তন সৈনিক?' সাওলো জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, ওয়াল্টার।' হাসল মেলোডি। 'ও আসলে একজন পেশাদার ভিক্ষুক। বাহুতে চোট পেয়ে সেনাবাহিনীর চাকরি হতে বাতিল হয়ে যায় ও। অ্যাপাচিদের কাজ। দোআঁশলাদের ও একদম দেখতে পারে না।' সাওলোর চোখে চাইল সে। 'শব্দটা ব্যবহারের জন্যে দুঃখিত।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল সাওলো। 'বাদ দাও।'

'প্রাচুর্য বা সম্পদও একসময় একঘেয়ে হয়ে ওঠে। এই যে তুমি ছুটে চলেছ,' কাঁধ ঝাঁকাল মেলোডি, 'এটাই ভাল।' সামান্য পরিবর্তিত হলো ওর মুখের ভাব। 'আমি একজনকে বিশ্বাস করেছিলাম, উচিত হয়নি সেটা।'

'একজনকে?'

'একজন বা বহুজন। তাতে আর তফাৎ কী?' মেলোডির কণ্ঠে ঝাঁজ। 'অনেক দেখেছি আমি, কিন্তু তাতে হয়েছেটা কী? অভিজ্ঞতা? অভিজ্ঞতায় আমার কোনও লাভ হয়নি।'

এক পাঁজা ঘাস আর ওকোটিলোর ডাল এনে দুটো প্যাবের পাশে গাদা দিয়ে রাখল সাওলো। বলল, 'লাভ-অলাভ আসলে তুমি কী চাও, তার

ওপরই নির্ভর করে।'

'তাই? তুমি কি জানো, তুমি কী চাও?'

'আমার চাওয়ার আর কিছু নেই। আমি সব পেয়েছি।'

'সব পেয়েছ?' বিদ্রূপ ফুটে উঠল মেলোডির চোখে-মুখে। 'স্বাধীনতা? ওটাও কি পেয়েছ?'

'মনে হয়।'

মেলোডি হাসল, 'বোকার মত কথা বোলো না, বন্ধু। তুমি এখন এখানে, তাই না? আমাদের কাছে আটকা পড়ে আছ। পালিয়ে যাচ্ছ না। এর কারণ, আমার ধারণা, তোমার নৈতিকতা বোধ কিংবা মানবিকতা। এ ধরনের একজন মানুষকে, আর যা-ই হোক, মুক্ত বা স্বাধীন বলা যায় না।'

সাওলো হাসল। 'বিপদ দেখলে আমি ঠিকই সরে যেতে পারি।'

হাসল মেলোডিও। সরে গেল ও পাথরটার কাছ থেকে। 'তার মানে এখনও বিপদ দেখোনি তুমি। তাহলে আর দেখবেও না। অন্তত অ্যাপাচিদের গুলি খেয়ে মরার আগে।'

আগের জায়গায় চলে গেল মেলোডি। ইতোমধ্যে সাওলোর জেবরা ডান ওর কাছে এসে ওর বাহু চেটে দিল। মাঝারি মাপের একটা থাবড়া লাগাল সাওলো জন্তুটার নাকে, কান মলে দিল। মুখব্যাদান করে দাঁতের পাটি দেখাল ডান, কামড়ে দেবে। পাত্তা দিল না সাওলো তাকে। আবার তুলল থাবড়া। বেগতিক দেখে রাস্তা মাপল জেবরা ডান।

মেলোডির কথাগুলো ভাবছে ও, ঠিক কি না মনে মনে বিচার করছে। এটা ঠিক, নিজের জেবরা ডানটা নিয়ে ও ইচ্ছে করলে এখনই পালাতে পারে। অ্যাপাচিরা চারদিক ঘিরে থাকলেও ওদের ফাঁকি দেয়া অসম্ভব হবে না ওর পক্ষে। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম, খাবার এবং পানি পেয়ে জেবরা ডান এখন দৌড়ের জন্যে তৈরি। কিন্তু, কুরিয়াপোর টার্গেট ও হলেও, ওকে না পেলে সে যে এদের ছেড়ে দেবে, তা নয়। কুরিয়াপো এদের সবাইকে কচুকাটা করবে। সাওলো যদি ট্যুবাক থেকে সাহায্য নিয়ে আসে, যখন আসবে, অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন।

নিজের রাইফেলটা তুলে নিল ও। হেঁটে বোতলমুখো ওঅশটার কাছে গেল। একটা উঁচুমতন পাথর বেছে নিয়ে ওটার ওপর বসল।

ঠিক সে মুহূর্তেই ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেল। আচমকা মেস্কিটের ঝোপ আর পাথরখণ্ডের আড়াল থেকে ধূলিধূসরিত মূর্তি বেরিয়ে এল কয়েকটা; বেরিয়েই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল এবং চোখের পলক না ফেলতে অদৃশ্য হয়ে গেল ফের। এরই মধ্যে গোটাকয়েক গুলির শব্দ শোনা গেল; তবে সেগুলো

অ্যারোয়োতে অবস্থানকারীদের গুলির শব্দ নয়; অ্যারোয়োর ওরা যখন রাইফেল তুলল, দেখা গেল, টার্গেট করার জন্যে ওখানে তখন বাতাস ছাড়া আর কিছুই নেই।

পরবর্তী কয়েক মিনিট চুপচাপ কাটল। আবার বেরোল ওরা, চোখের পলকে গুলি ছুঁড়ল কয়েকটা, পর মুহূর্তে গায়েব হয়ে গেল; যেন মাটির সাথে মিশে গেছে।

সাওলোর যোদ্ধাদের জন্যে ব্যাপারটা বাতাসে গুলি ছোঁড়ার সমান হলো। আবার নড়ে উঠল অ্যাপাচিরা, গুলি ছুঁড়ল এবং ওদের প্রতিপক্ষ লক্ষ্যস্থির করার আগেই লুকিয়ে পড়ল ফের।

এভাবে অ্যারোয়োর প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেল ওরা। আচমকা তীব্র একটা হুইসেল বেজে উঠল। সাওলোর মনে হলো, এতক্ষণে পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ শুরু করতে যাচ্ছে অ্যাপাচিরা।

ও জানে, এটা আসলে অ্যাপাচিদের একটা চাল মাত্র। কুরিয়াপো আনাড়ি নয়। ও জানে, প্রতিপক্ষ কোণঠাসা এবং বাধা দেবার জন্যে ভাল ভাবেই তৈরি হয়ে আছে। তাছাড়া সাওলোকে হালকা ভাবে নেবার মত দুঃসাহস ওর নেই। সুতরাং চূড়ান্ত আক্রমণে যেতে যথেষ্ট হিসেব-নিকেশ করতে হচ্ছে ওকেও। আসলে আচমকা আক্রমণের ভান করে প্রতিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিতে চাচ্ছে সে।

সময় বয়ে চলল। মাঝে-মধ্যে দু'পক্ষের মধ্যে বিক্ষিপ্ত গুলি বিনিময় হয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ একেক জন অ্যাপাচি যোদ্ধা ব্যাঙের মত লাফিয়ে বেরিয়ে এল গুপ্তস্থান থেকে। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগে এক-আধ পশলা গুলি ছুঁড়ে ফের অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা প্রথম থেকেই পছন্দ হচ্ছিল না ওয়াল্টারের। এক পর্যায়ে ধৈর্য হারাল সে। একটু দূরে একটা ওকোটিলোর ঝোপ নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ট্রিগার টানল সে, চেম্বার খালি না হওয়া পর্যন্ত থামল না। ওকোটিলো ঝোপটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল; কিন্তু ওখানে কেউ আছে বলে কারও মনে হলো না।

গড়ান দিয়ে নিজের পজিশন পাল্টাল সাওলো। ওয়াল্টারকে চিৎকার করে বলল, 'অনর্থক গুলির অপচয় করছ কেন?'

খেঁকিয়ে উঠল প্রাক্তন সৈনিক, 'চোপ্, ব্যাটা ইনজুন!'

জবাবে কিছু বলল না সাওলো।

অ্যারোয়োর ভেতর আগুন ঝরাচ্ছে সূর্য। পাঁজর আর বুটের ভেতর পায়ের গোড়ালি বেয়ে ঘামঝরা টের পেল সাওলো। রাইফেলের বাঁটে গাল

রেখে চারদিক পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। ওর অবস্থান কিছুটা ওপরে হওয়ায় মাঝে-মধ্যে ঝোপঝাড়ের আন্দোলন চোখে পড়ল ওর। অন্যরা নিচ থেকে অতটা লক্ষ করতে পারল না। তবে গুলি ছুঁড়ল না সাওলো।

ঘাড় ও কাঁধে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করছে ও। যন্ত্রণাবোধ করছে। টেনশনটা টের পেল সে। পাথরের ওপর থেকে নেমে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসল। হাত দুটো কোলের ওপর রাখল বিশ্রামের ভঙ্গিতে।

ওদিকে বকোয়াজ লোকটা গুলি ছুঁড়তে শুরু করল ফের। রাগের চোটে নিজের অবস্থান থেকে অনেকটা বেরিয়ে পড়ল। গুলির সাথে সাথে অনবরত খিস্তিও ছুঁড়ে দিচ্ছে ও অ্যাপাচিদের উদ্দেশে, 'কুত্তার বাচ্চারা···কুত্তার বাচ্চারা···কুত্তার বাচ্চারা···কুত্তার···'

দূরে একটা ঝোপের ওপর দিয়ে ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া একটা পাথরের আবছা পিঠ নজরে পড়ল ওর। পাথরের পাশে সামান্য ঝোপ; নড়ছে মাঝে-মধ্যে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাওলো ঝোপটার দিকে। আবার নড়ল ওটা, সামান্য বিরতি দিয়ে ফের নড়তে শুরু করল। এবার একটু জোরেসোরে। হাসল সাওলো। ওয়াল্টারের মত ওখানেও কেউ একজন অধৈর্য হয়ে উঠেছে। রাইফেলটা তুলল সে, সময় নিয়ে সই করল, তারপর টেনে দিল ট্রিগার। 'খাঁউ' শব্দে খেঁকিয়ে উঠল কেউ একজন, লাফিয়ে চোখের সামনে বেরিয়ে এল, চ্যাপ্টা পাথরের ওপর উঠে গেল। রক্তে ওর বাদামী মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

ইয়েটস আর স্টিফেনও নীরব রইল না। আহত অ্যাপাচি ছটফট করছিল। ওদের গুলি প্রথমে যেন ওকে পাথরের সাথে গেঁথে ফেলল, পরমুহূর্তে উল্টে পড়ল ওর লাশ।

তীক্ষ্ণ, পিলে-চমকানো ডাক ছাড়ল অ্যাপাচি যোদ্ধারা। সাথে সাথে পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ল যুদ্ধে। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওদের তিনজন। সাওলোর গুলিতে রাইফেল ফেলে পেটে হাত দিয়ে হুড়মুড় করে ঘোড়ার পিঠ ছেড়ে ভূমিতে পড়ল এক অ্যাপাচি। ওর পরবর্তী গুলিটা বিঁধল আহত অ্যাপাচির দাঁড়ানো ঘোড়াটার কাঁধে। তীক্ষ্ণ জান্তব চিৎকার ছেড়ে পেছনের জোড় পায়ে লাথি হাঁকাল ঘোড়াটা, সামনে এগোল। পেছনে ওর প্রভু ফেঁসে যাওয়া পেট আর ক্ষত-বিক্ষত নাক-মুখ নিয়ে উল্টে পড়ে রইল।

যেভাবে শুরু হয়েছিল, তারচে' দ্রুত থেমে গেল গোলাগুলি। মুহূর্তে পাথুরে ভূমিটা জনশূন্য হয়ে পড়ল; কেবল মৃত অ্যাপাচির আহত ঘোড়াটা অসহায়ের মত পড়ে পড়ে পা ছুঁড়তে লাগল যন্ত্রণায়।

দ্রুতপায়ে হেঁটে সাওলোর কাছে চলে এল নিগ্রো হাব। ওর কালো মুখ উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে; দারুণ উপভোগ করছে যেন সে পুরো পরিস্থিতিটা।

'মি. স্টেইভ,' ওর গলায় উল্লাস। 'একজনকে ফেলে দিয়েছি আমি।'

'গুড বয়!' উৎসাহ দিল সাওলো ওকে।

'স্টেইভ।'

সামান্য চমকাল সাওলো। মেলোডি ডাকছে ওকে চাপা গলায়। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল ও। একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে আছে ডেপুটি শেরিফ। ওর মুখ বুকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মেলোডি ধরে রেখেছে ওকে। গ্যানোর দু'হাত ওর বুকে, আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত বেরোচ্ছে অঝোরে। যন্ত্রণায় শেরিফের অলিভ রঙের মুখ ফ্যাকাসে।

'হায় খোদা···হায় খোদা!' গ্যানোর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাগি। হামাগুড়ি দিতে শুরু করল মেয়েটা পাগলের মত। 'এখানে আমরা সবাই মারা যাচ্ছি। হায় খোদা!'

ওর দিকে তাকাল না সাওলো একবারও। দ্রুত পদে গ্যানোর কাছে চলে গেল।

আট

বিকেল। অ্যারোয়োতে রোদ নেই এখন। সন্ধের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে চারদিক থেকে।

পাথরের পাশে পা ছড়িয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে অ্যাম্বারগো। দু'হাতকে মাথার নিচে বালিশ বানিয়েছে। বিশ্রামরত একটা আহত ক্যুগারের মত মনে হচ্ছে ওকে। অর্ধনিমীলিত চোখে সবাইকে দেখছে সে। প্রথমে মেলোডি এবং পরে ওর কাছ থেকে একটু দূরে সাওলোকে অনেকক্ষণ ধরে দেখে নিল।

একটু আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছে ওরা। বুনো লতা দিয়ে ফাঁদ তৈরি করে অ্যারোয়োর পশ্চিম দিক থেকে বেশ ক'টি তিতির ধরেছে সাওলো। মেস্কিট বীনসের তৈরি কফির সাথে ঝলসানো তিতিরের মাংস, পরিবেশের হিসেবে, দারুণ উপাদেয় মনে হয়েছে। ক্ষুধার নিবৃত্তি এবং লড়ার মত শক্তি দুটোই হয়েছে স্টেজযাত্রীদের।

সাওলো, দোআঁশলা হলেও, গোনার মত মানুষ বটে, ভাবল অ্যাম্বারগো। গ্রিঙ্গোদেরও ওকে গুনতে হচ্ছে; ইচ্ছেয়—অনিচ্ছেয় যেভাবেই হোক, মেনে নিতে হচ্ছে ওর নেতৃত্ব। এমন কী, যে তিনজন ওকে সবচে' বেশি অবিশ্বাস করছে, ওয়াল্টার, স্টিফেন আর হডসনের মেয়ে ম্যাগি, ওরাও নিজেদের শাদা চামড়ার বড়াই আপাতত বন্ধ রেখে যতদূর সম্ভব ওর আদেশ-উপদেশ শুনছে।

ম্যাগি ক্রমাগত মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সে মরতে চায় না—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শোনাচ্ছে সবাইকে, যেন আর সবাই মরতে চাইছে। ওকে পাত্তা দিচ্ছে না কেউ। অ্যাম্বারগো কিছুক্ষণ নিবিষ্ট মনে ওর বিলাপ শুনল। নিজের শক্ত হাতের কথা ভাবল এরপর। মেয়েটার গলা টিপে ধরে চেঁচামেচিটা বন্ধ করে দিতে পারলে চমৎকার হত।

জিমি গ্যানোর দিকে তাকাল ও। মাত্র গজ দশেক দূরে একটা পাথরের পাশে কম্বল পেতে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে। ওর চোখদুটো বোজা, মুখ শিশুর সারল্যে স্খলিত। বুকের বোতাম খোলা; ক্ষতস্থানটা বেঁধে দেয়া হয়েছে মেলোডির পেটিকোট ছিঁড়ে। রক্তে ভিজে উঠেছে ব্যান্ডেজ। দেখে মনে হচ্ছে আঘাতটা গুরুতর।

লোকটা ভাল, মনে মনে স্বীকার করল অ্যাম্বারগো। সাদাসিধে, নির্ঝঞ্ঝাট, নিজের কাজে নিমগ্ন। তবে অ্যাম্বারগো নিজের তুলনায় কিছুটা নির্বোধ মনে করে ওকে। আলাপ্টার ফালতু মাইনাররা অ্যাম্বারগোকে হাতে পেলে নির্ঘাত গাছে ঝুলিয়ে দিত, বিচার-আচারের ধার ধারত না। আর ওদের হাত হতে বাঁচিয়ে রেখে ওকে সুষ্ঠু বিচারের সম্মুখীন করতে গ্যানোর চেষ্টার অন্ত নেই। ওর একমাত্র চিন্তা কিভাবে এবং কতক্ষণে অ্যাম্বারগোকে ট্যুবাকে পৌঁছে দেবে। ট্যুবাকে বিচারে ওর কী হবে, সে ব্যাপারে ওর মাথাব্যথা নেই। ও নিজের কাজটুকু ঠিকভাবে করতে পারলেই খুশি। ভাল লোক, আপনমনে মাথা নাড়ল অ্যাম্বারগো, ওর নিজের বাবাও গ্যানোর মত ভাল লোক ছিল।

হাসল অ্যাম্বারগো, বিদ্রূপে মুখ বেঁকে গেল ওর। ওর বাবা এবং দুই ভাই খুন হয়েছিল, ও নিজে বেঁচে গিয়েছিল কোনওমতে। ওই রাতেই বাবা এবং ভাইদের হত্যাকারীকে খুন করে বদলা নিয়েছিল ও। অনন্য প্রতাপশালী ডন লুই নিজের 'কাসা'য় নিজের রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। দশ বছর আগে সনোরায় ঘটেছিল ঘটনাটা। ওর মাথার মূল্য ধার্য করা হয়েছিল ওখানে। আজও ওটা বলবৎ রয়েছে। তবে অ্যাম্বারগো ওখানে আর যায়নি।

এ জীবনটা ভাল লাগে ওর। ওর আছে সোনার বাঁটের একটা নিজস্ব

পিস্তল, একটা রৌপ্যখচিত স্যাডল আর চমৎকার একটা বে ঘোড়া। বিবেক-বিবেকের ধার ধারে না ও: যা ইচ্ছে, তা-ই করে। একটা মানুষের জন্যে এরচে' বেশি আর কী চাই? যদ্দিন মুক্ত ছিল, খারাপ ছিল না অবস্থাটা; এখন অবশ্য বন্দী, তবে বেশিক্ষণ তা থাকছে না। জিমি গ্যানো আহত, মৃতপ্রায়: পালাবার একটা পথ নিশ্চয় খুঁজে পাবে ও।

শোয়া থেকে গড়িয়ে ঠাণ্ডা মাটিতে উঠে বসল অ্যাম্বারগো। হাতকড়া পরা অবস্থায় নিজেকে দড়ি-বাঁধা শূকরছানার মত লাগছে। উঁহুঁ, মাথা নাড়ল ও, মরার জন্যে মোটেও ভাল বলা যাবে না এই অবস্থাকে।

সারা বিকেল ধরে দু'পক্ষ প্রচুর গুলি চালাচালি করেছে নিজেদের মধ্যে: অ্যাপাচিরা মাঝে-মধ্যে তীরও ছুঁড়েছে। সন্ধের দিকে আচমকা নীরবতা নেমে এল। কোনও পক্ষের জন্যে দেখা বা শোনার মত কোনও দৃশ্য কিংবা সাড়া-শব্দ নেই এখন। মৃত দুই অ্যাপাচির দেহ কখন যে উধাও হয়ে গেছে, অ্যারোয়োর লোকেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

আলাপ্টা থেকে ট্যুবাকের দীর্ঘ পথযাত্রায় রান্নাবান্নার কাজে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়েছিল জিমি গ্যানো। ওর স্যাডল ব্যাগ হাতড়ে একটা স্কিলেট, কফিপট, দুটি প্লেট আর কাপ পাওয়া গেল। খাবার তৈরি করল স্টেইভ, মেলোডি পরিবেশন করল। প্লেট কম থাকায় পালা করে খেল সবাই। তবে মেস্কিট বীনসের তৈরি কফি পান করার সময় কারও মুখ দেখে মনে হলো না, জিনিসটা ওদের পছন্দ হয়েছে। কিন্তু স্টিফেন ছাড়া কেউ খেতে আপত্তি করল না। স্টিফেন জিনিসটাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল।

বেড়ালের মত গড়ান দিল অ্যাম্বারগো। 'সিনোরা,' হাসিমুখে মেলোডিকে ডাকল, 'তরল ধরনের ওই জিনিসটা, যেটাকে তোমরা কফি বলে ডাকছ, যদি তোমার সুন্দর হাতে মুখে তুলে দাও, তাহলে এ বান্দার খেতে আপত্তি নেই। অবশ্য তোমার নিজের যদি আপত্তি না-থাকে...'

মেলোডি সাওলোর দিকে চাইল। সাওলো স্টেইভ কাঁধ ঝাঁকাল। 'দাও, চাচ্ছে যখন।'

পাত্রটা অ্যাম্বারগোর কাছে নিয়ে গেল মেলোডি। ওর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি হানল মেক্সিকান। মেলোডির সুগঠিত লম্বা দুটি পা, শাদাটে সবুজ চোখ আর আগুনরঙা চুল ওকে পাগল করে তুলছে। দীর্ঘ পথশ্রম আর উদ্বেগে মলিন বিষণ্ন চেহারায় ধুলোবালিমাখা অসংখ্য ভাঁজেভুঁজে ভর্তি ট্রাভেল-স্যুটপরা মেলোডিকে অপূর্ব লাগল ওর চোখে। ডিয়স! এরকম রূপসী মেয়েকে কোনও কিছুতেই বেমানান লাগবে না।

'সিনোরা,' চোখ খুলল জিমি গ্যানো। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ওর শরীর;

জড়ানো, প্রায় অস্ফুটস্বরে মেলোডিকে সাবধান করল ও, 'খবরদার, ও কিন্তু ভয়ঙ্কর লোক!'

রহস্যময় হাসি হাসল অ্যাম্বারগো। 'বলো, গ্যানো, বলো। বলে দাও, আমি কতটা খারাপ লোক।'

মেলোডি শুকনো স্বরে বলল, 'আমি বুঝতে পারছি।'

'নিজের হাতে পিটিয়ে একটা মেয়েকে খুন করেছিল ও,' বলল গ্যানো। 'অবশ্য সেটা প্রমাণ করা যায়নি। তবে আমি জানি।'

ওকে পাত্তা দিল না অ্যাম্বারগো; ঝনাৎ করে শেকল নেড়ে মেলোডির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'এবার নিশ্চয় তোমার সুন্দর দুটো হাতে জিনিসটা আমার মুখে তুলে দেবে?'

'চাবিটা আমার ওয়েস্টকোটের পকেটে আছে,' ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল গ্যানো।

স্টেইভ এগিয়ে এল। ডেপুটি শেরিফের পকেট থেকে চাবিটা বের করে নিয়ে অ্যাম্বারগোর হাতকড়ার তালা খুলে দিল। হাতদুটো সামনে নিয়ে আসতে বলল ওকে। তাই করল অ্যাম্বারগো, মেলোডির দিকে চেয়ে আছে ও। চোখ টিপল একবার। মেলোডির চোখে উদ্বেগ ফুটল, ফ্যাকাসে মুখে মাথা নাড়ল সে। হেসে উঠল মজা পেয়ে মেক্সিকান তস্কর।

খাবারের থালাটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল মেলোডি; আগুনের কাছে গিয়ে বসল। খেতে খেতে ওর দিকে আবার চোখ বুলোতে শুরু করল অ্যাম্বারগো। সন্ধের তামাটে আলোয় মেলোডির আগুনরঙা চুল ঝকমক করছে; ওর ঠাণ্ডা শাদা চামড়ার নিচে উষ্ণ আর উজ্জ্বল রক্তাভ শরীরের কল্পনায় মেতে উঠল সে। মেলোডির গায়ে আঁটসাঁট জ্যাকেট, শরীরের উঁচু-নিচু অংশগুলো নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে তাতে; ওর উঁচু সুঠাম কাঁধ, দীঘল সুডৌল বাহু আর উন্নত বক্ষদেশ··· অ্যাম্বারগোকে ক্রিস্টিয়ানার কথা মনে করিয়ে দিল। ক্রিস্টিয়ানা—সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, যৌবনবতী ক্রিস্টিয়ানা ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

এর আগে ক্রিস্টিয়ানা ওর মোহিনী জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছিল ওকে। সেটা কি করে সম্ভব হয়েছিল ওর সান্নিধ্যে থাকাকালে বুঝেই উঠতে পারেনি ও, তবে ব্যাপারটা এখন তার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার।

সালাজার ক্যাম্পে ওর প্রথম আগমন ওখানকার লোকদের মধ্যে অস্বস্তি জাগিয়েছিল। মেক্সিকানদের সবাই ওকে একজন পিস্তলবাজ আর গোলমেলে লোক হিসেবে জানত। আর সে কারণেই ওর উপস্থিতিতে কারও মুখে সরব আপত্তি শোনা যায়নি। ফলে ওখানকার প্রতিটি ক্যান্টিনায় ছিল তার অবাধ

বিচরণ; মদ, জুয়া আর নারী সঙ্গে ওর দিন কাটছিল রাজার হালে।

ঠিক সে-সময় ওখানে ক্রিস্টিয়ানার আগমন। ওর সঙ্গে ছিল রোগা হাড্ডিসার এক লোক। প্রতি দু'হপ্তায় মাইনিং ক্যাম্পগুলোয় সাপ্লাই দেয়ার কাজ করত লোকটা। ক্রিস্টিয়ানার হঠাৎ উদয় এবং সালাজারের মত ওঁচা একটা মাইনিং শহরে ওর আগমনের হেতু জানার আগ্রহ অনেকের থাকলেও কোনওদিন মুখ খোলেনি সে। তবে ওর পেশাগত দিকটা খেয়াল করার পর সবারই আগ্রহ মিইয়ে আসে। ক্রিস্টিয়ানা সালাজারের সবচে' সুন্দরী এবং দামী বেশ্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তবে অ্যাম্বারগোর প্রতি দারুণ আগ্রহ প্রকাশ করে ও- এবং এরপর থেকে অ্যাম্বারগো দিন-রাত ক্রিস্টিয়ানার ঘরেই কাটাত।

মাইন অফিসের পে-রোলের সিন্দুক ভাঙার বুদ্ধিটা ক্রিস্টিয়ানাই দিয়েছিল ওকে। বুদ্ধিটা চমৎকার মনে হওয়ায় লুফে নিয়েছিল ও। বেতনের আগের দিন সিন্দুকে প্রচুর টাকা-পয়সা থাকত। মাইন অফিসের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে ভাল দহরম মহরম গড়ে উঠেছিল ক্রিস্টিয়ানার। ওর রূপ-যৌবন আর মোহিনী হাসির জালে লোকটা এমন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়েছিল যে, ওর কাছ থেকে আস্তে আস্তে পুব থেকে পে-রোলের টাকা কখন, কিভাবে আসে, অফিসে ওটা কার দায়িত্বে থাকে ইত্যাদি সব তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করে নিয়েছিল ও। ইতোমধ্যে অ্যাম্বারগো মাইন অফিসের অবস্থান, লোকসংখ্যা, কাজ সেরে দ্রুত বেরিয়ে যাবার সম্ভাব্য পথ—এসব দেখে নিয়ে পরিকল্পনাটা দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল। কথা ছিল, কাজ সেরে অ্যাম্বারগো কাছের পাহাড়ে গিয়ে লুকোবে। ওখানে ক্রিস্টিয়ানা আগে থেকেই ওর জন্যে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় অপেক্ষা করবে।

এক শনিবারের বিকেল বেলা কাজটা সারার প্ল্যান করল সে। কালো মুখোশ পরে অফিসে ঢুকে অফিসের একমাত্র কেরানিকে বন্দুকের বাড়ি মেরে কাবু করে কাজ শুরু করল। কিন্তু ওটা ছিল স্রেফ একটা ফাঁদ। যে-সময় সে কাজটা সারছিল খুব দ্রুততার সাথে, সে-সময় ছয়-ছয়টা বন্দুক ওকে চারদিক থেকে টার্গেটে রেখেছিল। অতএব হাতেনাতে ধরা পড়ে অ্যাম্বারগো। পরে ক্রিস্টিয়ানা ওর সামনে আসে। ওর চোখে চোখ রেখে ক্রুর হাসি হেসে মুখে থুতু ছুঁড়ল মেয়েটা। তারপর জানাল, আসলে ওকে ফাঁদে ফেলার জন্যে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে ও পরিকল্পনাটা করেছিল। কারণ, ও বলেছে, এর আগে যে বেশ্যাটাকে অ্যাম্বারগো খুন করেছিল, ও তারই বোন। অ্যাম্বারগো জানে, ঘটনাটা সত্যি। ওই মেয়েটাকে সে স্বহস্তে খুন করেছিল। কিন্তু নিশ্চিত প্রমাণের অভাবে আইন ওর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেনি।

হাত দুটো মুঠো করে আবার খুলল অ্যাম্বারগো। আবার মুঠো করে আবার খুলল। ক্রিস্টিয়ানার কোমল মসৃণ গলাটা টিপে ধরতে কিরকম মজা লাগবে, ভাবছে সে। এ মুহূর্তে ওর দুটো লক্ষ্য। এক, এখান থেকে মুক্তি পাওয়া এবং দুই, ক্রিস্টিয়ানাকে হত্যা করা। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হিসেবে এটা ওর প্রাপ্য। ওর ধড় থেকে কল্লাটা টেনে ছিঁড়ে নিয়ে কুত্তাকে খাওয়াবে সে।

ওই দুটোর সাথে অবশ্য এখন আরেকটা যুক্ত হয়েছে। মেলোডি ওকে পাগল করে তুলেছে। ওর জেড পাথরের মত সবুজ চোখজোড়া, আগুনলাল চুল, সারা শরীরের প্রতিটি বাঁক-উপবাঁক ওকে কামনায় অস্থির করে তুলেছে। সবকিছু মিলিয়ে একজন পূর্ণাঙ্গ সুন্দরী মেলোডি। ওকে ওর চাই-ই। এখান থেকে মুক্তি পাবার সাথে সাথে ওকেও না-পেলে ওর মুক্তির আনন্দটাই ফিকে হয়ে যাবে। ডিয়স! এমন একটা মেয়ে ভাল এক বোতল মদের মতই দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য।

অস্থির হয়ে উঠল অ্যাম্বারগো। কখন মুক্তি পাবে? সেটা, ভাবল ও, আগামীকাল কিংবা রাত। বলা যাচ্ছে না। ওদের চারদিকে অ্যাপাচিরা ঘিরে আছে—উপরন্তু ওর হাত শেকলবাঁধা। কিন্তু, যা-ই হোক, আগে ওকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেতে হবে।

'শান্ত হও,' নিজেকে বোঝাল সে, 'সুযোগ তোমার জন্যেও আসবে।'

অস্বস্তিবোধ করছে মেলোডি। এই মেক্সিকান নাকি স্প্যানিয়ার্ড, নাকি···ধ্যাত্তেরি, যা-ই হোক, কী আসে যায় তাতে, এভাবে চাইছে কেন ওর দিকে? লোকটার চোখে কেমন একটা নগ্ন ঔদ্ধত্য, মেয়েদের ব্যাপারে ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় নির্লজ্জভাবে সজাগ।

মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষদের এ ধরনের হ্যাংলামো ওর অসহ্য লাগে। এমন কেন ওরা? যেন আস্ত গিলে খাবে!

নিজের সম্পর্কে ভাবল মেলোডি। নিজের পারিবারিক পরিচয় নিয়ে এখন আর মাথা ঘামায় না সে। তবে জানে, ওর চারপাশে যারা এখন আছে, তাদের যে-কোনও কারও চেয়ে অনেক উঁচু পরিবারে ওর জন্ম। কিন্তু তাতে কী? এর জন্যে নিজের বলগাহীন স্বভাবই দায়ী। ওই স্বভাব, আর যা-ই হোক, ওকে আর ঘরে ফিরে যেতে দেবে না। তবে পুরুষদের এ চাউনিটা ওর অসহ্য লাগে। বেশির ভাগ পুরুষই এমনভাবে ওর দিকে তাকায়, যেন ও একটা রঙিন সুদৃশ্য কাচপাত্র।

কার্পেটব্যাগটা তুলে নিয়ে আপার অ্যারোয়োতে চলে গেল মেলোডি।

অ্যারোয়োর এ-অংশটায় উঁচু উঁচু পাথরের ঘন সন্নিবেশ; মাঝখানে কিছু জায়গা জুড়ে একটা পরিষ্কার টলটলে জলাশয়। পাথরে ভর্তি জলাশয়ের বুক। পাড়ে চারদিক ঘন ঝোপঝাড়ে আচ্ছাদিত; নিচ থেকে কারও নজরে পড়ার আশঙ্কা নেই।

দ্রুতহাতে পরনের জ্যাকেট, ব্লাউজ প্রভৃতি খুলে ফেলল মেলোডি; চুলের বাঁধন খুলে পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিল। ব্যাগ খুলে রূপালি একটা সাবান বের করল। পানিতে হাত ডোবাল। পানি এখনও গরম, তবু গোসল সেরে নিল ও।

কাপড় পরে ব্লাউজের বোতাম লাগাচ্ছে, এসময় কারও পায়ের শব্দ কানে এল ওর। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কেউ একজন হেঁটে আসছে ও যেদিকে আছে, সেদিকে। নির্বিকার মুখে বোতাম লাগানো শেষ করল মেলোডি।

সাওলো। একটা পাথরের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে মেলোডিকে দেখতে পেল। থমকে দাঁড়াল ও। ওর গা খালি, শার্টটা ঝুলছে হাত থেকে। মেলোডিকে দেখে অবাক হয়নি, তবু ওর বিব্রত ভাবটুকু ঠিকই অনুভব করল মেলোডি।

বালির ওপর বসল মেলোডি, ব্যাগ থেকে চিরুনী বের করে চুল আঁচড়াতে শুরু করল। সাওলোর দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলল, 'লজ্জা পাচ্ছ মনে হচ্ছে?'

ইতস্তত করল সাওলো, তারপর হাসল। 'নাহ্! বাচ্চাদের সামনে লজ্জা পেতে নেই।'

জলাশয়ের পাড়ে চলে গেল ও। একটা পাথরের ওপর বসে নিচু হয়ে মাথায় পানি দিল। মেলোডির চোখ ওর নগ্ন পিঠে। হাতে পানি নেয়ার জন্যে নিচু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিলবিল করে উঠছে ওর উদোম কাঁধ আর বাহুর পেশী। ঘোড়ার কেশরের মত চকচক করছে ওর ঘাড়ের ওপর এসে পড়া ভেজা চুল।

চোখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল সে। পারল না। নিজের ওপর বিরক্তি বোধ করল। কী হচ্ছে এসব? সাথে সাথে সাওলোর ওপরও। আসার আর সময় পেল না লোকটা?

ঢোক গিলতে গেল মেলোডি, পারল না। গলা শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে। কিসের একটা জ্বালা ধীরে ধীরে গলা থেকে বুকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এই দোআঁশলা লোকটা, অনুভব করল সে, ওর সমস্ত অস্তিত্বকে টলিয়ে দিয়েছে। এরকম অনুভূতির সঙ্গে আগে কোনওদিন পরিচয় হয়নি

ওর। এই প্রথমবারই এটাকে সে উপলব্ধি করছে। ব্যাপারটা এখনও ওর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

উঠে দাঁড়াল সাওলো; ওর দৃষ্টি নিচের দিকে। শার্টটা গায়ে চড়াতে চড়াতে দুঃখপ্রকাশ করল ও মেলোডির কাছে, 'সরি!'

'অত বিনয়ী হবার দরকার নেই তো!' মেলোডির কণ্ঠে অসহিষ্ণুতা। 'বসো এখানে।' নিজের পাশে কিছুটা জায়গা ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করে দিল সে।

একজন ইন্ডিয়ানের মতই দু'হাঁটুর ওপর দু'হাত রেখে উবু হয়ে বসল সাওলো। মেলোডি খেয়াল করল, ওর দু'হাতের কবজিতে শাদা গোলাকার দুটো দাগ। অধিকাংশ লোকের তুলনায় ওর হাতগুলো কিছুটা ছোট, তবে চৌকো। শক্ত গাঁটের মোটা মোটা আঙুলে অসম্ভব শক্তিশালী দেখাচ্ছে হাতদুটোকে।

পিঠে একটা শিরশিরে অনুভূতি টের পেল মেলোডি। অনুভূতিটা ভয়ের। এ ধরনের হাতকে ভয় পায় ও; এগুলো পুরুষের হাত—এবং পুরুষের হাত প্রবঞ্চক।

একটা কাঠের চ্যাপ্টা স্প্লিন্টার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল সাওলো। স্প্লিন্টারটা ওর গলা থেকে শক্ত সুতো দিয়ে ঝোলানো। কৌতূহল প্রকাশ করল, 'ওটা কী?'

'এটা? ৎসি-ডালটাই।'

'হাহ্!' হেসে উঠল মেলোডি। 'অ্যাপাচি শব্দ, না?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল সাওলো। 'এটা মন্ত্রপূত কবচ।'

'তুমি বিশ্বাস করো ওসবে?'

'করি, সম্ভবত। আমি উপকার পেয়েছি।' তাবিজটা হাতের তালুতে রাখল সাওলো। পুরানো এবং বহুল ব্যবহারে প্রায় মসৃণ।

'এটা দিয়ে কী কাজ হয়, বলো তো?'

'এটা যে কোন ক্ষতি বা কষ্ট থেকে রেহাই দেবে তোমাকে।'

'দূর! ওরকম আমি নিজেও ব্যবহার করেছিলাম। কাজ হয়নি।'

'হয়, হয়,' জোরের সাথে বলল সাওলো। একটু থামল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বামী কখন ছেড়ে গিয়েছিল তোমাকে, ম্যাম?'

সাওলোর প্রশ্নে অবাক হলো মেলোডি। হাসল ও, জবাবটা এড়িয়ে যেতে চাইল প্রথমে, পরে মত পাল্টাল। 'আট বছর আগে। আমার বয়স তখন তেইশ। তার মানে আমি এখন একত্রিশ, না?' একটু থামল ও। 'কিছু মনে কোরো না। তোমাকে কিন্তু আমার চেয়ে কম পক্ষে পাঁচ বছরের ছোট

দেখায়।'

'তিন বছর।'

'ঠিক আছে। এখন এসো, সঙ্কোচ কোরো না, আমার পাশে দাঁড়াও দেখি।'

দাঁড়াল উভয়ে পাশাপাশি। মেলোডি সাওলোর চোখে চোখে চেয়ে হাসল। 'মজার ব্যাপার কী জানো? আমি তোমার সমান লম্বা আর তোমার চেয়ে তিন বছরের বড়।'

'তারমানে এ নয় যে, তুমি আমার মাতৃস্থানীয়া কেউ। কিন্তু এর মানেটা কী বলো তো?'

'কিছু না, স্রেফ কৌতূহল। আমার আবার ওই জিনিসটা একটু বেশি। আমার মনে হচ্ছিল, তোমার চেয়ে আমি লম্বা হব।'

'কেন মনে হচ্ছিল?'

'ঠিক বলতে পারব না,' হালকা স্বরে বলল মেলোডি। তবে সাওলোর কানে হালকা শোনাল না। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মেলোডি। 'আমি মেয়েটা মনে হয় একটু বেশি অনুসন্ধিৎসু। রাস্তায় তুমি আমাদের সঙ্গে ছিলে, বিপদ-আপদ মোকাবেলা করেছ, এখনও করছ। আমার ধারণা, এতেই তুমি বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে পাও।'

'আমারও তাই মনে হয়। তুমি ঠিকই আন্দাজ করেছ।'

হাসল মেলোডি। 'আমি একজন মহিলা—এবং মহিলাদের কৌতূহল বেশি। তোমার ব্যাপারটা···আসলে তোমাকে আমার ভাল লেগেছে।' সাওলোর একটা হাত নিজের হাতে নিল ও। ওর কবজিতে গোলাকার দাগটার ওপর আঙুল বুলাল। 'এটা কিভাবে হয়েছে?'

'সান সাওলোতে। ওরা আমাকে বেঁধে রেখেছিল।'

'খোদা!' আঁতকে উঠল মেলোডি। 'কেন?'

সাওলো হাসল। 'শাদা মানুষের বিচার। ভুল সময়ে ভুল জায়গায় হাজির হয়েছিলাম আমি। গরু চুরি করে পালাচ্ছিল কিছু লোক। ওদের পেছনে পসি ধাওয়া করছিল। ওদের ট্রেইল ক্রস করার সময় পসির হাতে ধরা পড়ে যাই আমি। ওরা আমাকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করে।'

'কিন্তু কেন? তোমার সাথে তো গরু পায়নি ওরা। পেয়েছিল?'

'পায়নি। তবে পাবার দরকারও মনে করেনি। আসলে সে সময় ওখানকার শেরিফ নির্বাচন হচ্ছিল। আমাকে পেয়ে হাতে চাঁদ পেয়েছিল শেরিফ পদপ্রার্থী পসিদলের নেতা। কাজ দেখাবার অমন সুযোগ পায়ে ঠেলতে চায়নি ও। আমি তো একজন সামান্য দোআঁশলা। অতএব একজন

দোআঁশলাকে জেলে পুরতে দ্বিতীয়বার ভাবতে হয়নি ওদের।'

তিক্ত শোনাল সাওলোর গলা। 'দু'বছর ওখানে বন্দী ছিলাম। এর মধ্যে একবারের জন্যেও শেকল খোলা হয়নি স্রেফ খাবার সময়টা ছাড়া। জায়গাটার নামে নিজের নামকরণ করেছি—আমার বয়স তখন মাত্র আঠারো।'

সাওলোর হাতটা ছেড়ে দিল মেলোডি। 'কিন্তু তারপরও তো তোমার আক্কেল হয়নি।'

'কোন ব্যাপারে?'

'এই যে, এরপরও শাদা মানুষদের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে নিজের জীবন বাজি ধরেছ। লড়াই করছ অ্যাপাচিদের বিরুদ্ধে।'

'হয়তো বাঁচাতে চেষ্টা করার মত কিছু ভাল লোক আছে এখানে। তাছাড়া একজন কালোও আছে, যে আদতেই ভাল।'

'তাই! কিন্তু তুমি তো আমাদের কারও কাছে কোনও ব্যাপারেই ঋণী নও। তুমি পালাতে চাইলে...'

'বেশ বেশ,' হাত তুলে মেলোডিকে থামিয়ে দিল সাওলো। 'আরেকটা ব্যাপার আছে এখানে। আমার এক ভাই আছে। একবার ওর জীবন বাঁচিয়েছিলাম আমি। ও আমাকে দারুণ ঘৃণা করে এখন।'

'জীবন বাঁচিয়েছ বলে?'

'হয়তো। হয়তো তুমি ওর কথা শুনেছ। এ পর্যন্ত বহু মানুষ খুন করেছে। একবার আমার কয়েকজন বন্ধুকে খুন করেছিল ও। এখানেও হয়তো কেউ কেউ মারা যাবে ওর হাতে। অথবা আমি ওকে ঠেকাতে পারব।'

'সে কি এখানে আছে? ওই অ্যাপাচিদের সাথে?'

জবাব দিল না সাওলো, যেন ওর কথা শুনতে পায়নি। ওর চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল। 'একমাত্র গুলিই ওকে ঠেকাতে পারে।'

'তোমার ভাই!'

'হ্যাঁ, কুরিয়াপো।'

আচমকা কারও পায়ে জঙ্গল মাড়ানোর শব্দ শোনা গেল। দ্রুত এগোল সাওলো শব্দ লক্ষ্য করে। একটা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ওয়াল্টার, ফুট বিশেক দূরে দাঁড়াল। ওর মেদবহুল খসখসে মুখে হাসি। 'জেসাস!' বিড় বিড় করল ও, 'চমৎকার একটা খবর হবে বটে! বাহ্, দারুণ চমৎকার!'

নয়

ওয়াল্টার যা শুনেছে, সেটাকে আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অন্যদের বলতে শুনল সাওলো, ওদের পাশে দাঁড়িয়েই। শুনতে শুনতে ওদের মুখের ভাবের পরিবর্তন লক্ষ করল ও। ইয়েটস আর হাব বোদ হতাশ চোখে তাকাল ওর দিকে। একটা শীতল ক্রোধের রেশ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল সাওলোর ভেতরে। কী ভেবেছে ওরা ওকে?

ইস্পাত নীল চোখে চাইল ইয়েটস ওর দিকে। 'কী বলছে ও, স্টেইভ?'

'ঠিক বলছে,' কাঁধ ঝাঁকাল সাওলো, '...আমি জারিপোর একজন ছেলে। কুরিয়াপো আমার সৎভাই।'

'তার মানে,' ইয়েটস অবাক হলো, 'তুমি আমাদের ধোঁকা দিয়েছ!'

'মোটেই না,' সাওলো অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। শান্তস্বরে বলল, 'আমি তোমাদের একটুও ধোঁকা দিইনি, বরং ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে বাঁচিয়েছি। নইলে এখন থেকে ঘণ্টা কয়েক আগে মারা যেতে তোমরা, সবাই। কিংবা অ্যাপাচিদের হাতে বন্দী হয়ে হেঁট-মুণ্ডু -ঊর্ধ্বপদ অবস্থায় আগুনের আঁচে সিদ্ধমগজ হতে হতে চেঁচিয়ে দুনিয়া কাঁপিয়ে ফেলতে।'

'ফালতু কথা!' ওয়াল্টার খেঁকিয়ে উঠল। 'ওর সঙ্গে না-এলে খোলা জায়গায় থাকতাম এখন। এমন ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের অবস্থায় পড়তাম না। ও আমাদের কুরিয়াপোর হাতে তুলে দেবার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছে।'

'তুমিও ফালতু বক বক না-করে মাথাটা একটু খাটাও, ওয়াল্টার!' মেলোডি প্রতিবাদ জানাল। 'এখানে নিয়ে আসার সময় আমাদের ট্রেইল লুকনোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে ও, করেনি? ও আমাদের পানির খোঁজ দিয়েছে, পথে অ্যাপাচিদের সাথে সংঘর্ষে ওদের দু'জনকে খতম করেছে।'

থ্যাবড়া, মোটা একটা আঙুল তুলে মেলোডিকে থামাবার ভঙ্গি করল ওয়াল্টার। 'প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, ম্যাম, ও জানত, কুরিয়াপো দলবল নিয়ে আমাদের কাছে পিঠেই আছে।' সাওলোর দিকে ফিরল ও। 'কী, ঠিক বলিনি? জবাব দে, ব্যাটা ইন্ডিয়ান ইঁদুর! নয়তো লাথি মেরে তোর নাকের ডগা উড়িয়ে দেব!'

ওর চোখে চোখ রাখল সাওলো। 'জানতাম।'

'জানতে? হায় খোদা!'

চিবুক চুলকাল ইয়েটস, সরু চোখে চাইল সাওলোর দিকে। 'মিস্টার, তুমি অস্বীকার করছ না কেন?'

'কী দরকার? আমি তো তোমাদের সঙ্গে মিথ্যে কথা বলিনি।'

'শিট! তুমি ওই বেজন্মাগুলোর হাতে তুলে দেবার জন্যে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছ?' ওয়াল্টারের হাত পিস্তলের কাছে চলে গেল।

ইয়েটস সাওলো আর ওয়াল্টারের মাঝখানে চলে এল। সাবধান করে দেবার ভঙ্গিতে নিজের হাতের রাইফেলটা নাড়ল। এদিকে স্টিফেনের রাইফেলের নল ঘুরে গেল সাওলোর পাঁজর বরাবর।

'তোমার আঙুল সরাও ট্রিগার থেকে মিস্টার স্টিফেন,' ওকে হুঁশিয়ার করে দিল ইয়েটস, ওয়াল্টারের দিকে চাইল এরপর। 'যীশুর কিরে, মুখটা একটু থামাও! ওকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করছি।'

'জিজ্ঞাসাবাদে কাজ হবে না, মি. ইয়েটস। শপথ করে বলতে পারি, ওই বদমাশ ইন্ডিয়ানটার পেট থেকে একটি কথাও বের করতে পারবে না।'

'ওর দিকটাও আমাদের শোনা উচিত, তাই না?' সাওলোর দিকে ফিরল ইয়েটস। 'স্টেইভ?'

'আমি যা বলেছি, সত্যি বলেছি, মি. ইয়েটস।'

'হয়তো। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সবটুকু বলোনি।'

'কিছুই লুকোইনি। শোনো, তোমাদের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ সবাই অবিশ্বাসের চোখে দেখেছিলে। ওয়াল্টার তো আমার গায়ের ছালটাই তুলে নিতে চেয়েছিল। আমার ধারণা, কুরিয়াপো আমার শত্রু, এ কথা জানার আগেই তোমরা আমাকে বিশ্বাস করেছিলে। না কি?'

'আর এখনও তো ও ভিন্ন কিছু বলছে বলে মনে হচ্ছে না, মি. ইয়েটস,' মেলোডি বলল।

'ঠিক আছে, ম্যাম, ঠিক আছে। আমি ওর কথা শুনব বলেছিলাম, শুনেছি। তবে দুটো জিনিস বুঝতে পারছি না। এক, কুরিয়াপোর ভাই হয়, এমন একজন দোআঁশলা হুট করে ওর শত্রু বনে যাবে কেন? দই, এবং তাই বলে একদম শাদাদের পক্ষেই চলে যাবে কেন…'

'হুট করে নয়, মি. ইয়েটস। ওই মেয়েকে,' ম্যাগিকে দেখাল সাওলো। 'চার অ্যাপাচির হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার আগে থেকেই কুরিয়াপোকে খুঁজছিলাম আমি।'

'কেন?'

'ওর জন্যে একটা বুলেট খরচ করব বলে রেখেছি আমি।'

'আচ্ছা!' স্টিফেনের ঠোঁট বেঁকে গেল বিদ্রূপে।

'ওকে আগে শেষ করতে দাও!' আদেশের স্বরে বলল ইয়েটস।

মেলোডিকে যা বলেছে, এদেরও তা-ই শোনাল সাওলো। বলতে বলতে প্রত্যেকের মুখের ভাব লক্ষ করল। হাবের মুখে সূক্ষ্ম সহানুভূতির ভাব ওর নজর এড়াল না। তবে শাদাদের সামনে নিজেকে গুটিয়ে রাখার সহজাত বুদ্ধি ওকে প্রায় নির্বিকার রেখেছে। ইয়েটস কিছুটা বিভ্রান্ত, ওকে বিশ্বাস করতে চাইলেও তা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু ম্যাগি, স্টিফেন আর ওয়াল্টারের মুখ কঠিন। সাওলো বুঝল, ওর কোনও কথাই ওরা বিশ্বাস করবে না। ওদের চোখে ও স্রেফ শত্রু, অন্য কিছু হতে পারবে না।

চোয়ালে হাত ঘষল ইয়েটস। 'মনে হচ্ছে, যুক্তি আছে ওর কথায়। কিন্তু···ধ্যাত্তেরি, চুলোয় যাক সব!'

'আমার একটা পরামর্শ আছে,' হালকা, আমুদে গলায় বলল স্টিফেন। 'আমাদের মধ্যে না হয় আরেকবার ভোটাভুটি হয়ে যাক।'

'কিসের ভোটাভুটি?' মেলোডি জানতে চাইল।

'ওকে গুলি করে মেরে ফেলব, নাকি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবার জন্যে রেখে দেব, সে ব্যাপারে।'

'আমরা এখানে কেউ বাঁচব না, সবাই মারা পড়ব অ্যাপাচিদের হাতে। অথচ,' ঘেউ ঘেউ করে উঠল ওয়াল্টার। 'এ কুত্তার বাচ্চাটা ঠিকই বেঁচে থাকবে শেষ পর্যন্ত!'

'উত্তম প্রস্তাব। আমি ওকে মেরে ফেলার পক্ষে ভোট দিচ্ছি,' স্টিফেন বলল।

'মিস্টার,' মেলোডি ক্রুদ্ধস্বরে বলল। 'তোমরা কিন্তু একজন মানুষের জীবন নিয়ে কথা বলছ। নিজেদের কি ভাবছ তোমরা? ঈশ্বর?'

'না, ম্যাম,' অমায়িক কণ্ঠে বলল স্টিফেন। 'আমি শুধু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার কথাই বলছি। তোমার অমত থাকলে তাও ধরা হবে। তবে এটা কিন্তু সত্যি যে, ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে ওর হাত-পা বেঁধে রাখতে হবে। নয়তো সারা দিনরাত একটা মানুষকে চোখে চোখে রাখাটা ভীষণ একঘেয়ে কাজ হবে।'

'ওকে মেরে ফেলো—মেরে ফেলো ওকে!' চেঁচাতে লাগল ম্যাগি।

ওর দিকে তাকাল মেলোডি। 'তুমি একটা অদ্ভুত চীজ বটে,' তিক্তস্বরে বলল। 'অথচ অ্যাপাচিদের হাত থেকে ওই তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল!'

গোঁফে আঙুল বুলাল স্টিফেন, হাসল। 'ম্যাম, এখানে বিরুদ্ধ মত প্রকাশের অধিকারও আছে। তারচে' এক কাজ করো। ওকে আমরা অ্যাপাচিদের কাছে পাঠিয়ে দিই। অ্যাপাচিরা যদি ওকে মেরে ফেলে, তাহলে

প্রমাণ হবে যে, ও সত্যি কথা বলেছিল। কী বলো?'

'ঠিক আছে,' ইয়েটস শুকনো কণ্ঠে বলল। 'ওকে বেঁধে রাখো। আশা করছি, এতে কারও অমত নেই।' স্টিফেন, ওয়াল্টার আর ম্যাগির দিকে তাকাল সে। 'এখানে কোনও খুন-খারাবি হোক, চাই না আমি।'

সাওলোর দিকে ফিরল ইয়েটস। সাওলোর চোয়াল শক্ত, চোখ কঠিন; উত্তেজনায় টানটান হয়ে উঠেছে ওর পেশী, প্রস্তুত সে। সতর্ক দৃষ্টিতে ওদের সবার দিকে তাকাচ্ছে। মাথা নাড়ল ইয়েটস। 'উঁহুঁ, ওটা করতে যেয়ো না, বাছা। তুমি আমাদের সবাইকে কাবু করতে পারবে না।' হাত বাড়াল সে। 'অস্ত্রটা এদিকে দাও।'

সহজ হয়ে এল সাওলোর ভঙ্গি। 'নাও।'

ওর পিস্তলটা খাপ থেকে তুলে নিল ইয়েটস, স্প্যানিশ ছোরাটাও। একটা লাভা প্যাবের কাছে নিয়ে বসাল ওকে। 'এখানে—হ্যাঁ, এখানেই বসো, বাছা।'

বসল সাওলো পাথরে হেলান দিয়ে। বাহু দুটো ভাঁজ করে হ্যাটের-কার্নিসের নিচ থেকে আগুনচোখে তাকিয়ে আছে ও; রাগে শরীরের ভেতরটা টগবগ করে ফুটছে।

একটা রশি বের করে দু'খণ্ড করল ওয়াল্টার। সাওলোর হাত ও পা দুটো বাঁধল শক্ত করে। ঠেসে গিঁঠ দিল।

ওরা সবাই নিজ নিজ অবস্থানে চলে গেল। সাওলোর পিঠের নিচে তপ্ত বালি। গড়াতে শুরু করল সে। অ্যাম্বারগোর কাছাকাছি একটা পাথরের ছায়ায় গিয়ে থামল। অ্যাম্বারগোর দিকে চোখ পড়ল ওর। ওর দিকে চেয়ে আছে মেক্সিকান স্প্যানিয়ার্ড ডাকাতটা, হাসছে। 'বুদ্ধিটা কাজে এল না, কী বলো? গ্রিঙ্গোরা কম সেয়ানা নয়, না?'

ওকে জাহান্নামে যেতে বলে বাঁধনগুলোর দিকে মনোযোগ দিল সাওলো। বেঁধেছে বটে ওয়াল্টার। পরীক্ষা করে দেখল ও টেনে-টুনে। বৃথা চেষ্টা। আরও শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে রশি। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

মেলোডি এসে বসল ওর পাশে। রাগে মেয়েটার মুখ লাল। 'ওই গরুগুলোর মাথায় সবটাই গোবর, মি. স্টেইভ। আমি, আমি সত্যি দুঃখিত।'

সাওলো হাসল। 'দোষ দিচ্ছি না আমি। অ্যাপাচিদের ভয়ে আধমরা হয়ে আছে সবাই।'

'শুধু ভয় নয়, আরও কিছু আছে। সেটা কী জানো?' গলা নামাল ও। 'শোনো, তুমি এদের সাহায্য করতে চেয়েছ, আর ওরা তোমাকে জন্তুর মত

বেঁধে রেখেছে। যাক। তুমি বলেছিলে একা হলে যে কোনও সময় এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারতে। এমন কী, পায়ে হেঁটে হলেও।'

'হয়তো বলেছিলাম। কিন্তু আমি পালাচ্ছি না।'

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল মেলোডি। 'নিজেকে আমার অপরাধী মনে হচ্ছে। তুমি যদি আমাকে ওসব কথা না বলতে··· কেন বলতে গেলে, বলো তো?'

'জানি না।'

'আমার মনে হয়, আমি জানি। তুমি কাউকে বিশ্বাস করতে চেয়েছিলে, স্টেইভ।'

হাঁটুর ওপর দু'হাত রেখে বসেছিল মেলোডি; ওখান থেকে একটা হাত নাড়ল। সাওলো ওকে স্কার্টের ভেতর থেকে একটা ছুরি বের করতে দেখল। পরক্ষণেই ওটা মাটিতে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল মেলোডি। 'প্রয়োজন মনে করলে ব্যবহার কোরো ওটা।' ঘুরে হাঁটতে শুরু করল।

ছুরিটা সাওলোর বাহু থেকে ইঞ্চি দুয়েক দূরে পড়েছে, গড়িয়ে ওটাকে পিঠচাপা দিল সে।

আর বেশি হলে ঘণ্টা খানেক পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে চারদিক। ওরা দু'তিনজন সম্ভবত গার্ড দেবে রাতে, বাকিরা ঘুমোবে, ভাবল সাওলো।

অন্ধকার ঘনিয়ে রাত নামল এক সময়। গুলিগোলা থেমে যাবার পর এখন পর্যন্ত অ্যাপাচিদের আর কোনও সাড়া-শব্দ পাওয়া যায়নি। অগ্নিকুণ্ডের আলোয় অ্যারোয়োর দু'পাশের পাথরগুলোর আবছা পিঠ দেখা যাচ্ছে। বাকি সমস্ত চরাচর অন্ধকারে নিমজ্জিত। এ-রকম রাত্রির এক অদ্ভুত রূপ আছে, এ এক অপরূপ মরুরাত্রি।

মাঝ রাতের দিকে ক্লান্ত ও অবসন্ন দলটি ঘুমোবার আয়োজন করতে লাগল। রাতে পাহারা দেবার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ওরা। ইয়েটস রাতের জন্যে একজন পাহারাদারই যথেষ্ট বলে মত দিল। তার মতে, অ্যাপাচিরা রাতে লড়াই করতে চাইবে না। তাদের তরফ থেকে আক্রমণ যদি আসে, সেটা সকালের দিকেই আসবে। যাহোক পাহারার প্রথম পালার দায়িত্ব ও-ই নিল।

দু'হাঁটু মুড়ে বুকের কাছে নিয়ে এসে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল সাওলো। ও যেখানে শুয়েছে, সেখান থেকে আগুনের ধারের লোকগুলোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওদের সামান্যতম নড়াচড়াও ওর চোখ এড়াচ্ছে না। বিশেষ করে অ্যাম্বারগোর ওপর চোখ রাখল ও। ওর ধারণা, স্প্যানিয়ার্ড ডাকাতটা স্রেফ একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে। অ্যাম্বারগোর পা বাঁধা

রশিতে, হাতগুলো পিছমোড়া করে শেকলে আটকানো।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে ক্যাম্পফায়ারের উজ্জ্বল আলো মিইয়ে আসতে লাগল ধীরে ধীরে।

রাতের নিজস্ব কিছু সাধারণ শব্দ আছে। সাওলো চেনে ওগুলো। কান পেতে রইল সে। সন্দেহজনক কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবে সাওলো জানে, কুরিয়াপোর মতিগতি একশো ভাগ বোঝা কখনও সম্ভব নয়। আশার কথা হলো, রাতের বেলা ও আক্রমণ করবে বলে মনে হয় না। কারণ, নৃশংস যোদ্ধা হলেও, ওর মন কুসংস্কারে ভরা; পুরানো বিধি-নিষেধগুলোর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস। এর পরেও যদি কেউ রাতে আক্রমণ করতে আসে, সেটা সম্ভবত ওর অগোচরেই ঘটবে।

ইয়েটসের দিকে চাইল ও। ক্যাম্পফায়ারের স্বল্পালোকে ঝিমোতে দেখা যাচ্ছে ওকে। ওর মাথা ঝুঁকে পড়েছে বুকের ওপর। আচমকা সচেতন হলো ও।

আগুন কমে আসায় বন্দী দু'জনকে ওর অবস্থান থেকে এখন আর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। চোখের কোণে সামান্য নড়াচড়া লক্ষ করে অ্যাম্বারগোর দিকে চাইল সাওলো। স্প্যানিয়ার্ড গুটি মেরে শুয়ে আছে। তবে ও যে জেগে আছে এবং সতর্ক, বুঝতে পারল সে।

বসা থেকে উঠে দাঁড়াল ইয়েটস। ঘুম তাড়ানোর জন্যে হাঁটাহাঁটি শুরু করল। আবার বসে পড়ল। ব্যাগ থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখল, রেখে দিল ঘড়িটা ফের যথাস্থানে। পালার শেষ মিনিটটি পর্যন্ত জেগে থাকার জন্যে ঘুমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে ও। কিছুক্ষণ উবু হয়ে বসে থাকল। কিন্তু, সম্ভবত পিঠ ধরে যাওয়ায় লাভা প্যাবের সাথে হেলান দিল। মিনিট পাঁচেক পরে সাওলো যখন ওর দিকে তাকাল, ও তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

পাশ ফিরে শোয়া অ্যাম্বারগো ওর কাজ শুরু করল। ধীরে ধীরে হাঁটু বাঁকিয়ে পা পেছনে নিয়ে গিয়ে গোড়ালি উঁচু করল। ওর হাত লম্বা-আঙুলগুলো শক্ত। গোড়ালি ছুঁলো ওর আঙুল। বাঁধনটা শক্ত, তবে খোলা যাবে না এমন নয়; ধীরে ধীরে কাজ শুরু করল সে।

চুপচাপ শুয়ে আছে সাওলো। অ্যাম্বারগোকে এখন বাধা দেয়া ঠিক হবে না। এতে ক্যাম্পের সবাই জেগে যাবে এবং তাতে ওর পরিকল্পনাটা ভণ্ডুল হয়ে যাবে। এটাই এখন ওর জন্যে একমাত্র সুযোগ, এটা হারালে আর সুযোগ নাও মিলতে পারে।

কিন্তু স্প্যানিয়ার্ডটাকে পালাতে দেয়া যাবে না, আটকাতে হবে ওকে যেভাবেই হোক। তবে এখন নয়, অ্যাম্বারগো আগে নিজেকে মুক্ত করুক।

পায়ের বাঁধন খুলে ফেলল অ্যাম্বারগো। কিছুক্ষণ শুয়ে রইল চুপচাপ। বিশ্রাম এবং সেই সাথে অবস্থাও জরিপ করে নিল। তারপর সাপের মত বুকে হেঁটে এগোল ঘুমন্ত ডেপুটি শেরিফের দিকে।

মেলোডির রেখে-যাওয়া ছুরিটা কুড়িয়ে নিল সাওলো, দু'আঙুলে ধরল ওটাকে কায়দা করে। তারপর পাশ ফিরে শুয়ে পা বাঁকা করে যথাসম্ভব পিঠের দিকে তুলল। ওর হাত বাঁধা, তবে পায়ের বাঁধনে ছুরি বসাতে পারল সে। এরপর অনুমানের ওপর নির্ভর করে রশিতে ছুরির পোঁচ লাগাল।

প্রায় নিঃশব্দে পৌঁছে গেল অ্যাম্বারগো গ্যানোর কাছে। শরীরের এক জটিল মোচড়ে নিজেকে হাঁটুর ওপর দাঁড় করাল। ওর পিঠ গ্যানোর দিকে ফিরিয়ে শেকলবাঁধা হাতে সন্তর্পণে গ্যানোর ওয়েস্ট কোটের পকেট হাতড়ে চাবিটা বের করে নিল। তারপর আস্তে ধীরে হ্যান্ডকাফের তালা খুলে শেকলটাকে সাবধানে বালির ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল।

ইতোমধ্যে পায়ের রশি কেটে ফেলেছে সাওলো। ওর পা এখন মুক্ত, তবে হাত বাঁধা। অ্যাম্বারগো ততক্ষণে বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে। ইয়েটসের দিকে এগোচ্ছে সে। রাইফেলটা হাঁটুর ওপর রেখে ঘুমোচ্ছে ইয়েটস। অ্যাম্বারগোর চোখ রাইফেলের ওপর। ওর রাইফেল দরকার।

একটু ইতস্তত করল সাওলো। ওর হাত এখনও বাঁধা। এ-অবস্থায় অ্যাম্বারগোকে থামানো সম্ভব নয় ওর পক্ষে। চিৎকার দিলে ইয়েটস হয়তো সজাগ হবে, কিন্তু আচমকা ঘুম থেকে জেগে কিছু বুঝে ওঠার আগে অ্যাম্বারগো ওকে কাবু করে ফেলবে।

শরীরকে যতটা সম্ভব কুণ্ডলী বানিয়ে পিঠের ওপর গড়াতে শুরু করল সাওলো। অ্যাম্বারগোর কাছাকাছি হতেই উঠে দাঁড়াল। মাথা নিচু করে সবেগে ছুটে গেল অ্যাম্বারগোর পিঠ সই করে। পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ঘুরতে শুরু করল লোকটা। পরমুহূর্তে সাওলোর মাথার প্রচণ্ড গুঁতো খেল পাঁজরে। হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল ওরা দু'জন।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে গেছে ইয়েটস।

'ইয়েটস!' চেঁচাল সাওলো। অ্যাম্বারগোর কাছ থেকে দ্রুত সরে গেল, পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল।

প্রচণ্ড আঘাতে দিশেহারা অ্যাম্বারগো কোনও মতে উঠে বসেছে। হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে। ব্যথা সওয়ার চেষ্টা করছে। ইয়েটস ব্যাপারটা বোঝার জন্যে সময় নষ্ট করল না; দু'জনের দিকেই রাইফেল বাগিয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্রাইস্ট!'

'ও ওর বাঁধন খুলে ফেলেছে, ইয়েটস!' বলল সাওলো।

অন্যেরাও ততক্ষণে জেগে উঠেছে। মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে অবস্থা দেখে একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ব্যাপারটা বুঝে নিতে দেরি হলো না ইয়েটসের। অ্যাম্বারগোর পাঁজরে কষে লাথি হাঁকাল সে, সাওলোর দিকে তাকাল কঠিন চোখে। 'ধন্যবাদ। তবে তুমি আমাদের ডেকেও দিতে পারতে।'

'সময় ছিল না।'

হাব আগুন খুঁচিয়ে ভেতর থেকে জ্বলন্ত কয়লা বের করে তাতে লাকড়ি ফেলল। সাওলোর দিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসি হাসল অ্যাম্বারগো। 'কাজটা বোকার মত করলে, বন্ধু! রাইফেলটা পেলে দু'জনেই পালাতে পারতাম।'

'নিশ্চয়!' ওয়াল্টার হাসল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে। 'আচ্ছা, কী ঘটেছিল, বলো তো?'

'ওটা স্টেইভকে বলতে দাও,' ইয়েটস বলল। নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'কী ঘটেছিল, বাছা?'

সাওলো সব খুলে বলল।

বালির ওপর থেকে কাটা রশিটা কুড়িয়ে নিল ওয়াল্টার। মেলোডির ছুরিটা হাতে নিয়ে ধূর্ত হাসি হাসল ওর দিকে চেয়ে। 'এটা সম্ভবত তোমার নয়, ম্যাম?'

'তাতে কী হয়েছে, ওয়াল্টার? তুমি কি...'

'বাদ দাও,' গম্ভীর স্বরে বলল ইয়েটস। 'তাতে কিছু আসে-যায় না। ওকে,' অ্যাম্বারগোর দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'স্টেইভ থামিয়েছে, এটাই ব্যাপার। স্টেইভ, সম্ভবত, আমার জীবনও বাঁচিয়েছে।'

ঘোঁৎ করে উঠল ওয়াল্টার। 'তাতে কী?'

'তাতে কী, সেটা ব্যাখ্যা করার কোনও কারণ দেখছি না, ওয়াল্টার!' পকেট থেকে ছুরি বের করে সাওলোর দিকে এগোল ইয়েটস। ওর হাতের বাঁধন কেটে দিল। 'তোমাদের মধ্যে কারও যদি লড়তে ইচ্ছে করে এ ব্যাপারে,' হুমকির সুরে বলল সে, 'দু'জনকে মোকাবেলা করতে হবে। ঠিক আছে?'

দশ

স্বপ্ন দেখছিল হাব বোদ; ঘুমের মধ্যে হাত-পা নেড়ে গোঁ-গোঁ শব্দ করছিল। আচমকা জেগে উঠল ও, লাফিয়ে উঠে বসল। ওর সারা শরীর ঘামে ভিজে জবজবে। আগুন নিভে গেছে অনেক আগে। কয়েক মুহূর্ত আচ্ছন্নের মত বসে রইল হাব, ফ্যাল ফ্যাল করে চারদিকে তাকাল। তারপর বিশাল আকাশের নিচে চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে-থাকা কালো লাভার পাহাড় ওকে সচেতন করে তুলল। কোথায় আছে, মনে পড়ল ওর। আধা অন্ধকারে ঘড়িতে সময় দেখল। চারটে বাজার পাঁচ মিনিট বাকি; ওর পাহারার পালা এসে গেছে।

উঠে দাঁড়াল হাব, আঙুল দিয়ে চুল আঁচড়ে নিল। পরনের পোশাক থেকে ঝেড়ে ধুলো-বালি ছাড়াল। একটা বিরস হাসি ফুটল ওর মুখে। অনেক বছর ধরে গৃহভৃত্য আর দেহরক্ষীর কাজ ওকে কিছুটা খুঁতখুঁতে স্বভাবের বানিয়েছে। মনিবদের ফিটফাট পোশাক আর চালচলন ও নিজের অজান্তেই আয়ত্ত করে ফেলেছে।

নিজের রাইফেলটা কুড়িয়ে নিল ও, তাকাল ঘুমন্ত মানুষগুলোর দিকে; তারপর সাবধানে একজনের দিকে এগোল। কাছাকাছি পৌঁছুতেই নড়ে উঠল ঘুমন্ত শরীর। হাব দেখল, ও সাওলো। অবাক হলো। বালির ওপর ওর পায়ের সামান্য শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে লোকটার। চোখ কিঞ্চিৎ ফাঁক হলো সাওলোর, এবং সম্ভবত হাবকে দেখে উৎসাহ হারিয়ে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

লোকটার প্রতিক্রিয়া অসাধারণ, ভাবল হাব; ঈর্ষাবোধ করল। দুর্দান্ত সাহসীও বটে লোকটা।

অ্যারোয়োর শেষ মাথায়, যেখানে স্টিফেন পাহারা দিচ্ছে, ওখানে পৌঁছল সে। একটা উঁচুমতন পাথরের ওপর বসেছে স্টিফেন। হাব ওকে ডাকল, 'মি. স্টিফেন, স্যার?'

'হাব?' সাড়া দিল হাবের প্রাক্তন মনিব।

'আপনার পালা শেষ, স্যার।'

বিতৃষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকাল স্টিফেন। বোঝাই যাচ্ছে, দারুণ নাখোশ ও নিগ্রোটার ওপর। ওর আপাদমস্তক দেখল বিরক্ত ভঙ্গিতে, যেন মনিব তাকাচ্ছে তার চাকরের দিকে কাজে খুঁত ধরার পর।

মৃদু হাসল হাব।

'অত হাসি কিসের?' রুক্ষ স্বরে জানতে চাইল স্টিফেন।

'এমনি, স্যার।' হাবের গলায় বিনয়; তবে আগের মত বিগলিত নয়, কিছুটা শুষ্ক। 'আসলে আমার খুব খারাপ লাগছে এখন। অত সংক্ষিপ্ত নোটিসে আপনার চাকরি থেকে অব্যাহতি নেয়া···কাজটা ন্যায্য হয়নি মনে হচ্ছে।'

'তোমাদের অন্য অনেক অপরাধের তুলনায়,' স্টিফেন ঠাণ্ডা স্বরে মন্তব্য করল। 'এটা এমন বড় কিছু নয়, হাব।'

'···আসলে আমি হয়তো একটু অহঙ্কারী হয়ে পড়েছিলাম, স্যার।'

আধা অন্ধকারে স্টিফেনের শাদা মুখে ক্রোধের ভাব হাবের দৃষ্টি এড়াল না। তবে স্টিফেনের গলার স্বর শান্ত।

'অহঙ্কারী হয়ো না, বাছা,' স্টিফেন উপদেশ ঝাড়ল, 'তোমাদের মত লোকেরা রোগ-জীবাণুর মতই আমাদের দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে দেশটাকে বরবাদ করে দিচ্ছ। তোমাদের মধ্যে রোগটা সংক্রমিত করেছে ওই বেজন্মা কার্পেটব্যাগাররাই। আর এখন সেটা অশিক্ষিত সাধারণ নিগ্রোদের মধ্যেও প্লেগের মত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। তোমরা নিগাররা এখন আমাদের আইনসভায় ঢুকছ, আমাদের সনাতন মূল্যবোধকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছ। যুদ্ধ যা ধ্বংস করতে পারেনি, তা তোমরাই শেষ করে দিচ্ছ।'

বসা থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল স্টিফেন। রাগে লাল হয়ে গেছে ওর মুখ। ওর রাইফেলের মুখ নিচের দিকে; ধীরে ধীরে ওটা তুলতে শুরু করল সে। হাবের গলা শুকিয়ে গেল, কিন্তু ভীতিটা প্রকাশ করল না ও। নিজের রাইফেলটাও তুলল ও। চোখ জ্বলে উঠল স্টিফেনের। 'দূর হও, স্যাম্বো! আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও!'

ধীর এবং সতর্ক পায়ে এক পাশে সরে গেল হাব। স্টিফেন পাথরের ওপর থেকে নেমে এল, হাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সামনে এগোল। ঘুমন্ত লোকগুলোর কাছ থেকে সামান্য দূরে একটা পাথরের ওপর বসল; সিগার জ্বালাল।

হাব সামনে তাকাল। সামনে ঊষর কালো পাথুরে ভূমি, রাতের ক্ষয়িষ্ণু প্রেক্ষাপটে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। বাতাস বইছে ধীরলয়ে। হঠাৎ চমকে উঠল ও, ওর সামনে, নিচে কী যেন নড়ে উঠেছে! পর মুহূর্তে নিজের বোকামিতে লজ্জা পেয়ে গেল। 'বাতাসে সোপউয়িডের পাতা নড়ে উঠেছে, তাতেই আমার আত্মা খাঁচা ছাড়ার যোগাড়!' হাসল হাব মনে মনে। তারপর কষে ধমক লাগাল নিজেকে, 'একজন দুর্দান্ত ওয়েস্টার্ন ম্যান হও।

অন্তত একবারের জন্যে হলেও সাহসী হবার চেষ্টা করো! ছায়া দেখেই লাফিয়ে উঠো না!'

রাইফেলটা কোলের ওপর আড়াআড়ি রেখে বসল সে।

কিছুক্ষণ পর। মৃদু কথোপকথনের শব্দ কানে এল ওর। মাথা ফেরাল ও ক্যাম্পের দিকে। স্টিফেনের পাশে একজনকে দেখা গেল। ম্যাগি হডসনকে চিনতে পারল হাব। ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা গেল।

'কিছু মনে কোরো না, মিস্টার,' ম্যাগি ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বলল। 'আমার ঘুম ভেঙে গেছে।'

'মোটেই না, মিস!...দয়া করে বসো।'

'আমি জানতাম, তুমি বিরক্ত হবে না...তুমি ভদ্রলোক।' স্টিফেনের পাশে বসল ও। 'আমি খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি, কিন্তু আতঙ্কিত না হয়েই বা উপায় কী, বলো?'

'অবশ্যই,' সায় দিল স্টিফেন। 'আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তোমার বিপদের ধরনটা আমি বুঝি, ম্যাম। তবে অতটা হতাশ হবার দরকার নেই।'

'আমি হতাশ হতে চাই না। কিন্তু...' ম্যাগি ভগ্নকণ্ঠে বলল, 'এ হতচ্ছাড়া দেশটাকে আমি ভীষণ ঘৃণা করি। আমার একমাত্র কামনা, যত শীঘ্রি সম্ভব, এ-দেশ থেকে চলে যাওয়া।'

'আমি তোমাকে দোষ দেব না, ম্যাম। তোমার মত সুন্দরী আর রুচিশীল মেয়ের উপযোগী দেশ নয় এটা।'

এক মুহূর্ত নীরব রইল ম্যাগি, ভাবল; তারপর বলল, 'আমি পালাতে চেয়েছিলাম একবার...কিন্তু বাবা ধরে নিয়ে আসে। বাবা এ জন্যে খুব খারাপ ব্যবহারও করেছিল আমার সাথে।'

'তুমি একদম হতাশ হয়ো না।' স্টিফেন মেয়েটির দিকে তাকাল, উৎসাহ দিল ওকে মৃদু হেসে। 'তুমি একে তরুণী—তায় সুন্দরী। তোমার জন্যে সারা দুনিয়া অপেক্ষা করছে...তুমি চাইলে...'

এভাবে অনেকক্ষণ ধরে অনেক স্তুতিবাক্য আর আশ্বাসবাণী শোনাল স্টিফেন মেয়েটিকে। মেয়েটি ওর ভদ্র ব্যবহার আর আশার বাণীতে আশ্বস্ত বোধ করল।

অবাক হলো হাব। শ্বেতাঙ্গ এ লোকটাকে সে অনেক দিন ধরে চেনে। জানে ওর স্বভাবের প্রতিটি খুঁটিনাটি। অত্যন্ত মেয়েঘেঁষা লোকটা; প্রত্যেকবারই ও মেয়েদের পটানোর সময় নিখুঁত ভালমানুষের অভিনয় করে। কালোদের এ লোকটা কুকুর-বেড়ালের মত মনে করে। ওর কাছে থাকা

অবস্থায় হাব নিজে কোনওদিন সামান্য ভাল ব্যবহার পায়নি।

কিন্তু কেন? হাবের কাছে এ এক অনন্ত জিজ্ঞাসা। মনের ভেতর এ এক অনিচ্ছাকৃত রক্তাক্ত খোঁড়াখুঁড়ি। ও কিছুতেই বোঝে না যে, শাদা আর কালো দু'জনেই তো মানুষ, রঙ ছাড়া ওদের মধ্যে আর পার্থক্যটা কোথায়? শক্তির দিক দিয়ে ও স্টিফেনের চেয়ে অনেকগুণে শ্রেয়। ইচ্ছে করলে নিমেষেই ওকে পিষে ফেলতে পারে। সে ওরই সমান, বরং বুদ্ধিমত্তা আর শিক্ষাগত দিক দিয়ে ওরচেয়ে ভাল। সে ভাল কথা বলতে পারে, ওর আচার-আচরণ মার্জিত। ঐতিহাসিক, সামাজিক, জৈবিক—প্রতিটা দিক দিয়েই হাব বুদ্ধি এবং কাজের সমন্বয় ঘটাতে পারে। তাহলে? তাহলে কেন সে ওই লোকটার চেয়ে নিকৃষ্ট? কেন, হা ঈশ্বর, কেন?

পার্থক্য কোথায় সেটা ও জানে না এমন নয়। পার্থক্য আসলে মনে। যুগ যুগ ধরে শাদারা কালোদের দাস বানিয়ে রেখেছে। দাস হিসেবে ওরা কালোদের পছন্দ করে। কিন্তু তাদের মানুষ করার দায়িত্ব কখনও বোধ করেনি। কালোরা শাদাদের দাস হবে, এটাকে স্বাভাবিক বলে ভেবে এসেছে ওরা। এদিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে কালোদের মনেও এমন একটা বোধ ছাপ মেরে গেছে যে, শাদাদের দাস হবার জন্যেই ওদের জন্ম। এখনও মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা কালোদের মধ্যে তীব্রভাবে জেগেছে, তা বলা যাবে না। এদিকে দাসত্বপ্রথা আইনগতভাবে উচ্ছেদ হয়ে গেলেও শাদারা তাতে ক্ষুব্ধ এবং কালোরা অসহায় বোধ করছে। দাস্যভাব এবং হীনম্মন্যতা তাদের চিন্তা-চেতনায় রয়ে গেছে এখনও। আর এর জন্যে কালোদের এবার নিজের বিরুদ্ধেই সংগ্রামে নামতে হবে।

হাব ঠিকই উপলব্ধি করল, স্টিফেন আর ওর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্যটা এখানেই।

স্টিফেন আর ম্যাগির গলা শোনা যাচ্ছে। ম্যাগি হাসছে, খসখসে আমুদে হাসি। ওদিকে তাকাতে ইচ্ছে হলো না ওর, বিতৃষ্ণা বোধ করছে।

একটা ঘোড়া ডেকে উঠল ভীতস্বরে। জঙ্গলের সামনে করালের দিকে চাইল হাব, সাওলোকে দেখা যাচ্ছে। সাওলো করালে ঢুকল, মৃদুস্বরে কথা বলল ঘোড়াগুলোর সঙ্গে—ওদের শান্ত করল; তারপর বেরিয়ে এল। অ্যারোয়োর ওপর দিকে এগোল ও। স্টিফেন আর ম্যাগির পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখেও না-দেখার ভান করল। একটা উঁচু পাথর বেয়ে হাবের পাশে চলে এল। 'কী খবর?'

'এ পর্যন্ত ভাল,' বলল হাব। 'তবে মনে কোরো না যেন খারাপ হলে

তোমার কাছে লুকোব। ঘোড়াগুলোর কী হয়েছিল?'

'মরা ঘোড়াটার গন্ধ পাচ্ছে সম্ভবত। ফুলে ওঠার আগে ওটাকে ঢেকে দিতে হবে।' উঠে দাঁড়াল সাওলো। 'চারদিক ফর্সা হয়ে আসছে, হাব। পাহারার দরকারটা ঠিক এখনই।'

'মি. স্টেইভ, আপনি কি মনে করেন যে, অ্যাপাচিদের হাত থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ এখনও আছে?'

'যতক্ষণ পর্যন্ত ওদের নাগালের বাইরে থাকতে পারব, ততক্ষণ আছে। ওরা যদি অ্যারোয়োতে ঢুকতে পারে, তাহলে আর নেই। আমরা সবাই যদ্দূর সম্ভব নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি।' থামল সাওলো। 'কেবল হডসনের ওই মেয়েটা ছাড়া।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল হাব। তারপর বলল, 'আমি মনে হয় আমার দায়িত্ব পালন করতে পারছি না।'

'তুমি তোমার দায়িত্ব ঠিকভাবেই পালন করে যাচ্ছ, হাব।'

অনিশ্চিত দৃষ্টিতে নিজের হাতের রাইফেলটার দিকে চাইল হাব, যেন ভাবছে, ওটা দিয়ে আসলে কী করা হয়। 'আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি, মি. স্টেইভ। ওরা আক্রমণ করলে আমি হয়তো আতঙ্কে বেহুঁশ হয়ে যাব।'

'উঁহুঁ, মোটেই বেহুঁশ হবে না। তুমি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।'

'আপনি অত নিশ্চিত হলেন কী করে? আমি কেন যুদ্ধ করব? কার জন্যে? ওই শাদাদের বাঁচানোর জন্যে?'

'উঁহুঁ। কারও জন্যে নয়, তুমি নিজের জন্যে যুদ্ধ করবে।'

'আমার জন্যেই বা কেন?' হঠাৎ ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল হাব। 'আধা মানুষ হয়ে থাকার জন্যে? শাদা মানুষদের দেয়া স্বাধীনতার প্রহসন হয়ে থাকার জন্যে? ঈশ্বর! আমাকে ফের দাসত্বই দাও! সেখানে আর যা-ই থাক, অন্তত ভণ্ডামি নেই!'

সাওলো ধীর কণ্ঠে বলল, 'তোমার কথা আমি বুঝি, হাব। তুমি যা বলছ, তার সবই সত্য। আর এটা আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, একবারের জন্যে হলেও ঘাড় সোজা করে দাঁড়াও, লড়াই করো। মাথা নুয়ে সারাজীবন বেঁচে থাকার চেয়ে উঁচু করে এক মিনিট বেঁচে থাকাটা অনেকগুণে সম্মানের।'

'তুমি তো তা-ই করছ, তাই না?' বিদ্রূপের স্বরে বলল হাব। 'কিন্তু কই? তবুও তো অবজ্ঞার জ্বালা ঠিকই পোহাচ্ছ। আর তুমি তো নিজের চেষ্টায় বেঁচে থাকছ, ওদের সাহায্যে নয়।'

'ঠিক তাই।'

বিতৃষ্ণ হাসি হাসল হাব। 'কিন্তু আমি পারছি না, মি. স্টেইভ। আমি…'

হঠাৎ একটা হাত তুলে ওকে থামতে ইঙ্গিত দিল সাওলো। সতর্ক সে, উৎকর্ণ।

'কী-ক্বী হয়েছে?'

জবাব দিল না সাওলো। হাব পাথুরে ভূমির ওপর চোখ বুলাল দ্রুত। চারদিক পুরোপুরি ফর্সা এখন। আকাশ পরিষ্কার। দূরে সান্তা ক্যাটালিনার চুড়ো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সূর্য এখনও চুড়োর আড়ালে, তবে হলুদ-সোনালি আলোর আভাসে চকচক করছে চুড়ো।

একটা মৃদু শিসের শব্দ শোনা গেল। পাখি ডাকছে?

এক মুহূর্ত কিছু দেখা গেল না কোথাও কেবল পাথরখণ্ড আর বুনো ঝোপঝাড় ছাড়া। তারপর হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল মূর্তিগুলো। দ্রুত, ঝড়ের গতিতে ছুটে এল।

মরু প্রভাতের অলৌকিক নৈঃশব্দ্যকে শতধা বিভক্ত করে দিয়ে গর্জে উঠল সাওলোর রাইফেল। হাবের কানে তালা লেগে গেল। পেট চেপে ধরে গড়িয়ে পড়ল একজন অ্যাপাচি। গুলির শব্দে অ্যারোয়োর লোকেরা ছুটে এল। ওদের চোখে-মুখে ঘুমের রেশ, তবে হাতে রাইফেল। আবার গর্জে উঠল সাওলোর রাইফেল, ধূলিশয্যা নিল আরেক ইন্ডিয়ান কাটা কলাগাছের মত।

শাদারা নিজ নিজ পজিশনে চলে গেছে সবাই নিমেষেই। গতকালের অভিজ্ঞতা কাজ দিচ্ছে ওদের। আচমকা পেছনে গুলির শব্দে সচকিত হলো হাব। অ্যাপাচিদের অন্য দলটা এবার তেড়ে-ফুঁড়ে আসছে। দ্রুতবর্ষী উইনচেস্টারের একটানা গুলির শব্দে প্রভাতের সমাহিত ভাবটা ছিঁড়ে-ফেড়ে গেল।

কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল। গুলি লেগেছে।

আচমকা যেন বজ্রপাত ঘটল হাবের মস্তিষ্কে তীব্র আতঙ্কে ও নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল। মরিয়া হয়ে উঠল। রাইফেলটা তুলে ধরে ট্রিগারে টান দিল। রাইফেলের ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর শরীর। পাগলের মত গুলি করছে সে বিশেষ কোন টার্গেট ছাড়াই।

ওর সামনে সবকিছুই ঘটছে যেন স্বপ্নের মত; যেন চারদিকের ছড়ানো-ছিটানো পাথরখণ্ড, ঝোপঝাড়, অ্যাপাচি, গুলির শব্দ—এসবের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই—এবং স্বয়ং সেও গুলি চালাচ্ছে ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নের ভেতর। ওর চারদিক যেন ভূতুড়ে আলোয় আচ্ছন্ন, আর তার মধ্যে দিয়ে ভূতের মতই ছুটে আসছে অ্যাপাচিরা। কিন্তু এর পরেও সে জানে, ওদের কাউকে

অ্যারোয়োর-মুখের দিকে আসতে দেয়া যাবে না—একটাকেও না।

অ্যারোয়ো-মুখের দিকে একটা ফাটল লক্ষ্য করে দৌড়ে আসছিল একজন অ্যাপাচি। সাওলোকে ওদিকে ছুটতে দেখা গেল। ওর হাতের শার্পসটার ওঠা-নামা লক্ষ করল হাব। পরমুহূর্তে ফাটলের ছুটে আসতে-থাকা শত্রুর অভ্রভেদী চিৎকার কানে এল ওর। চার হাত-পায়ে আছড়ে পড়ল অ্যাপাচি শক্ত পাথুরে ভূমির ওপর।

সবকিছুই ঘটছে যেন স্বপ্নের মধ্যে। মানুষগুলো গুলি করছে এবং গুলি খেয়ে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে। ওর মনে হলো, ও যেন ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে, চারদিকের সব ঘটনার নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে।

অ্যারোয়ো-মুখে মানুষের নড়াচড়া সচেতন করল ওকে। একটা ইন্ডিয়ান। বাঁদরের মত ছোট ছোট লাফে ওর দিকে এগিয়ে আসছে।

রাইফেল ঘুরিয়ে ওকে টার্গেট করতে চাইল হাব। তার আগেই অ্যাপাচিটা ছোরা হাতে ওর ওপর এসে পড়ল। রাইফেল ফেলে দিয়ে বিহ্বলের মত ওকে জাপটে ধরল হাব। অ্যাপাচির গ্রিজ মাখানো দেহ থেকে কাঠ পোড়ানো ধোঁয়ার গন্ধ ওর নাকে ঝাপটা মারল। দু'জনেই একসাথে গড়িয়ে পড়ল ওরা, গড়াতে শুরু করল। পিচ্ছিল শরীর নিয়ে সুবিধা আদায় করতে চাইছে অ্যাপাচি। কোনওক্রমে কবজা করতে পারছে না ওকে হাব।

হঠাৎ গড়ানো বন্ধ করে দিল দু'জন একসাথে। হাব এখন ইন্ডিয়ানটার বুকের ওপর। ওর দু'হাত দৃঢ় মুষ্ঠিতে ধরে আছে অ্যাপাচির দু'হাত, ছুরি চালাতে পারছে না অ্যাপাচি। ওর আর অ্যাপাচির মুখের মধ্যে কয়েক ইঞ্চি মাত্র ফাঁক এখন, তীব্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে ইন্ডিয়ানটা।

ওপর দিকে ধাক্কা দিল অ্যাপাচি সর্ব শক্তিতে। হাবের মুষ্টি শিথিল হয়ে গেল। একহাত ছুটে গেল ওর, অন্য হাতটিও ছুটে যাবার উপক্রম হলো। ওকে ছেড়ে দিয়ে পাগলের মত পিছু হটল হাব, বেদিশের মত তাকাল এদিক-সেদিক।

বালির ওপর চকচকে জিনিসটা চোখে পড়ল ওর। সাওলোর গুলিতে নিহত অ্যাপাচির হাতে রয়েছে জিনিসটা। ছোট একটা কুড়োল।

পড়ি কি মরি করে ছুটে গিয়ে জিনিসটা আঁকড়ে ধরল হাব; হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল ওটা মৃত অ্যাপাচির শক্ত হয়ে আসা হাতের মুঠো থেকে। দু'হাতে হাতলটা আঁকড়ে ধরে সোজা হলো হাঁটুর ওপর। ছুটে আসছে অ্যাপাচি ছুরিহাতে।

সজোরে ছুঁড়ে দিল হাব কুড়োলটা।

মাঝপথে একবার পাক খেল ওটা, পরক্ষণেই ধেয়ে-আসা অ্যাপাচির

খুলিতে কোপ বসাল। মাংস এবং হাঁড় কাটার শব্দের সাথে মিলে গেল অ্যাপাচির জান্তব গোঙানি; মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল লোকটা, তারপর ধপ করে পড়ে গেল বালির ওপর।

মাথা নাড়ল হাব, টলছে ও। তাকাল চারদিকে। অ্যাপাচিদের আক্রমণের ধার কমে গেছে। দু'একটা গুলির শব্দ শোনা গেল এদিক-ওদিক; তারপর আচমকা থেমে গেল সব।

বসে পড়ল হাব। ওর প্রথম এলোপাতাড়ি গুলিতে নিহত হয়েছে আরেকজন অ্যাপাচি। পুরো ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে ওর কাছে। দু'জন মানুষকে ও-ই খুন করেছে!

চোখ তুলে চাইল হাব। সাওলো ওকে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখছে- আর কি আশ্চর্য! ওর সঙ্গে স্টিফেনও আছে!

পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল হাবের। চোখের সামনে দু'হাত মেলে ধরল, আবার মুঠো করল—খুলল আবার। 'ঈশ্বর!' মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। 'ঈশ্বর! এই তাহলে ব্যাপার! আমি একজন পুরুষের মতই লড়াই করেছি!'

এগারো

সাওলোদের পক্ষের একজন মারা গেছে লড়াইয়ে। ওয়াল্টার। মাথায় গুলি লেগেছিল ওর।

তবে একা মরেনি ঘাগু লড়িয়ে প্রাক্তন সৈনিক। নিজের পঁয়তাল্লিশ ক্যালিবারের বড় সার্ভিস রাইফেলের অব্যর্থ লক্ষ্যে অ্যাপাচিদের দু'জনকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। তবু ওয়াল্টারের মৃত্যুটা লড়াইয়ে সাওলোদের জন্যে বড় ধরনের ক্ষতি বলতে হবে।

এদিকে ইয়েটসও একজনকে হত্যা কিংবা মারাত্মকভাবে আহত করেছে। তিনটি দেহই সরিয়ে নিয়েছে অ্যাপাচিরা; কেবল দেহগুলোর পতনের জায়গায় রক্তের দাগ ছাড়া একটু আগে হয়ে-যাওয়া মরণপণ লড়াইয়ের কোনও চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই কোথাও।

সূর্য এখন আরও ওপরে উঠে এসেছে।

কবর খোঁড়ার উপযোগী যন্ত্রপাতি নেই ওদের সঙ্গে। তবু হাত দিয়ে নরম বালি খুঁড়ে যতটা সম্ভব বালিচাপা দিল ওরা ওয়াল্টারকে, সাওলো আর হাবের হাতে নিহত লাশ তিনটে এবং মৃত ঘোড়াটাকেও। ফুলে ফেঁপে ওঠা

মৃত ঘোড়ার দেহ থেকে বিকট গন্ধ ছড়ানো বন্ধ হওয়ায় শান্ত হলো জীবিত ঘোড়াগুলো।

বিশ্রাম নিতে একটা বড়সড় পাথরের ছায়ায় বসল ওরা। মেলোডি পাহারার দায়িত্বে থাকল। অবশ্য সাওলোও সতর্ক রইল।

সবচে' নিচের ট্যাংক থেকে ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে আনল সে। ওপরের ট্যাংকগুলোর পানি প্রচণ্ড তাপে এবং তাদের এতগুলো মানুষের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে দর্শনীয়ভাবে কমে এসেছে গত চব্বিশ ঘণ্টায়। ঘোড়াগুলোর অবশ্য খাবারের অভাব হচ্ছে না। মনের সুখে মেস্কিট পাতা আর গ্যালেটা ঘাস চিবুচ্ছে ওরা। তবে নিজেদের খাবারের যোগান নিয়ে উদ্বিগ্ন সাওলো। ফাঁদে তিতির পড়া কমে গেছে আগের চেয়ে; সতর্ক হয়ে গেছে পাখিগুলো।

পানির উৎস অফুরন্ত নয়; খাদ্য সমস্যা ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার আশঙ্কা। অ্যাপাচিদের অনুকরণে তীর-ধনুক বানিয়ে নিল সাওলো। এটা একটা চমৎকার অস্ত্র! অ্যাপাচিদের মনোযোগ আকর্ষণ না-করে নিঃশব্দে শিকারের জন্যে দারুণ উপযোগী। প্রচুর বুনো বিগহর্ন মেষ ট্যাংকে পানি খেতে আসে। কাছেই···সম্ভবত উঁচু রিজগুলোর কোথাও···থাকে ওগুলো। উত্তরের পাহাড়ী বিগহর্নের চেয়ে ভিন্ন প্রজাতির এগুলো। মারতে পারলে খাদ্য সমস্যার মোটামুটি সমাধান হবে।

'আমাদের খাবারে টান পড়ে যাবে,' ঘোষণা করল সাওলো। 'পাখিগুলো চালাক হয়ে গেছে, ফাঁদে পড়তে চাইছে না।' হাত উঁচিয়ে দূরের রিজগুলোর দিকে দেখাল সে। 'ওখানে কিছু বিগহর্ন আছে। সন্ধের দিকে গিয়ে ওখান থেকে একটা মারার চেষ্টা করব আমি।'

'তাই নাকি!' টিটকারি মারল স্টিফেন। 'সম্ভবত ওটাই তোমার সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা হবে!'

'গাধার মত কথা বোলো না। আমি ঠিকই ফিরব।' স্টিফেন কতটুকু ওজনের মানুষ, জেনে গেছে সাওলো; পাত্তা দিল না ওকে।

'আমাদের সবার একত্রে যাওয়াটাই সম্ভবত ভাল হবে। ঘোড়া নিয়ে যাব আমরা। আসল কথা হলো, অ্যাপাচিরা তোমাকে একা পেয়ে যেতে পারে। আর হারাবার মত প্রচুর লোক আমাদের নেই।'

'উহুঁ,' ইয়েটসের সঙ্গে একমত হলো না সাওলো। 'আমাদের লোকসংখ্যার তুলনায় ঘোড়া কম। তিনটে মাত্র। তিনজন তিনটে ঘোড়া নিয়ে গেলে বাকি যারা থাকবে, এক ঘণ্টাও টিকতে পারবে না ওরা কুরিয়াপোর সামনে।'

'আমার কাছে একটা বুদ্ধি আছে,' স্টিফেন বলল। ওর বলার ভঙ্গিটা

এতই জরুরী শোনাল যে, সবাই এক সাথে ওর মুখের দিকে চাইল। ও বলে চলল, 'ধরো, স্টেইভ, তুমি একটা ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে গেলে। এখন কুরিয়াপো যদি সত্যি সত্যি তোমাকেই চায়, তাহলে তুমি আমাদের সাথে নেই—এটা জানার পর সবকিছু বাদ দিয়ে তোমার পেছন পেছন ছুটবে। এদিকে তোমার পালানোর ব্যাপারটা ওরা টের পাবার আগে অনেক দূর চলে যেতে পারবে তুমি। কী বলো? চমৎকার বুদ্ধিটা, না?'

'না। তোমার হিসেবে দুটো জিনিস ভুল হয়েছে। প্রথমত, কুরিয়াপো চাইলেও এখন আর তোমাদের ছেড়ে দিতে পারবে না। ওর লোকেরা তা মানবে না। তোমাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে প্রচুর বন্ধু বান্ধব হারিয়েছে ওরা। এটা ওদের অহমিকায় ঘা দিয়েছে। ওরা এখন আগের চেয়ে সতর্ক। তোমাদের মধ্যে একজন বেঁচে থাকলেও ওরা এখান থেকে নড়বে না।'

ঠাণ্ডা, হাড়-জ্বালানো হাসি হাসল স্টিফেন। 'আর বাকিটা?'

'বাকিটা হলো,' হাসল সাওলো নিজেও, 'আমি আত্মহত্যা করতে মোটেই আগ্রহী নই। তুমি আমাকে তা-ই করতে বলছ।'

'এটা একটা সুযোগ,' যেন নিজেকে শোনাল স্টিফেন; তারপর তাকাল সাওলোর দিকে। 'সুযোগটা তাহলে আমিই নিচ্ছি।' হোলস্টারে ছোবল বসাল ওর হাত, পিস্তল বের করে উঁচিয়ে ধরল। 'তা হলে এই হলো কথা। মি. দোআঁশলা, আমিই যাচ্ছি।'

কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠল অ্যাম্বারগো। 'বে ঘোড়াটা, মিস্টার! এখনও তোমার জন্যে তৈরি।'

'ওটাই নিচ্ছি আমি।' ইয়েটসের দিকে চাইল স্টিফেন। 'ঘোড়াটা নিয়ে আসো শিগ্‌গির।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ইয়েটস। 'ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে দেখো, স্টিফেন। মনে হয়, স্টেইভ ভুল বলেনি। ওর কথা মেনে না-চলার কারণ এখনও ঘটেনি।'

'জাহান্নামে যাক ও। ওর কথা তুমিও শুনেছ। অ্যাপাচিরা আমাদের কাউকে ছাড়বে না। ওরা আক্রমণ না-করলে হয়তো আমরা টিকে থাকব। কিন্তু তাতে কী লাভ, এখানে এই হতচ্ছাড়া জায়গাটায় রোদে পুড়ে ভাজা ভাজা হওয়া ছাড়া?'

'যে পানি আছে,' সাওলো বোঝানোর ভঙ্গিতে বলল, 'তাতে আরও কিছুদিন চলবে। ইতোমধ্যে দু'একটা বিগহর্ন মেরে খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পারব আমরা। মোদ্দা কথা হলো, এতে ভেবে-চিন্তে উপায় বের করার একটা সুযোগ নিশ্চয় পেয়ে যাব।'

'ভাবো তুমি যদ্দিন ইচ্ছে!' বিদ্রূপের স্বরে বলল স্টিফেন। 'আমি এখনই ভাগছি। কই, ইয়েটস? পিস্তল নাড়াল ও, 'ঘোড়াটা এনে স্যাডল চাপিয়ে দিতে বললাম না?'

হাত উল্টে হতাশার ভঙ্গি করল ইয়েটস। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল বে'র উদ্দেশে।

সবার দিকে চোখ রাখা যায়, এমন সুবিধাজনক জায়গায় দাঁড়িয়েছে স্টিফেন, তবে ওর চোখ সাওলোর ওপর। এক মুহূর্তের জন্যেও নড়ছে না। গুলি করার ছুতো খুঁজছে ও, বুঝতে পারল সাওলো।

বসা থেকে উঠে দাঁড়াল হাব।

'তোমার আবার কী হলো?' খেঁকিয়ে উঠল স্টিফেন।

'পায়ে খিল ধরে গেছে, স্যার,' বিনীত কণ্ঠে জানাল হাব।

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো, গাধা কোথাকার! একদম নড়বে না।'

বে'র পিঠে স্যাডল চাপিয়ে ধীরে ধীরে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল ইয়েটস। লাগামটা ধরিয়ে দিল স্টিফেনের হাতে। ফোঁৎ করে শ্বাস ছাড়ল ঘোড়াটা, মাথা নাড়ল। কিলবিল করে উঠল ওর ঘাড়ের পেশীগুলো। ওটার চওড়া বুক, শক্তিশালী কাঁধ আর লম্বা, শক্ত পা দেখে সাওলো অনুমান করল, খোলা জায়গায় দৌড়ে এর জুড়ি মেলা ভার হলেও, পাথুরে রুক্ষ এলাকায় খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না। আর এটার আরোহী হবে ভেদ করার জন্যে চমৎকার টার্গেট।

ব্যস্ত সমস্ত ভঙ্গিতে ঘোড়ার পাশে গেল স্টিফেন। রেকাবে এক পা রেখে সাবলীল ভঙ্গিতে চড়ল ওটার পিঠে; ওর হাতের পিস্তল একচুলও নড়ল না ওদের ওপর থেকে।

হাসল সে। 'তোমাদের গুডবাই জানাচ্ছি ভাইয়েরা। তবে বেশি সময়ের জন্যে নয়। যত শীঘ্র সম্ভব সাহায্য নিয়ে ফিরব আমি।'

'হাহ্!' হাসল অ্যাম্বারগো। 'নরক থেকে খুব বেশি সাহায্য তুমি আনতে পারবে না!'

অশ্বারোহীর দিকে ধীরে ধীরে এগোল সাওলো, বে'র ডানপাশে গিয়ে দাঁড়াল। স্টিফেন ধারাল গলায় বলল, 'বাস, যথেষ্ট এগিয়েছ, ব্রীড!'

সাওলো মৃদু কণ্ঠে বলল, 'যেয়ো না, মি. স্টিফেন। কেন অনর্থক মরতে চাইছ?'

'খ্যাক' করে উঠে ওকে জাহান্নামে যেতে বলল স্টিফেন।

একপা পিছু হটল সাওলো, সেই সাথে আর এক পাশে সরে গেল। স্টিফেনকে বিরক্ত করে ওর মনোযোগে চিড় ধরাতে চাইছে সে।

'নোড়ো না বলছি, স্টেইভ! কানে শোনো না?' ধমকে উঠল স্টিফেন।

মনোযোগে চিড় ধরল স্টিফেনের। হাবের জন্যে এটুকুই যথেষ্ট সময় বলে আশা করল সাওলো।

ওর আশা বৃথা গেল না। একটুও ইতস্তত করল না হাব। বিশাল শরীর নিয়ে পলকে চলে এল স্টিফেনের পেছনে ঘোড়ার কাছে। লম্বা দু'হাতে স্টিফেনের পিস্তল ধরা হাতের বাহু আর কোমর আঁকড়ে ধরল। স্টিফেন প্রস্তুত ছিল না এর জন্যে। আচমকা আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ল। পিস্তলের বাড়ি লাগাল ও হাবের কাঁধে। প্রচণ্ড আঘাতে গুঙিয়ে উঠল হাব, তবে হ্যাঁচকা টানে স্যাডল থেকে নামিয়ে আনল স্টিফেনকে। একটা শিশুর মত তুলে ধরে একহাতে ওর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল, তারপর ছুঁড়ে ফেলল ওকে বালিতে।

নাক থেকে রক্ত আর ধুলো-বালি মুছতে মুছতে উঠে বসল স্টিফেন। রাগে দাঁতে দাঁত ঘষছে। 'তোমাকে আমি খুন করব, স্যাম্বো!'

'শুনে খুশি হলাম!' দাঁত বের করল হাব। 'আশা করি পিস্তল ছাড়াই ওটা পারবে!'

পিস্তলটা নিয়ে লোফালুফি করল হাব বার দুয়েক, তারপর ওটাকে ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দিল।

উত্তপ্ত সূর্য সারাদিন অ্যারোয়োতে আগুন ছড়াল। সময় কাটতে লাগল ধীর, অসহনীয় ধীর গতিতে। ডেপুটি শেরিফ জিমি গ্যানোর অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ওর শরীর। সীমান্ত এলাকার স্প্যানিশ ভাষায় এক নাগাড়ে প্রলাপ বকছে সে। মাঝে-মধ্যে ক্যাথারিনা বলে একজন মহিলার নাম উচ্চারণ করছে। ওর বউ হবে সম্ভবত, ভাবল সাওলো। শেষ পেটিকোটটা ছিঁড়ে তৃতীয়বারের মত ওর ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল মেলোডি পুরানো রক্তে ভেজা ব্যান্ডেজ পাল্টে। তবে, সাওলো বুঝতে পারছে, ডাক্তারের হেফাজতে নিতে না পারলে ডেপুটি শেরিফ আর একদিনও টিকবে না।

আকাশ-মাটি দাউ-দাউ করে জ্বলছে মরু-মধ্যাহ্নের ঝাঁঝাল হলুদ রোদে। চারদিকে খাঁ-খাঁ করছে নৈঃশব্দ্য। এরই মধ্যে কোথাও না কোথাও অ্যাপাচিদের ভয়ঙ্কর অস্তিত্ব নৈঃশব্দ্যকে আরও ভয়াবহ করে তুলছে। পাথরের আড়ালে উত্তপ্ত ছায়ায় শুয়ে দর দর করে ঘামছে সবাই; চুপচাপ, কথা বলার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে ওরা আতঙ্ক আর অবসাদে।

তবে সাওলোর অবস্থা ততটা ভয়াবহ নয়। সারাক্ষণই চোখ-কান খোলা

রয়েছে ওর। অ্যারোয়োর ভেতরের উত্তপ্ত বদ্ধ বাতাস আর চামড়া-জ্বালানো রোদ সেদ্ধ করে দিচ্ছে ওকে, তবু ওর অ্যাপাচি সুলভ সহিষ্ণুতা আর প্রশিক্ষণ ওকে ঠিক থাকতে সাহায্য করছে। নিজের সঙ্গীদের দিকেও তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ও। তীব্র তাপ, দুশ্চিন্তা এবং আতঙ্কে পাগলামি দেখা দিতে পারে-কিছু একটা করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে অনেকে; অন্যের প্রতি সহানুভূতি কিংবা দায়িত্ববোধ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তখন। সাওলো জানে, ওদের মধ্যে কেউ যদি ওই ধরনের সমস্যায় আক্রান্ত হয়, তাহলে পুরো দলেরই বিপদ ঘটতে পারে। ও তাই সতর্ক। কিন্তু ওর সমস্ত সতর্কতাকে অনাবশ্যক প্রমাণ করে দিল দলটা। ওরকম কিছু করার শক্তিও কারও আছে বলে মনে হচ্ছে না। নির্জীব হয়ে পড়ে আছে সবাই। এমন কী, ম্যাগি পর্যন্ত ওর পাগলামি বাদ দিয়ে চুপচাপ মড়ার মত শুয়ে আছে এক পাশে।

তবে হাবের অবস্থা ভিন্ন। ওদের মধ্যে ব্যতিক্রম কেবল সে-ই। নিজের সাহসের প্রমাণ পেয়ে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে ওর। চোখ-কান সতর্ক রয়েছে তারও। মাঝে-মধ্যে সাওলোকে বিশ্রাম দিচ্ছে সে পাহারার দায়িত্ব থেকে।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তীব্র হলুদ রোদ ক্রমশ লাল হয়ে উঠছে, বিশাল মরুভূমির বুকে নামছে ধীরে ধীরে সন্ধের ছায়া। দুপুরের প্রচণ্ড তাপ কমে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে বাতাস।

কুরিয়াপোর কথা ভাবছে সাওলো। ওর জন্যে একটি মাত্র বুলেট খরচ করবে ও। কিন্তু তার আগে ওকে পেতে হবে নাগালে; রাইফেলের সাইটে কিংবা পিস্তলের আওতায়। ওকে মারলেই যে ওদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে, এমন মনে করে না ও। অবশ্য নেতার মৃত্যুর পরে তা-ই হওয়া উচিত। কিন্তু, সাওলো জানে, তা হবে না। এখনকার অবস্থা ভিন্ন। নিজেদের পক্ষের প্রচুর লোকক্ষয়ের পর বেপরোয়া হয়ে উঠেছে অ্যাপাচিরা। চরম প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা ওরা করবে।

আজ রাতে বিগহর্ন শিকারে যাবার কথা ভাবল সাওলো। খাবার ফুরিয়েছে ওদের। অবিলম্বে খাবার চাই। দু'একটাকে মেরে আনা ছাড়া খাবার সংগ্রহের আর কোনও পথ নেই। কাজটা ওকেই করতে হবে। অন্য কাউকে পাঠানোর ঝুঁকি নেয়া যাবে না। ওদের সামান্য ভুল পুরো দলের জন্যে বিপদ ডেকে আনতে পারে।

কিন্তু এ-অবস্থায় অনন্তকাল থাকা যাবে না। এ থেকে মুক্তি পাবার রাস্তা বের করতে হবে—এবং তা খুব দ্রুত।

সন্ধের আবছা অন্ধকারে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। কাছে আসতে চেনা গেল ওকে। মেলোডি। ওর হাতে কার্পেটব্যাগ। সাওলোর

কাছে এসে দাঁড়াল মেলোডি, ওর দিকে তাকাল। কথা বলল না, একটু হেসে চলতে শুরু করল ফের; ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রায়ান্ধকার মরুভূমির দিকে তাকাল সাওলো। ওখানে বিশাল নির্জনতা ক্রমে রহস্যময় রূপ ধারণ করছে। আগের ভাবনায় ফিরে যেতে চাইল সে, কিন্তু ওর কানে জল নড়ার ক্ষীণ শব্দ এসে ঢুকল। মনোযোগ নষ্ট হলো ওর। পাথরের ওপর থেকে নেমে ঝোপের দিকে এগোল সেও। গতকাল যেখানে মেলোডির সঙ্গে কথা বলেছিল, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল।

ঝোপের ফাঁকে মেলোডিকে পানির ধারে পাথরের ওপর বসে থাকতে দেখা গেল। মেলোডির লম্বা শাদা পা দুটো নগ্ন। বুট আর মোজা খুলে এক পাশে রাখা। পা ধুচ্ছে মেয়েটি। ওর চুল খোলা, কাঁধের ওপর ছড়ানো।

সাওলোর উপস্থিতি ঠিকই বুঝতে পারল মেলোডি। সন্ধের আলো-আঁধারিতে সোনালি চুলে কাঁপন তুলে ঘাড় ফেরাল। 'হ্যালো!'

ধীরে ধীরে উঠে সাওলোর কাছে চলে এল ও। স্বল্পালোকে মেয়েটির চোখের রহস্যময় দৃষ্টি অনুভব করল সাওলো। 'স্টেইভ!...তুমি কি এক্ষুণি যাচ্ছ?'

'না। রাত নামুক আগে।'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকল মেলোডি। চোখে কিছুটা উদ্বেগ।

সন্ধের আবছা অন্ধকার ঝোপের ভেতর অদ্ভুত এক মায়াজালের সৃষ্টি করেছে। চারদিকে প্রকৃতির একান্ত নিজস্ব শব্দ ছাড়া আর সব কিছু নীরব। একে অন্যের দিকে চেয়ে থাকল ওরা দীর্ঘ সময়। তারপর মেলোডি এগোল। মিশে গেল সাওলোর বুকের সঙ্গে। ওর নরম বুকের উষ্ণতা অনুভব করল সাওলো, শিউরে উঠল। পরক্ষণেই মুখের ওপর মেলোডির নিঃশ্বাস টের পেল। কিছু বুঝে ওঠার আগে মেলোডি চুমু খেল ওকে। কেঁপে উঠল সাওলোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সাড়া দিল সে নিজেও। তারপর দু'জনের অগোচরে শব্দহীন দীর্ঘ অনেকগুলো মুহূর্ত কেটে গেল।

ইয়েটস, হাব আর স্টিফেনকে পাহারার দায়িত্বে রেখে সাওলো স্টেইভ যখন অ্যারোয়ো থেকে বেরোল, তখন মধ্যরাত। লুক আউট পোস্টে ইয়েটস এবং এর দু'দিকে হাব আর স্টিফেন তাদের অবস্থান নিল।

সাপের মত এঁকেবেঁকে ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল সাওলো। বাকস্কিনের তূণ আর মেস্কিট ডালের ধনুক ওর পিঠের সঙ্গে বাঁধা। ঝোপঝাড়ের ভেতর চলতে অসুবিধে হচ্ছে, তবে আগে থেকে এ ধরনের চলাফেরায় অভ্যস্ত বলে বেশি বেগ পেতে হলো না ওকে।

প্রায় নিঃশব্দে সামনে এগিয়ে যেতে পারছে ও।

সাওলো জানে, এসব ঝোপঝাড়ের ভেতর কোথাও লুকিয়ে আছে অ্যাপাচিরা। প্রতি এক গজ অন্তর থামছে সে, পুরো এক মুহূর্ত অপেক্ষা করছে অস্বাভাবিক কোনও শব্দ শোনার আশায়। অন্ধকার ওকে সাহায্য করছে, তবে অসুবিধে হলো, ও নিজেও বেশিদূর দেখতে পাচ্ছে না। মরুর আকাশে এক চিলতে হলুদ পনিরের মত ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের আলো; সামান্য আলো কোনওমতে চারদিকের ছড়ানো-ছিটানো পাথরগুলোকে দৃশ্যমান করে তুলেছে।

প্রায় আধঘণ্টায় বড় জোর পঞ্চাশ গজ পেরোল সাওলো। অ্যাপাচিদের সঠিক অবস্থান অনুমান করার কোনও উপায় নেই। তবে এটা নিশ্চিত যে, ওরা আছে কাছে-পিঠে কোথাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

চলতে চলতে আচমকা থেমে গেল সাওলো। কান পাতল। একটা ক্ষীণ নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়েছে ও। ডানপাশে একটা ভূতুড়ে ছায়ামূর্তি দেখা গেল মুহূর্তের জন্যে, পরক্ষণেই মিলিয়ে গেল ওটা। পরবর্তী পদক্ষেপ নেবার আগে প্রায় পাঁচ মিনিট নিঃসাড় পড়ে রইল ও নিজের জায়গায়। পরের ক'টা মিনিট ঘোড়ার পা আছড়ানোর শব্দ শুনল। অ্যাপাচিদের খুব কাছে এসে পড়েছে ও, বুঝতে পারল।

একঘণ্টা পেরিয়ে গেল। অ্যারোয়ো পেছনে রেখে অনেকদূর চলে এসেছে সাওলো। অ্যাপাচিরা ওর উপস্থিতি টের পায়নি। উঠে দাঁড়াল সে। মাথা নিচু করে ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে সামনে এগোল আরও কিছুক্ষণ। তারপর নিশ্চিন্ত হলো। অ্যাপাচিদের অনেক পেছনে ফেলে এসেছে ও। শিকারের দিকে এবার পূর্ণ মনোযোগ দিল সাওলো।

ক্ষীণ একটা শব্দ শোনা গেল কোথাও; ঘাস চিবানোর শব্দ। চারদিকে তাকাল ও। কিছু দেখা যাচ্ছে না। বাতাসের গতি বোঝার চেষ্টা করল। মেস্কিট ডালের তৈরি ধনুক ওর হাতে, তূণ থেকে তীর বের করে ধনুকে জুড়ল ও। সাবধানে এগোল সামনের দিকে; একটা গাছকে পাশ কাটাল যথেষ্ট ফাঁক রেখে। ওর দৃষ্টিপথে বাধা হয়েছিল ওটা এতক্ষণ। ফাঁকা জায়গায় এসে সামনের উঁচু-নিচু ভূমির পুরোটাই দেখতে পেল সে।

হঠাৎ থেমে গেল শব্দটা। নিজের জায়গায় জমে গেল সাওলো। ঘাস চিবোনোয় ব্যস্ত জন্তুটাও নিশ্চয় কিছু একটা টের পেয়েছে। অপেক্ষা করল সে; আশা করছে, বিগহর্নটা ওর জায়গা থেকে নড়বে এবং ওর চোখে পড়বে। আপাতত চুপচাপ থাকাই দরকার মনে করছে সাওলো। ছোটকাল থেকে এ ধরনের শিকারে অভ্যস্ত নয় ও, তবু ও জানে, ধৈর্য ধরা এবং শান্ত

থাকাই একজন শিকারীর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য। তাকে প্রধানত যেটা মেনে চলতে হয়, তা হচ্ছে অপেক্ষা করা এবং তৈরি থাকা।

চুপচাপ কেটে গেল আরও কিছু সময়। হঠাৎ পেছনে আরেকটা শব্দে সচকিত হলো সাওলো। ওদিকে মনোযোগ দিল ও। হয়তো, ভাবল, ছোট কোনও প্রাণী—তবে অন্য কিছু হওয়াটাও বিচিত্র নয়।

সামনে ঘাস চিবোনোর শব্দ শোনা যাচ্ছে আবার। একটা সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছে না সাওলো। অ্যাপাচিরা হয়তো ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে এবং···কিন্তু সম্ভাবনাটায় পুরোপুরি সায়ও দিল না সে। ওরকম হলে এতক্ষণে সাজ সাজ রব পড়ে যেত ওদের মধ্যে। তবে ওদের কেউ যদি একা বাহবা কুড়োতে চায়, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

তবে সাওলোর ভয় ওর শিকারকে নিয়ে। আচমকা শব্দে পালিয়ে যেতে পারে ওটা লেজ তুলে। আশার কথা, জন্তুটা সন্দেহ কাটিয়ে উঠে চরছে এখন নিশ্চিন্ত মনে। মাঝে-মধ্যে পাথরে ওর খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

একটু পরে খাওয়া শেষ করল জন্তুটা। পাথুরে ভূমিতে ওর চলার শব্দ শোনা গেল। পেট পুরে খেয়ে-দেয়ে ঘরে ফেরার মতলব করছে ব্যাটা। আনমনে হাসল সাওলো, তাকিয়ে রইল। জন্তুটার পায়ের শব্দে বুঝতে পেরেছে সামনে কোথাও পাথরের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরোবে ওটা; তখন দেখা যাবে পুরোপুরি।

উবু হয়ে বসল সে। তীর-ধনুক বাগিয়ে তৈরি। হঠাৎই দেখা গেল মেষটাকে। একটা অগভীর জায়গা পেরোচ্ছে। থামল জন্তুটা, বাঁকা শিঙদুটো নাড়াল। ধনুকের ছিলায় টান দিল সাওলো তীর বরাবর তাকিয়ে।

ঠিক সে মুহূর্তে ওর পেছনে শোনা গেল শব্দটা আবার। একমুহূর্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল ও। এখনই তীর ছুঁড়তে হবে, নয়তো ঘুরে পেছনে ফিরে সম্ভাব্য শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।

তীর ছুঁড়ে দিল সে। শিকারীর সহজাত বোধ থেকে বুঝতে পারল, তীরটা জন্তুটার কাঁধের মাংসে গেঁথেছে। প্রায় একগজ লম্বা একটা লাফ দিল মেষটা, গড়িয়ে গেল; একটা পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটল ওর শক্ত শিঙজোড়ার।

অর্ধবৃত্তাকারে পেছনে ঘুরতে শুরু করল সাওলো, আরেকটা তীর বের করে ততক্ষণে ধনুকে জুড়ে ফেলেছে প্রায়। তীক্ষ্ণ চোখে ঝোপের দিকে তাকাল। ওর এখনও ধারণা, বুনো কোনও জন্তুর শব্দ ওটা, তবে ততটা নিশ্চিত বোধ করছে না। অবশ্য এটাও ঠিক, ভাবল ও, অনেক সময় আকস্মিক কোনও শব্দকে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে স্নায়বিক উত্তেজনার

কারণে।

সামনে এগোল। একটা ঢালু জায়গায় এসে দাঁড়াল। সামনে দুটো পাথরের বোল্ডারের ফাঁকে মৃত পশুটাকে দেখতে পেল। পশুটার কাছে চলে গেল সে। চাঁদের ক্ষীণালোকেও ওটার শাদা লোম চকচক করছে। ছুরি বের করল ও। মৃতদেহটাকে পাথরের মাঝখান থেকে বের করে এনে খোলা জায়গায় রাখল। তারপর নিচু হয়ে ওটার নাড়ীভুঁড়ি আর চামড়া ছাড়ানোর উদ্যোগ নিল। কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে, এমন সময়ে শব্দটা ফের শুনল।

শব্দটার ব্যাপারে পুরো মনোযোগ দিতে পারল এবার সাওলো। একটা পায়ের শব্দ; ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে হাঁটছে একটা মানুষ। চট করে কাছের বড় পাথরটার আড়ালে চলে গেল ও। হামাগুড়ি দিয়ে পাথরের পাশ থেকে সামনে চোখ বুলাল। একটা কিছুর নড়াচড়া চোখে পড়ল ওর। মানুষটা হেঁটে আসছে সরাসরি ওর দিকে। লুকোচুরির কোনও ভাব নেই ওর মধ্যে। অপেক্ষা করতে লাগল সে রক্তমাখা ছোরা হাতে। অবাক হয়েছে, লোকটা পাগল নাকি মাথা খারাপ!

একটা গোলাকার পাথরের পাশে চলে এল লোকটা। একজন অ্যাপাচি। লাফ দিল সাওলো ওকে লক্ষ্য করে। বাউলি কেটে সরে গেল লোকটা। শেষ মুহূর্তে ওর একটা কবজি চেপে ধরল সে। পরক্ষণে ওর ছোরা-ধরা হাত লোকটার শক্ত মুঠোর ভেতর ধরা পড়ল। দু'জনে জড়াজড়ি করতে করতে নিচের ভূমিতে পাথরের পাশে গড়িয়ে পড়ল।

আচমকা ওর নাম ধরে ডাকল লোকটা, 'সাওলো!'

ছোরা-ধরা হাতটা লোকটার মাথার ওপর তুলে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছিল সে পূর্ণ শক্তিতে। ঢিল দিয়ে সরিয়ে আনল হাতটা। ওকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'আঙ্কেল!'

উঠে দাঁড়াল আঙ্কেল নিজেও। শীর্ণকায়; শুকনো, দড়ির মত পাকানো পেশী লোকটার। মুখে রঙের হালকা প্রলেপ। 'আমার মনে হয়, কিছু কিছু জিনিস তুমি ভুলে গেছ, ভাতিজা! হয়তো আমার শেখানোর দোষ সেটা।' ওর কণ্ঠে বিদ্রূপ।

সাওলো হাসল। 'কিংবা হয়তো তুমি চমৎকার শিক্ষাই দিয়েছিলে। ওটা যে তুমি আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম।' হুল ফোটাল সেও।

'ভাল,' বিরসকণ্ঠে মন্তব্য করল আঙ্কেল নেপুতে।

'পিছু নিয়েছিলে তাই না? গুলি খেতে পারতে তুমি।'

বালির ওপর বসে পড়ল নেপুতে। সাওলো নিজেও বসল। 'তোমার ওই

ফালতু তীরকে ফাঁকি দেয়া আমার জন্যে ডালভাত। ধনুকে তুমি আগেও দুর্বল ছিলে, ব্যাটা।'

'বুড়ো মেয়েমানুষদের মত ফালতু বকবক কোরো না তো!' বিরক্ত হলো সাওলো। ইঙ্গিতে মেষটাকে দেখাল ও। 'ওটাকে তীর ছুঁড়েই ঘায়েল করেছি আমি।'

'একটা বাঁকা লাঠি হাতে পেলে বাচ্চারাও মারতে পারবে ওটাকে।' লম্বা একটা হাত বাড়িয়ে সাওলোর হাঁটু ছুঁলো বুড়ো। 'ঠাট্টা করলাম। আসলে আমি একটা সুযোগ নিয়েছি তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। জানতাম, শিকারে তুমি রাইফেল ব্যবহার করবে না।'

অসংখ্য ভাঁজে-ভুঁজে ভরা বুড়ো লোকটার বয়সী মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সাওলো: এই লোকটা ওর শিক্ষক, বন্ধুও ছিল বটে। 'তুমি জানতে যে, ওটা আমি?'

'তো কী?' অবাক দৃষ্টিতে চাইল বুড়ো। ঠোঁট ওল্টাল। 'শাদাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, একজন অ্যাপাচির মতই নির্ভয়ে অ্যাপাচিদের পাশ কাটিয়ে যেতে পারে সাপের মত নিঃশব্দে?' বাম হাতে একমুঠো বালু নিয়ে ডানহাতের তালুতে ঢালল বুড়ো। 'হয়তো বোকামি করে ফেলেছি। কিন্তু তোমার সাথে আমার কথা আছে।'

'আমার সাথে তোমার কী কথা?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল বুড়ো। অভিযোগের স্বরে বলল, 'তুমি শাদা-চোখোদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছ!'

'এটা আমার আর কুরিয়াপোর ব্যাপার!' সাওলোর গলায় রাগ।

'জানি।' আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালু ফেলতে লাগল বুড়ো। 'তবে তুমি যতটা না শ্বেতাঙ্গ, তারচে' অনেক বেশি অ্যাপাচি, ব্যাটা!'

'আমি দু'দিকেই সমান।'

'অ্যাপাচির ভাগই বেশি তোমার মধ্যে। অনেক আগে ওটা লক্ষ করেছি আমি।'

সাওলো পরিহাসের হাসি হাসল। ও রক্তের বঁধন কেটেছে, অ্যাপাচিদের হত্যা করেছে। অবশ্য এতে কোনও বিদ্বেষ কিংবা ঘৃণা ছিল না। তবু সে হত্যা করেছে, এটাই হলো কথা।

দু'জনের মধ্যে নীরব কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। ওদের নীরবতাকে ব্যঙ্গ করেই যেন একটা প্যাঁচা রাতের নৈঃশব্দ্যকে ছিঁড়ে-ফেড়ে দিয়ে ডেকে উঠল কোথাও। বুড়ো ওর দিকে তাকিয়ে নিচের দিকে চাইল আবার। 'মাঝে-মধ্যে ভাবি, এ সবের কোনও অর্থ নেই। কিন্তু···কিন্তু জীবনটা খুব খারাপ

নয়, ব্যাটা। বেঁচে থাকাটা আনন্দের। এর মধ্যে আমাদের যুদ্ধ করে যেতে হয়। আমরা পুরুষ তো!'

'কিন্তু তুমি তো কোনওদিনই যুদ্ধ পছন্দ করোনি, আঙ্কেল?'

'তাতে কী আসে যায়? আমার পছন্দ-অপছন্দের কতই বা আর দাম? যৌবনে অনেক কিছু ভাবতাম, সেগুলো প্রকাশও করতাম। ওরা আমাকে মেয়েমানুষ বলে খ্যাপাত। এর পরেও আমি লড়াই করতাম।'

'কিন্তু লড়াই করেও তুমি শান্তির কথা বলতে, তাই না?'

'তোমার বাবা আমার কথা শুনত না। দাঁড়াও, ব্যাটা! তোমার জ্বালা আমি বুঝি, ও তোমাকে ছেলে বলে স্বীকার করে না। কিন্তু তবু তুমি ওর ছেলে। শাদা চামড়াদের দেয়া হুইস্কি যখন ওর পেটের বারোটা বাজাল, তখনই চৈতন্য হলো ওর। এখন ও কুরিয়াপোর জন্যে চিন্তিত। আমাকে পাঠিয়েছে ওকে এ-পথ থেকে ফেরানোর জন্যে। পাগলামি, না?'

'কুরিয়াপোকে এসব কে বলবে?'

'আর ও শুনবেই বা কেন।' এক মুহূর্ত চুপ করল ও। 'শাদা চামড়াদের ক'জন আছে আর?'

'প্রচুর। আমরা তোমাদের শায়েস্তা করব, আঙ্কেল।'

'কিভাবে? তোমাদের যথেষ্ট খাবার দাবার নেই, পানির স্টকও সীমিত। তোমরা টিকতে পারবে না।'

'ট্যুবাক থেকে আরও শ্বেতাঙ্গ আসবে সাহায্য নিয়ে।'

'ওরা আসতে আসতে তোমরা সবাই মারা পড়বে।'

'দেখা যাক।'

'শোনো, ভাতিজা!' ভুরু উঁচাল বুড়ো চাচা। 'ওদের ছেড়ে চলে আসো তুমি। কুরিয়াপোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব অন্য সময়ে অন্য কোথাও মোকাবিলার জন্যে তুলে রাখো। গতকাল আমরা তোমাদের প্রায় কবজা করে ফেলেছিলাম। এরপর পুরোটাই করে ফেলব।'

হাসল সাওলো। 'কুরিয়াপো আবার আক্রমণের সাহস পাবে? প্রচুর লোক হারিয়েছে ও।'

'অপেক্ষা করবে ও। তবে অন্যেরা করবে না। ওরা আর দাম দিচ্ছে না ওকে। মানতে চাচ্ছে না। সঙ্গীদের হারিয়ে ওরা মহা খাপ্পা। নাবুতো তোমাকে হত্যা করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। তোমার গুলিতে ওর পায়ের হাড় ভেঙেছে। আক্রমণ করার জন্যে অন্যদের উত্তেজিত করে তুলছে সে।'

'আমি যাব না। কুরিয়াপোর সাথে বোঝাপড়ার ব্যাপার রয়ে গেছে আমার।'

আবার নীরবতা নেমে এল দু'জনের মধ্যে।

'আমিও এরকম বলতাম, সাওলো,' অবশেষে বলল বুড়ো নেপুতে। 'কারণ তুমি আর আমি ভিন্ন কেউ নই। আমার রক্ত বইছে তোমার শরীরেও। আমিও এটাই বলতাম। আমরা দু'জনই হয়তো এ লড়াইয়ে মারা যাব। এটা একমাত্র,' ওপরের দিকে ইঙ্গিত করল বুড়ো, 'উ-সেন জানে।' থামল ও। 'আবার যখন দেখা হবে, তোমাকে আমি খুন করব, ভাতিজা।'

'এবং আমিও তোমাকে তা-ই করব, আঙ্কেল।'

'এন জু!' হাসল বুড়ো। 'চমৎকার! হয়তো তুমি আমাকে খুন করবে, নয়তো আমি তোমাকে। চমৎকার! একই কথা, ব্যাটা!'

বারো

অ্যারোয়োতে ফিরে আসতে প্রচুর সময় লাগল সাওলোর। ওর পিঠে মাংসের বোঝা—তায় পুরোটা পথই জঙ্গলাকীর্ণ; বোঝাপিঠে জঙ্গল ভাঙার পরিশ্রমে ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছল সে। তবু সতর্ক থাকতে হচ্ছে কাছেপিঠে সম্ভাব্য শত্রুর ভয়ে।

অ্যারোয়ো-মুখে পৌঁছে শিস দিল সাওলো পাখির অনুকরণে; অ্যাপাচিদের মনোযোগ আকর্ষণ না-করে নিজের উপস্থিতি জানান দেবার জন্যে এরকম শিস দেবার কথা যাবার সময় ইয়েটসকে বলে রাখা হয়েছিল। ইয়েটস সাড়া দিল; গজ কয়েক দূর থেকে ওর চাপা গলা শোনা গেল, 'এখানে। এসে পড়ো, স্টেইভ।'

জোর করে নিজেকে ঠেলে নিয়ে চলল স্টেইভ, বাকি পথটা পেরোল সে অনেক কষ্টে। ইয়েটসের কাছে পৌঁছে পিঠের বোঝা নামিয়ে ধপ করে বসে পড়ল দু'হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে। ওর পাশে এসে বসল ইয়েটস। 'ঠিক আছ, বাছা?'

'আমি ঠিক আছি। তোমাদের কোনও সমস্যা?'

'এখনও হয়নি। কেউই ঘুমোইনি আমরা। সেই উত্তেজনায় ভুগছে। স্টিফেন আবার চেষ্টা করেছিল, সুবিধে করতে পারেনি।'

মাংসের বোঝাটা তুলে নিল ইয়েটস। সামান্য বিশ্রামে শক্তি কিছুটা ফিরে পেল সাওলো। উঠে দাঁড়াল, হাঁটতে শুরু করল দু'জনে অ্যারোয়োর ভেতর আগুনের উদ্দেশে। আগুনের পাশে উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছিল

স্টিফেন, ইয়েটসকে দেখে থমকে দাঁড়াল। 'আমার মনে হয়,' ব্যাপারটা আরেকবার ভেবে দেখলে ভা···' শুরু করেছিল ও, সাওলোর ওপর চোখ পড়তে থেমে গেল।

মাংসের বোঝাটা আগুনের পাশে রাখল ইয়েটস, মেলোডি বাদে সবাই তাকাল ওদিকে। মেলোডি তাকিয়ে আছে সাওলোর দিকে। এক মুহূর্ত, তারপর হাসল স্নিগ্ধচোখে। 'মি. স্টিফেন বলছিল,' শুকনো স্বরে বলল, 'তুমি আদৌ ফিরবে না।'

'ওর বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি ছিল নিশ্চয়!' হাসল সাওলো নিজেও।

স্টিফেন কোনও মন্তব্য করল না। সাওলো ওর দিকে চাইল। ওর চোখে ক্রোধ আর আতঙ্ক মেশানো অদ্ভুত দৃষ্টি। যে-কোনও মুহূর্তে, ভাবল সাওলো, বিস্ফোরিত হতে পারে লোকটা।

ছুরির সাহায্যে পাতলা করে কেটে কাঠিতে গেঁথে আগুনে ঝলসে নিয়ে ভেড়ার মাংস খেল ওরা সবাই। সামান্য তিতকুটে লাগলেও চর্বিঅলা বুনো ভেড়ার মাংস খেতে খারাপ লাগল না কারও।

পেটে গরম খাবার আর শরীরে সামান্য বিশ্রাম পেয়ে অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল সাওলো। দলের কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে বসল ও বর্তমান পরিস্থিতি ও পরবর্তী কর্মপন্থা—দুটোই ঠাণ্ডা মাথায় খতিয়ে বিচার করার জন্যে।

সাওলো জানে, ট্যুবাক কিংবা সিলভারটন থেকে সাহায্য আসার আগ পর্যন্ত নিজেদের মনোবল অক্ষুণ্ন রেখে অ্যাপাচিদের ঠেকিয়ে রাখাটা খুবই কঠিন হবে তাদের জন্যে। নেপুতের কথা বিশ্বাস করলে তাদের এখনই পালানো উচিত এখান থেকে। সর্বশেষ আক্রমণের মত অ্যাপাচিদের তরফ থেকে আরেকটা আক্রমণ এলে টিকে থাকার চেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এমন কী, ওদের অস্ত্রশস্ত্র একেবারে ফুরিয়ে না-গেলেও শত্রুদের ঘায়েল করা সম্ভব হবে না। কারণ ওদের লোকবল কম। ওয়াল্টার নিহত, হাব ঘোরের মধ্যে আছে, গ্যানো অকেজো, স্টিফেন আর অ্যাম্বারগো অবিশ্বস্ত; এদিকে দু'জন মহিলার মধ্যে একজনও অস্ত্র চালনায় অভ্যস্ত নয়।

নিজের লোকদের ওপর কুরিয়াপোর কর্তৃত্ব যদি কমে গিয়ে থাকে, তাহলেও যে-কোনও সময় অ্যাপাচিদের আক্রমণ আসবেই। তাছাড়া কুরিয়াপো নিজেই দমবে না। ওর দোআঁশলা সৎভাইয়ের কল্লা সে নেবেই। ও সেজন্যেই এসেছে। হেলাফেলায় নিজের লোকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে নয়। এটা খুব খারাপ ব্যাপার। অ্যাপাচিদের কাছে লড়াইটা খেলা নয়। অন্যান্য গোত্রের ইন্ডিয়ানরা তাদের যুবকদের লড়াইয়ে উৎসাহিত করে শত্রুর

ওপর বিজয়ী হয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে। কিন্তু অ্যাপাচিদের কাছে ব্যাপারটা ভিন্ন। ওরা লড়াই করে প্রথমত টিকে থাকা, দ্বিতীয়ত লুটপাট এবং সবশেষে নাম কামানোর জন্যে। একজন অ্যাপাচি ওয়ারচীফের কৃতিত্ব হিসেব করা হয়, কতটা কম ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে কত বেশি লাভ করতে পেরেছে সে, তার ওপর। যে-নেতার অধীনে সৈন্য মারা যায়, ওদের চোখে সে কখনও ভাল নেতা নয়।

কুরিয়াপো এখন ভাল প্যাঁচে পড়েছে। এ লড়াইয়ে প্রচুর লোক হারিয়েছে ও—এটা অ্যাপাচিদের কাছে ওর জন্যে দারুণ অবমাননাকর ব্যাপার হবে। তাছাড়া যদি এই মুষ্টিমেয় ক'জন শেতাঙ্গকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে না পারে, তাহলে ওর অযোগ্যতা ক্ষমা করবে না ওরা। ওর এখন আক্রমণ করার সামর্থ্য নেই—আবার আক্রমণ না করারও উপায় নেই। ওর লোকদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে তাহলে, ওদের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাবে ও। অগত্যা ইজ্জত বাঁচানোর তাগিদে মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত আক্রমণেই যাবে।

সেটা কখন হতে পারে? সময়টা আন্দাজ করার চেষ্টা করল সাওলো। সম্ভবত সকালেই আক্রমণটা আসবে। দুটো কারণ আছে এর পেছনে। ভোরের আলো সম্পূর্ণ ফোটার আগে আলো-আঁধারির সুবিধাটুকু নেবে ওরা; আবার ওদের বিশ্বাস মতে, এসময় কেউ নিহত হলে ওর আত্মারও আটকে থাকার ভয় থাকবে না।

গ্যানোর দেখাশোনা করছিল মেলোডি। হঠাৎ পাশে বসে ওর মুখে হাত রাখল সে। দাঁড়াল পরক্ষণেই, ঠোঁট কাঁপছে ওর; সাওলোকে ডাকল, 'স্টেইভ, একটু আসবে এদিকে?'

দ্রুত গ্যানোর পাশে চলে গেল সাওলো। উবু হয়ে ওর পাশে বসল। গ্যানোর চোখ বন্ধ, মুখে রক্ত নেই, মোমের মত শাদা।

দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে একপাশে সরে গেল মেলোডি। স্টিফেন কাছে এল। একনজর দেখল গ্যানোকে, তারপর হেসে উঠল অদ্ভুতভাবে। 'শেষ, না?' তারপর যেন নিজেকে শোনাল, 'আমাদেরও এক্ষুণি পালানো উচিত।'

ওর হাতে একটা উইনচেস্টার। উঁচিয়ে সাওলোর বুক বরাবার সই করল ওটার নল। 'যাচ্ছি আমি, স্টেইভ! এতে হারাবার কিছু নেই। তুমি নিজেও তা জানো।'

রাইফেলের নলের দিকে সাওলোর চোখ। বিতৃষ্ণা বোধ করছে সে। 'কাজটা ঠিক করছ না তুমি, স্টিফেন!'

'প্রয়োজন হলে আরও বেঠিক করব।' রাইফেল নাড়াল সে। 'তুমি বাধা

দিতে এলে ট্রিগার টেনে দেব।'

ম্যাগি লাফিয়ে উঠল। 'মিস্টার, প্লীজ, প্লীজ!' দৌড়ে স্টিফেনের কাছে চলে এল ও, ওর বাহু আঁকড়ে ধরল; মেয়েটির চোখে উন্মাদনা। 'আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও, মি. স্টিফেন। আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেয়ো না!'

'ঠিক আছে,' ওকে আশ্বস্ত করল স্টিফেন। 'যাবে। দুটো ঘোড়া নেব তাহলে।'

সাওলোর দিকে তাকাল সে। 'তাহলে এই হলো ব্যাপার, ব্রীড!' বাকিদের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'এরা কী যুদ্ধ করবে? তুমি শীঘ্রিই মারা পড়বে, বাজি ধরে বলতে পারি।'

সাওলোর মুখে কথা নেই। স্টিফেন একদৃষ্টে চেয়ে রইল ওর দিকে। ওর পেছনে হাব সাবধানে নিজের রাইফেলটা তুলে নিয়ে লিভার টানতে গেল। নিষেধ করল ওকে সাওলো মাথা নেড়ে। 'ওদের যেতে দাও, হাব।'

'জেন্টলমেন,' অ্যাম্বারগো হাঁক দিল। 'বে'টা আমি নিচ্ছি।' পাছায় ভর দিয়ে এগোল খানিকটা। 'আমিও ভাগব।'

'ওটার কথা ভুলেও ভেবো না, অ্যাম্বারগো,' সাওলো বলল ওকে।

ঝনাৎ করে শেকল বাঁধা দু'হাত বাজাল অ্যাম্বারগো। 'অ্যাই, ব্রীড! জিমি মরে গেছে। আমি ওর বন্দী ছিলাম, তোমার নই। তুমি আটকাতে পারো না আমাকে।'

'পারি, আমি ওকে পছন্দ করতাম। ওর কাজটা আমিই শেষ করব ভাবছি।'

ফ্যাকাসে হাসি হাসল অ্যাম্বারগো, খিস্তি করল, 'বাস্টারডো! তোমাকে হয়তো আমিই শেষ করব, ব্রীড! আমার সুযোগ আসবে।'

'বেশ তো!' সাওলো স্মিত মুখে সায় দিল। 'অপেক্ষা করব আমি।' স্টিফেন আর ম্যাগির দিকে চাইল সে, ওর ভেতর প্রচণ্ড ক্রোধ পাক দিচ্ছে। 'যাচ্ছ তোমরা?'

ঝোপঝাড় সরিয়ে ঘোড়াগুলোর কাছে গেল স্টিফেন। ওগুলোর পিঠে জিন চাপাতে শুরু করল।

'স্টেইভ,' ফ্যাকাসে মুখে সাওলোর দিকে চাইল মেলোডি, ওর চোখে আতঙ্ক। 'না। ওদের যেতে দিয়ো না। তুমি—তুমি পাগল হয়ে গেছ, স্টেইভ! পুরোপুরি!'

ওর কাছে গেল সাওলো। হাত রাখল কাঁধে। 'এ দুটো মানুষের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে বড় অশান্তিতে আছি আমি,' ক্লান্তস্বরে বলল। 'ওদের

বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, তুমি দেখেছ। ওরা তার কোনও মূল্য দেয়নি। আমার মুখে কেবল থুতুই ছিটিয়েছে। ওই দক্ষিণের দেখতে আপদমস্তক ভদ্র লোকটার কথা শুনেছ তুমি নিশ্চয়। বাধা দিতে গেলে হয়তো ও মরবে, নইলে আমি। যা-ই হোক না কেন, ওতে কিচ্ছু আসবে যাবে না, কিচ্ছুই না।'

স্টিফেন বে'র পিঠে আর ম্যাগি হডসন জিমি গ্যানোর পিন্টোর পিঠে চড়ে ধীরে ধীরে ওদের চোখের আড়ালে চলে গেল। পাথরে ওদের ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল কিছুক্ষণ, আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল আওয়াজ।

পাহারা দেয়ার জন্যে উঁচু বড় পাথরটার ওপর বসে রইল ইয়েটস, অন্যেরা আগুনের পাশে গোল হয়ে বসা; চুপচাপ, কথা বলছে না কেউ।

এখনও কোনও গুলির শব্দ শোনা যায়নি। অবাক হলো সাওলো। স্টিফেনের কাছে একটা পিস্তল আর উইনচেস্টার আছে। গোলাগুলি ছাড়া ওদের কোনওমতে বেরোতে পারার কথা নয় এখান থেকে।

অবশেষে নীরবতা ভাঙল মেলোডি, 'হয়তো...' বলল ও।

ওর দিকে চাইল সাওলো। মাথা নেড়ে অসমর্থন জানাল, কোনও মন্তব্য করল না। ওর কান আবার খাড়া হলো।

অবশেষে শোনা গেল গুলির শব্দ, অনেক দূরে; হঠাৎ আবার বন্ধ হয়ে গেল।

'ওরা নিশ্চিত ছিল,' বলল সাওলো। 'তাই অপেক্ষা করছিল চুপচাপ। ওদেরকে প্রায় নিশ্চিন্ত বোধ করার সুযোগ দিয়েছিল।'

'ঈশ্বর!' আর্তনাদ করে উঠল হাব। 'ঠিক তা-ই ঘটেছে!'

এখন ওরা পাঁচজন; আর ঘোড়া একটা। সাওলোর জেবরা ডানটা।

হাব আগুনের দিকে চাইল। নতুন করে লাকড়ি চাপাল ওখানে, আগুন জ্বলে উঠল উঁচু হয়ে। মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল সে আগুনের জ্বলা। আচমকা মাথা তুলে বলল, 'মি. স্টেইভ, ওরা আমাদের আক্রমণ করবে, না? সকালেই?'

'আমারও তা-ই ধারণা, হাব।'

'তাহলে আমরাই ওদের আক্রমণ করি না কেন?'

'সেজন্যে প্রচুর লোক আর গোলাবারুদ দরকার। আমাদের তা নেই। ওদের ঠেকিয়ে রাখতে হলেও তা দরকার।'

'ট্যুবাক থেকেও নিশ্চয় সহসা সাহায্য পাচ্ছি না?'

'না।'

'বেশ, তাহলে, আমার মতে, আমাদের হারাবার কিছুই নেই আর। আমরা ওদের আগে আক্রমণে যাব। বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করব এখান থেকে।'

'পারবে না, হাব। প্রথম যাত্রায়ই আমরা মারা পড়ব।'

'হয়তো পারব। হয়তো কেন, উপায় একটা নিশ্চয়ই পেয়ে যাব। আমি আশাবাদী।'

মেলোডি আর ইয়েটসের দিকে চাইল সাওলো। মনোযোগ দিয়ে শুনছে ওরা। যখন কোনও আশা থাকে না, ভাবল তিক্ততার সাথে, মানুষ কুটোর ওপরও ভরসা করতে চায়।

'ধরো,' হাব বলে চলল, 'আমাদের মধ্যে কেউ একজন অ্যাপাচিদের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবে, ওদের বিভ্রান্ত করবে। এই ফাঁকে পালাবে বাকিরা।'

'কিভাবে বিভ্রান্ত করবে ওদের?'

জেবরা ডানটার দিকে ইশারা করল হাব। অস্থির ভঙ্গিতে খুর আছড়াচ্ছে ঘোড়াটা। 'ধরো, একজন ঘোড়াটা নিয়ে হঠাৎ খুব দ্রুত পালানোর ভঙ্গি করল। অ্যাপাচিরা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড দেখে প্রথমে ভ্যাবাচ্যাকা খাবে, তারপর মরিয়া হয়ে পিছু নেবে ওর। পলায়নরত লোকটা কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দেবে, লুকিয়ে পড়বে পাথর কিংবা ঝোপঝাড়ের আড়ালে। গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে এলোপাতাড়ি। অনেক লোক হারিয়ে উত্তেজিত হয়ে আছে ওরা। সহজে বিভ্রান্ত হবে।'

মাথা নাড়ল সাওলো। 'ওর পেছনে সবাই ছুটবে না। পেছনে আর কাউকে পালাতে না-দেখে অপেক্ষা করবে বাকিরা ওদের জন্যে। এদিকে ঘোড়া ছাড়া বাকিরা বেশিদূর যেতে পারবে না।'

'দাঁড়াও।' হাঁটুর ওপর দু'হাত রেখে উবু হয়ে বসল হাব। 'আরেকটা বুদ্ধি আছে। ওদের বিভ্রান্তির মধ্যেই আমাদের কেউ একজন ওদের ঘোড়ার কাছে চলে যাবে। তুমিই এটা সবচে' ভাল পারবে।'

'গার্ড থাকবে ওখানে, একজন হলেও।'

'ওকে কবজা করে ঘোড়াগুলো নিয়ে যেতে হবে।' হাব হাসল একটু, ভাবল, তারপর বলল, 'এদিকে নেহাত যতটা দরকার, ততটা মালপত্র নিয়ে বাকিরা সরে যাবে এখান থেকে। অ্যাপাচিরা নিজেদের বিভ্রান্তি কাটিয়ে এবং ঘোড়া খুঁজে নিয়ে বের হতে হতে কয়েক ঘণ্টার পথ পেরিয়ে যাওয়া যাবে।'

'হুম!' মাথা দোলাল সাওলো। 'খারাপ না। আমাকেই তাহলে ওদের ঘোড়ার কাছে যেতে হবে।'

'আর আমি ওদের বিভ্রান্ত করার ভার নিচ্ছি।' শাদা দাঁত বের করে ফেলল হাব, হাসছে। 'দু'দিক থেকে দ্বন্দ্বে পড়ে গিয়ে বেদিশা হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান খুনীগুলো। ওরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের লোকেরা অ্যারোয়ো থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, আগে থেকে নির্দিষ্ট-করা একটা জায়গায় গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তুমি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঘোড়া নিয়ে চলে যাবে ওখানে।'

'এদিকে তুমি থেকে যাবে অ্যাপাচিদের ঘেরাওর মধ্যে। তারপর তুমি যদি টিকে থাকতে পারো, তাহলে আমরা পালাতে পারব। কিন্তু তোমাকে ছেঁকে ধরবে ওরা চারদিক থেকে। তাই না?'

'ঠিক তাই,' শান্তস্বরে বলল হাব। 'কেন, তোমার পছন্দ হচ্ছে না পরিকল্পনাটা?'

'ভুলে যাও, হাব, একদম ভুলে যাও। তোমার জীবনটাকে অত সস্তা ভেব না।'

'আমি জানতে চাইছি, পরিকল্পনাটা কাজ দেবে কি না, মি. স্টেইভ?'

'কিভাবে? ওটা চরম বোকামি হবে, ম্যান। যীশুর কসম! এক হাজারটা ফুটো রয়ে গেছে তোমার পরিকল্পনায়।'

'এটা একটা সুযোগ। একটু ভেবে দেখো, মি. স্টেইভ। এ ছাড়া আমাদের জন্যে এখান থেকে বেরোবার আর কোনও পথ নেই।'

আচমকা উঠে দাঁড়াল হাব, সাওলোর দিকে আসতে লাগল সোজা। ওর নড়াচড়াটা এত দ্রুত হয়েছে যে, সাওলো কিছুটা বিস্মিত হলো। ফলে হাবের হাতের উইনচেস্টারটার নলের দিকে লক্ষ করল না ও। ওটা হাবের একপাশ থেকে সোজা ওর বুকে তাক করা। লিভার টেনে দিল হাব।

সাওলো বসেছিল, নইলে ওর মতলব বুঝে ওঠার পর কিছু একটা করার চেষ্টা করত। তবু পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেল ওর।

ধমক দিল হাব, 'থামো, মি. স্টেইভ!'

'ম্যান,' সাওলো ওকে বোঝাতে চাইল। 'মাথাটা খাটাও, প্লীজ! এতে কাজ হবে না।'

'হবে,' একগুঁয়ে স্বরে বলল হাব। 'নরক গুলজার করে দেব আমি। ওদের মাঝখান দিয়ে আচমকা ঘোড়া ছোটাব গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে। ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেব। ব্যাপারটা বুঝে উঠে অ্যাকশনে যাবার অনেক আগেই পাথরের আড়ালে চলে যাব, গুলি করতে থাকব এলোপাতাড়ি। এমন কী, যারা পাহারায় আছে, ওরা পর্যন্ত বেদিশা হয়ে যাবে। হয়তো এতেই...'

'শোনো,' বাধা দিল সাওলো, উঠে এক পা এগোল। 'ঠিক আছে, আমি

ঘোড়ার দিকটা দেখব। কিন্তু দয়া করে তুমি ওটা করতে যেয়ো না। ম্যান, তুমি, বুঝতে পারছ না। ওরা তোমাকে জীবিত ধরতে পারলে···ওদের নির্যাতন···'

'আর এক পাও এগোবে না, মি. স্টেইভ।' সামান্য পিছু হটল হাব। ওর রাইফেলের ব্যারেল একচুলও নড়ল না। 'ওরা আমাকে যদি পেয়েই যায়, জীবিত পাবে না। তোমাকে কথা দিচ্ছি।'

মেলোডি আর ইয়েটস ওদের কথা শুনছে। ইয়েটসকে কভার করেনি হাব, তবে প্রয়োজনে ওকেও চেক দিতে পারবে। ওর মুখভাব কঠিন, কর্তব্য সাধনের সঙ্কল্পে দৃঢ়। সাওলোকে বলল, 'আমি মারা গেলেও আফসোস নেই, মি. স্টেইভ। তোমার কাজটা তুমি ঠিকমত করতে পারলে এরা সবাই অন্তত বাঁচার একটা সুযোগ পাবে।'

'কিন্তু,' এতক্ষণে কথা বলল মেলোডি। 'তুমি কেন এসব করতে যাচ্ছ, হাব? তোমার কী লাভ এতে?'

'লাভ, ম্যাম?' হাব হাসল। 'শোনো। আসলে তুমি এসবের জন্যে মি. স্টেইভকে দায়ী করতে পারো। ও-ই আমাকে শিখিয়েছে কি করে মানুষের মত বাঁচতে হয়। এখন আমি ওকে দেখাব, কিভাবে মানুষের মত মরতে হয়।'

'এসবের কোনও অর্থ নেই!' সাওলো কর্কশস্বরে বলল।

'নেই? তাহলে শোনো,' হাবের মুখ পাথরের মত কঠিন দেখাল। বলে চলল ও, 'এখানে সামান্য সময়ের জন্যে হলেও, আমি একজন মানুষ হয়েছিলাম। আমি ফের অমানুষ হতে চাই না, মি. স্টেইভ।'

'তুমি যা চাও, তা হতে পারো, হাব।'

'না, পারি না,' একরোখার মত বলল হাব। 'তুমি নিজেও তা জানো। আমি তোমার মত করে বাঁচতে পারি না। তোমার জীবনটা কঠিন, সারাক্ষণই কষ্টের মধ্যে। আমি ওই ধাতের মানুষ না। আর, এ ছাড়া, এই জঘন্য শাদাদের মধ্যে মানুষের মত বেঁচে থাকার কোনও উপায় কালোদের জন্যে নেই।'

ইয়েটসের দিকে চাইল ও, 'ঘোড়াটা এনে দেবে, মি. ইয়েটস?'

লাফ দিল সাওলো। হাবের বুকে মাথার গুঁতো লাগিয়ে এবং একই সঙ্গে ওর হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে নিষ্ক্রিয় করতে চাইল ওকে। পলকে এক পাশে সরে যেতে চাইল হাব। পুরো পারল না। সাওলোর মাথা ওর কোমরে লাগল। একই সাথে রাইফেলের নাগাল পেল সাওলো, টান দিল কেড়ে নেবার জন্যে। কিন্তু সাওলোর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ওটাকে শক্ত করে

ধরেছে হাব। সুবিধে করতে পারল না সাওলো। মরিয়া হয়ে হাবের কবজি ধরে টান দিল আচমকা। তবে হাবের ধস্তাধস্তির ফলে ভারসাম্য হারিয়েছে সে, টানটা যুৎসই হলো না। হ্যাঁচকা টানে নিজের কবজি ছাড়িয়ে নিল হাব, রাইফেল তুলে সাওলোর মাথায় বাড়ি লাগাল। শেষ মুহূর্তে মাথা সরাতে গেল সাওলো, পারল না, ওর মাথার একপাশ পিছলে কাঁধে লাগল বাড়িটা।

পরবর্তী এক মিনিট কিংবা তারচে' বেশি সময় চোখে অন্ধকার দেখল সাওলো। কখন হাঁটু ভেঙে পড়ে গেছে টেরও পেল না। চোখের ঘোর কেটে যেতে দেখল বালির ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওর মাথায় প্রবল যন্ত্রণা, ডান কাঁধ অসাড়।

হাত আর হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলল ও। মাথা নেড়ে যন্ত্রণা সওয়ার চেষ্টা করল। হাবকে দেখল গজ কয়েক দূরে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাবের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে ক্ষমা প্রার্থনার ভাব। 'দুঃখিত,' বলল সে। 'এখন কিছুটা ভাল বোধ করছ?'

চোখ পিট পিট করল সাওলো। যন্ত্রণা কাটানোর চেষ্টা করছে। মাথা ঝাঁকাল।

'গুড। তাহলে তুমি তোমার কাজে যাও—আমি আমারটা করব।'

ইয়েটসের হাত থেকে জেবরা ডানের লাগামটা নিল সে। দু'পা দু'পাশে ঝুলিয়ে আনাড়ি ভঙ্গিতে ঘোড়ায় চাপল। ওর একহাতে লাগাম, আরেক হাতে উইনচেস্টার ধরা।

উঠে দাঁড়াল সাওলো, চুপচাপ তাকিয়ে রইল বিশাল কালো লোকটার দিকে।

'আমার সঙ্গে আসতে যেয়ো না, মি. স্টেইভ! আমার কথা বাদ দাও। তুমি মরে গিয়ে আমার বেঁচে থাকার দরকার নেই। মি. ইয়েটস আর মেলোডি ম্যামকে কেবল তুমিই পারবে এখান থেকে জীবিত বের করে নিতে।'

ঘোড়ার পেটে গুঁতো লাগাল লোকটা, ফিরল আবার। 'মন খারাপ কোরো না, মিস্টার স্টেইভ। আমি যেমন বুঝেছি, মানুষের মত বেঁচে থাকা আর মরা, দুটো প্রায় একই কথা। খুব একটা পার্থক্য এতে আছে বলে মনে হয় না আমার।' •

তেরো

অন্ধকারে ভূতের মত মিলিয়ে গেল হাব। পাথরে জেবরা ডানের খুরের আওয়াজ শোনা গেল কিছুক্ষণ; তারপর মিলিয়ে গেল।

জেবরার পায়ের আওয়াজ অ্যাপাচিদের কানেও পৌঁছেছে নিশ্চয়, ভাবল সাওলো। হাবকে খুঁজে বের করে ফেলবে ওরা শীঘ্রিই; তবে, কপাল ভাল হলে, দেখামাত্র গুলি করবে না। অবশ্য করতেও পারে। কিন্তু আরেকটা শাদা গর্দভ (অন্ধকারে হাবকে তা-ই ভাববে ওরা) কেন যে আগের দুটোর মত আত্মহত্যা করতে ছুটেছে, এটা ভেবে আশ্চর্যও হবে ওরা।

'আত্মোৎসর্গ করল কালো ভেড়া!' একটা পাথরে হেলান দিয়ে বলল সাওলো মনে মনে। 'হাহ্!'

ওর মাথায় ঢেউয়ের মত লাফাচ্ছে যন্ত্রণা, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছে ও ব্যথাটা; হাবের রাইফেলের আঘাতে মাথার ভেতরটা চুরমার হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

'পারবে তুমি, স্টেইভ?' জানতে চাইল ইয়েটস।

'পারতে হবে।' সোজা হলো স্টেইভ। ব্যথা কিছুটা কমছে মনে হচ্ছে, ধীরে ধীরে। মাথা কাজ করতে শুরু করেছে। 'ওর গুলির শব্দ শোনামাত্র বেরিয়ে পড়ব আমি। তোমরা দু'জন তৈরি হয়ে নাও।'

'কোথায় অপেক্ষা করব আমরা, সাওলো?' মেলোডি জানতে চাইল।

'পশ্চিমে। ওই তারাটার দিকে দেখো। ওটার ঠিক নিচেটা কোথায় হতে পারে ঠিক করে নাও। ওদিকে যাত্রা শুরু করো, এক্ষুণি।'

'আমি কখন পৌঁছব, বলতে পারছি না এখন। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো আমার জন্যে। ওর মধ্যে না-পৌঁছালে কেটে পড়বে তক্ষুণি। অপেক্ষা করে সময় নষ্ট করবে না। সোজা ভাগবে ওখান থেকে।'

'মেক্সের কী হবে?' অ্যাম্বারগোকে দেখিয়ে জানতে চাইল ইয়েটস।

সাওলোও তাকাল ওর দিকে। 'ওর পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ো। কিন্তু তেড়িবেড়ি করলে অ্যাপাচিদের জন্যে রেখে যেয়ো। তবে আশা করি, নিজের ভাল-মন্দ বোঝার মত ঘিলু ওর মাথায় আছে।'

দাঁত বের করল অ্যাম্বারগো। 'তুমি, সত্যি, খুব মজার মানুষ, ব্রীড!'

ওর কথা শেষ হবার আগেই হাবের বুনো চিৎকার শোনা গেল। রাতের

নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেল সে-শব্দে। পরমুহূর্তে গুলির শব্দ শোনা গেল। 'ঠিক আছে,' বলল সাওলো। দুটো পাকানো রশি তুলে নিল ও কাঁধে। তূণ, ধনুক আর তীরগুলো নিল হাতে। মেলোডি এসে ওর বাহু ছুঁয়ে দাঁড়াল। 'স্টেইভ, তোমাকে—তোমাকে একটা কথা বলতে চাই…'

নিজের ঠোঁট কামড়াল সে, তারপর মাথা নাড়ল। কী বলবে বুঝতে পারছে না সাওলো। মেলোডির হাত ধরল ও, চাপ দিল আস্তে করে। পর মুহূর্তে হাঁটা শুরু করল, জঙ্গলের ভেতর ঢুকে গেল।

আগের বারের মত হামাগুড়ি দিয়ে নয়, সোজা হয়ে হাঁটছে সাওলো। হাব যথেষ্ট কাভার দিয়েছে ওর কাজে, বিভ্রান্ত অ্যাপাচিরা আগের মত সতর্ক থাকবে না এখন এদিকে, ওদের মনোযোগ এখন ওদিকে। অতএব খুব বেশি সাবধানতা অবলম্বন না-করলেও চলবে আপাতত।

জঙ্গলাকীর্ণ পথে মাঝে-মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো পাথরের পাশ দিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত হাঁটছে সাওলো, তবে দৌড়াচ্ছে না। চাপমুক্ত ও এখন, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারছে। স্প্যানিশ ছোরাটা ধরা ওর হাতে, তৈরি।

ও জানে, ও যদি শত্রুর আওতায় গিয়ে পড়ে আর সেটা যদি শত্রু আগেই জানতে পারে, তাহলে নিঃশব্দে এবং দ্রুততার সাথে শত্রুকে খুন করতে হবে। শত্রুর হঠাৎ প্রতিরোধে তীর-ধনুক ব্যবহার করার সুযোগ পাবে না সে। সেক্ষেত্রে ছুরিটাই কাজ দেবে। ছোরাহাতে নিজেকে যথেষ্ট সশস্ত্র বোধ করছে ও। ও ছুরির ব্যবহার জানে। জানে, ঠিক কখন এবং কোথায় আঘাত করতে হয়। কিন্তু উল্টাপাল্টা ছুরি চালানোর বিপদ কম নয়। হাড়ে ছুরি আটকে গেলে কোনও কাজ দেবে না তা। তবে সবচেয়ে বড় সুবিধে, ছুরি চালানো যায় নিঃশব্দে। সব সময় পরিষ্কার আর ধারাল রাখা যায় একটু যত্ন নিলে। পিস্তল-রাইফেলে কক করার ঝামেলা আছে, ছুরিতে সে-সমস্যা নেই। ছুরি ওগুলোর চেয়ে অনেক দ্রুত চালানো যায়।

হাব চিৎকার বন্ধ করেছে। ওর উইনচেস্টার গুলি বর্ষণ করছে এখন। অ্যাপাচিরাও গুলি ছুঁড়ছে। হাব ঘোড়া ছেড়ে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়বে। অ্যাপাচিরা আস্তে আস্তে ঘিরে আসবে ওকে। একা ও বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না ওদের।

গতি বাড়াল সাওলো। যদ্দূর মনে হচ্ছে, ওর কপাল ভাল। অ্যাপাচিদের ঘেরাও থেকে অনেকটা বাইরে রয়েছে ও এবং গন্তব্যের প্রায় কাছে এসে পৌঁছেছে।

থামল সে।

হৈ-চৈ-এর মধ্যেও কাছে কোথাও অন্য ধরনের একটা শব্দ শোনা

গেছে। অলৌকিক ধরনের শব্দ। শিউরে উঠল সে, ঘাড় বেয়ে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল।

সে এ ধরনের শব্দ আগেও শুনেছে। অ্যাপাচিরা যেখানে ওদের শিকারকে ফেলে চলে যায়, সেখানে শোনা যায় এ-ধরনের শব্দ। বালক বয়সে ছোটখাট অনেক প্রাণীর ওপর নিষ্ঠুরতা দেখাত সে নিজেও। ওর গোত্রের লোকদের দেখেছে বন্দীদের ওপর নির্যাতন চালাতে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মানুষ আর পশুর গোঙানির মধ্যে তেমন ফারাক থাকে না।

চলতে শুরু করল সাওলো।

প্রথমে দুটো ঘোড়া দেখতে পেল। অ্যাপাচিদের গুলিতে মরে গিয়ে পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। কাছেই ম্যাগির লাশ। ওর ঘাড় ভেঙে শরীর বেঁকে চুরে গেছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে তৎক্ষণাৎ মরেছে মেয়েটি। গায়ে গুলি কিংবা অন্য কোনও ধরনের নির্যাতনের চিহ্ন দেখা গেল না।

সতর্কতার সাথে চলতে লাগল সাওলো। ঘোড়াগুলোর কাছে পৌছল। সঙ্গে সঙ্গে সে ভয়ানক, রক্তহিমকরা জান্তব গোঙানিটা খুব কাছে থেকেই শুনতে পেল আবার। একটা উঁচুমত ঢালে চড়ল সে, হামাগুড়ি দিয়ে ওটার কিনারে চলে গেল; তাকাল নিচের দিকে।

একটা মানুষ চিৎ হয়ে পড়ে আছে। নগ্ন। হাত-পাগুলো খুঁটির সঙ্গে টান টান করে বাঁধা। চাঁদের মলিন আলোয় ধূসর মাংসপিণ্ডের মত দেখাচ্ছে ওর শরীর। তাতে আধ ডজনের মত বর্শা বিঁধে আছে। রক্ত জমাট বেঁধেছে বর্শাবিদ্ধ জায়গাগুলোয়। চাঁদের আলোয় কালো, বীভৎস দেখাচ্ছে ক্ষতগুলো। সাওলো জানে, বর্শাগুলো এমন দক্ষতার সাথে হিসেব করে গাঁথা হয়েছে যাতে লোকটা সঙ্গে সঙ্গে মারা না যায়। এটা অ্যাপাচিদের নির্যাতনের এক অভিনব পদ্ধতি। এতে আহত ব্যক্তি তিলে তিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে একসময় নির্জীব হয়ে মারা যাবে। স্টিফেনেরও মরতে প্রায় সারারাত লাগবে। এর আগে লাগাতার মৃত্যু-যন্ত্রণা সইতে হবে ওকে। বিন্দুমাত্র দয়া দেখাবে না অ্যাপাচিরা।

উঠে দাঁড়াল সাওলো। নিজের কাজে মন দেবার জন্যে নিজেকে তাগিদ দিল। এখানে ওর কিছু করার নেই। ওই লোকটা অসহিষ্ণুতা, ঔদ্ধত্য আর বোকামির দণ্ড পেয়েছে। তবে ও চাইলে একটা কাজ করতে পারে।

ধনুকে তীর জুড়ে ছিলা টেনে ধরল সজোরে। তারপর ছেড়ে দিল। জান্তব গোঙানিটা বন্ধ হয়ে গেল একটু পরে।

অপেক্ষা করল সাওলো, কান পেতে থাকল। অ্যাপাচিদের 'রেমুদা' খুব একটা দূরে নয়। স্টিফেনের গোঙানি যদি পাহারাদারের কানে পৌছায়,

তাহলে এর হঠাৎ থেমে-যাওয়াও খেয়াল করবে। সতর্ক হয়ে যাবে সে। ওদিকে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। তার মানে···নিঃশ্বাস ফেলল সাওলো, বিদায়, মি. হাব বোদ!'

এবার অ্যাপাচিরা ফিরে আসবে। কুরিয়াপো বোকা নয়, ডাইভার্শনের কারণ খুঁজবে সে। সন্দেহ জাগবে ওর মনে। ব্যাপারটা বুঝে নিতে বেশিক্ষণ সময় নেবে না। সাওলো উঠল, বিড়ালের মত নিঃশব্দে সঙ্কীর্ণ একটা পথ বেয়ে রিজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে করালটা দেখতে পেল। একটা ওকোটিলো ঝোপের ভেতর কাঠের খুঁটির ঘেরের ভেতর ঘোড়াগুলো। বিশটার মত হবে।

কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে পায়চারি করছে গার্ড। একটু আগে গোলাগুলি হয়ে যাওয়ায় বাড়তি সতর্কতা কাজ করছে ওর মধ্যে। ওর চোখে-মুখে উদ্বেগ; ওদিকে কী হচ্ছে জানার জন্যে কৌতূহলে মরে যাচ্ছে বেচারা। কিন্তু পোস্ট ছেড়ে নড়েনি। ছায়া অন্ধকারে লুকোতে সুবিধে হবে বিবেচনা করে সাওলো রিজের মুখে চলে গেল। ঘোড়াগুলোর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। মাটিতে পা ঠুকছে ওরা, নাক ঝাড়ছে। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে ওরা অসতর্ক মুহূর্তে সৃষ্ট কোনও শব্দে কিংবা ওর গায়ের গন্ধে।

পায়চারি বন্ধ করেছে গার্ড, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চোখ বুলোচ্ছে। টের পেয়েছে নাকি ব্যাটা? ভাবল সাওলো। তীর জুড়ল সে ধনুকে। ছুঁড়ে দিল। অ্যাপাচির পাঁজর ছুঁয়ে চলে গেল তীর। অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। ধপ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল অ্যাপাচি। রাইফেল কক করল। সন্ত্রস্ত হলো সাওলো। জানে, গুলি ছুঁড়লে অন্যদের কাছে ওর উপস্থিতি অজ্ঞাত থাকবে না। এদিকে রাইফেলের শব্দ হবে আরও জোরাল। কিন্তু তীর ছোঁড়ারও সময় নেই। ধনুকে জুড়ে লক্ষ্যস্থির করতে প্রচুর সময় নেবে। কোল্ট বের করে পরপর দুটো গুলি ছুঁড়ল সাওলো। কেঁপে উঠল রাইফেলধারী, হাত থেকে রাইফেল পড়ে গেল, যেন অহেতুক একটা বোঝা জিনিসটা। উল্টে গড়িয়ে পড়ল একপাশে।

গুলির শব্দে রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল ঘোড়াগুলো। মুখে হাত দিয়ে পাহাড়ী সিংহের অনুকরণে গর্জন করে উঠল সাওলো। দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল করালের ভেতরে। চারদিকে পুঁতে দেয়া খুঁটিগুলো তছনছ করে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল আতঙ্কিত ঘোড়াগুলো।

রিজের ঢাল থেকে প্রায় ঝাঁপ দিল সাওলো। গড়িয়ে গড়িয়ে নামল সরীসৃপের মত। রিজের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গেল। সুযোগটা দেখতে পেল। একটা অসতর্ক পনি, কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল সঙ্গীদের তুলনায়। লাফ দিয়ে ওটার পিঠে চড়ে বসল সাওলো। ঘাড়ের কেশর জাপটে ধরে ওটার পেটে

হাঁটুর গুঁতো লাগাল।

পুবদিকের করাতের দাঁতের মত এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের চুড়োয় ধূসর আলো ফুটতে দেখা গেল। আস্তে আস্তে সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে আলো। সাওলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল।

অ্যাপাচিদের ঘোড়াগুলো তাড়িয়ে নিয়ে চলল সে যতটা সম্ভব ছড়িয়ে ছিটিয়ে। মুখে হুস-হাস শব্দ করছে। এর মধ্যে ল্যারিয়েট ছুঁড়ে গোটা তিনেক ঘোড়া ধরেছে ও। সময় ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। বার কয়েক চেষ্টা করে চতুর্থটাকে ধরতে না পেরে হাল ছেড়ে দিল অবশেষে। দু'জনকে ডাবলিং করতে হবে একটার পিঠে। কী আর করা!

অন্ধকার সরে গিয়ে রিজের বেঢপ মাথাগুলো ফরসা হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। পিতলের মত বিবর্ণ হলুদ আলোয় চক চক করছে দূরের পাহাড়গুলোর চুড়ো। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে শিস দিল সাওলো। শ'খানেক গজ দূরে একটা আয়রনউডের ঝোপ নড়ে উঠল। বেরিয়ে এল ইয়েটস ও মেলোডি। হাত বাঁধা অ্যাম্বারগো ওদের সামনে।

'আমাদের কপাল ভালই মনে হচ্ছে,' ঘোড়াগুলোর দিকে চেয়ে হাসল ইয়েটস। শার্পস রাইফেলটা বাড়িয়ে দিল ও সাওলোর দিকে।

'কিছু সময়ের জন্যে। ওরা এখনই বেরিয়ে পড়বে ঘোড়ার খোঁজে। গোটা কয়েক কোনওমতে যোগাড় করতে পারলে আমাদের পিছু নেবে। ট্যুবাক এখনও বহু দূর। ওদের কাছ থেকে যতদূর সম্ভব এগিয়ে থাকতে হবে আমাদের।'

পশ্চিমে ছুটল ওরা। একটু পর সূর্য উঠে আগুন ছড়াতে শুরু করল। প্রথম প্রথম যতটা সম্ভব দ্রুত ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল, শীঘ্রই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষান্ত দিল সে-চেষ্টায়। প্রচণ্ড তাপ আর পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ঘোড়াগুলো। বিশেষ করে দু'জন সওয়ারী বইতে হওয়ায় ওদের শক্তি ক্ষয় হতে লাগল দ্রুত। সাওলো আর মেলোডি অন্য দু'জনের তুলনায় হালকা হওয়ায় পর্যায়ক্রমে প্রতিটা ঘোড়ায় চড়তে লাগল ওরা। একঘণ্টা পর পর প্রতিটা বিশ্রামে ঘোড়া বদলানো হলো। এদিকে জিন ছাড়া ঘোড়ায় চাপায় অনভ্যস্ত বলে ওদের নিজেদেরও কষ্টের সীমা রইল না।

সূর্য যখন পশ্চিমে হেলে পড়ল, একটা ভাঙাচোরা লাভা-ক্যানিয়ন আর রিজে ভরা অঞ্চলে পৌঁছল ওরা। এতক্ষণ অনেকটা ঘোরের মধ্যে ঘোড়া চালিয়েছে, প্রচণ্ড তাপ আর দারুণ পিপাসায় ওরা বড় এক ক্যান্টিন পানি নিঃশেষ করে ফেলেছে।

সারাক্ষণই পেছনে ট্রেইলের ওপর একটা চোখ রেখেছিল সাওলো। অ্যাপাচিদের আভাস খুঁজেছে তন্ন তন্ন করে। তবে অঞ্চলটা উঁচু-নিচু, ঢেউ খেলানো—এক সঙ্গে অনেকদূর দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে। তবু মোটামুটি নিশ্চিন্ত ছিল সে। কিন্তু এইমাত্র মাইল দুয়েক পেছনে একটা রিজের ওপর চোখ আটকে গেল ওর। ওখানে জনা তিনেক ঘোড়সওয়ার!

এ তিনজনই সম্ভবত, সাওলো অনুমান করল, সবার আগে ঘোড়া খুঁজে পেয়ে ওদের পিছু নিয়েছে। উঁচু-নিচু ভূমিতে গা ঢাকা দিয়ে এক নাগাড়ে ঘোড়া চালিয়ে ওদের কাছে এসে পড়েছে। অন্যদের জন্যে অপেক্ষা করার তর সয়নি।

চোখে ফিল্ডগ্লাস লাগাল সাওলো। এক লাফে ঘোড়া আর সওয়ারী চলে এল ওর চোখের দশগজের মধ্যে। কাহিল অবস্থা হয়ে গেছে জন্তুগুলোর।

সূর্য তার উজ্জ্বলতা হারিয়েছে, দিগন্তে ঝুলে আছে পাকা কমলালেবুর মত। তবে আরও ঘণ্টা দুয়েক থাকবে দিনের আলো। ঘোড়ার প্রতি কোনও রকম মমতা দেখায়নি অ্যাপাচিরা। অন্ধকার নামার আগেই শিকারকে ওদের অগোচরে ওভারটেক করার ইচ্ছে ওদের—এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা তাই করবে।

সবাইকে দাঁড়াতে বলল সাওলো।

'তোমরা এগিয়ে যাও। আমি অপেক্ষা করব ওদের জন্যে।'

থুতু ফেলল ইয়েটস। 'তুমি একা?'

'তোমরা এগিয়ে যাও, মি. ইয়েটস। তোমাদের টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই আমি।'

ওরা যেখানে থেমেছে, চারদিকে উঁচু-নিচু টিলাবেষ্টিত সমতল ভূমি সেটা। সামনে একটা লাভা-টিলা অ্যাপাচি আর ওদের মাঝে আপাতত আড়াল হিসেবে কাজ করছে। পরিকল্পনাটা ওদের বুঝিয়ে বলল সাওলো। অ্যাপাচিদেরও যেতে হবে লাভা-টিলাটার পাশ ঘেঁষে। সামনে কয়েকশো গজ গেলেই ইয়েটসরা অ্যাপাচিদের চোখে পড়বে। ওদের দেখে স্বভাবতই চঞ্চল হয়ে উঠবে ওরা, তবে সাথে সাথে যথেষ্ট সতর্কতাও অবলম্বন করবে নিশ্চয়। ইতোমধ্যে ইয়েটস তার দলবলসহ সামনে ক্যানিয়নের গোলক ধাঁধায় নিজেদের লুকিয়ে ফেলবে। ও নিজে লাভা-টিলার ওপরে সুবিধাজনক পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করবে অ্যাপাচিদের জন্যে। ইয়েটসের দল ওদের প্রলুব্ধ করে ওর রাইফেলের আওতায় নিয়ে আসবে।

'ইয়েটস,' বলল সে, 'ব্যাপারটা কিন্তু ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে গন্ধ শোঁকার মত সহজ নয়, যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। ওরা আচমকা গুলিগোলা শুরু

করলে তোমাদের সবাই মারা পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

'রয়েছে, তাই না?' হাসল ইয়েটস। 'নিশানা হিসেবেও মানুষ অতটা সহজ নয়।' থুতু ফেলল সে। 'ঠিক আছে।'

'স্বাভাবিক গতিতে চলবে তোমরা,' সাবধান করল সাওলো। 'পিছনে তাকাবে না। ওরা যেন বুঝতে না-পারে যে, ওদের উপস্থিতি আমাদের কাছে ফাঁস হয়ে গেছে। তবে যে-ই গুলির শব্দ শুনবে, অমনি লেজ তুলে পালাবে।'

লাগামটা মেলোডির হাতে ধরিয়ে দিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল সাওলো। নিমেষে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল নিজেকে। একটা রিজ বেয়ে উঠে গেল বিড়ালের মত অনায়াস দক্ষতায়। চূড়া পেরিয়ে ওপাশের এবড়োখেবড়ো পিঠে পৌঁছে গেল, সামনে আলের মত একটা উঁচু জায়গা। খুব প্রশস্ত নয় আলটা। এপাশে বসে রাইফেলটা রাখল ওটার ওপর। অ্যাপাচিরা যাবার সময় পরিষ্কার দেখতে পাবে ও, ওরা কিন্তু ওকে দেখতে পাবে না। তাছাড়া ওদের সংখ্যা জানা না-থাকায় এবং নিজেদের উত্তেজিত অবস্থায়, ওদের যে অ্যাম্বুশ করা হতে পারে, এটা ওদের মাথায়ও আসবে না।

কমপক্ষে দু'জনকে ঘায়েল করতে হবে···ভাবল সাওলো, তাহলে আশা আছে। অপেক্ষা করতে লাগল ও।

অ্যাপাচিদের ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল ওর। ইয়েটসরা ওদের চোখে পড়েছে। সতর্ক হলো সাওলো। একটু পরেই লাভা-টিলার পাশে দেখা গেল অ্যাপাচিদের; দুর্দান্তবেগে এগোচ্ছে। সামনের নেতাগোছের লোকটার বুক সই করল সাওলো। ট্রিগারে টান দিল। নীরব ক্যানিয়নে কানফাটা গর্জন তুলল রাইফেল, ঘোড়ার পিঠ থেকে উল্টে পড়ল নেতা অ্যাপাচি।

ওর প্রত্যাশার চেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া দেখাল বাকি দুই অ্যাপাচি। ঘোড়ার পিঠে প্রায় শুয়ে গেল ওরা, চোখের পলকে নিকটবর্তী পাথরগুলোর দিকে ছুটল কভারের আশায়।

রাইফেলে দ্রুত গুলি ভরল সাওলো। অ্যাপাচি দু'জন পাথরের কাছে চলে গেছে প্রায়। আবার গুলি করল সে। মিস হলো। তবে ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল একটা ঘোড়া, টাল সামলাতে না পেরে পাথরের ওপর গিয়ে পড়ল হুড়মুড় করে। পিঠ থেকে পড়ে গেল ওর সওয়ারী। বাকি ঘোড়াটা পাথরের আড়ালে চলে গেল।

ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়া অ্যাপাচি উঠতে চেষ্টা করছে, পারছে না। আহত হয়েছে লোকটা, বুঝতে পারল সাওলো। বুকে হেঁটে একটা পা টেনে নিচ্ছে। সাওলো চিনতে পারল ওকে। নাবুতো। রাইফেল ওঠাল সে। নাবুতোর ওপর লক্ষ্যস্থির করল। পরক্ষণেই রাইফেল নামিয়ে নিল। নাবুতোর

দিক থেকে আপাতত বিপদের আশঙ্কা নেই। অন্য লোকটার দিকে মনোযোগ দিল ও।

সহসা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তৃতীয় অ্যাপাচি; বাঁ দিকে ঝাপ দিল। গুলি করল সাওলো, অ্যাপাচির গোড়ালির ঠিক পেছনে এক ইঞ্চির মধ্যে ধূলি উড়ল। রিলোড করার আগে আরেকটা পাথরের আড়ালে চলে গেল অ্যাপাচি। একটুও দ্বিধা না করে পরক্ষণেই বেরিয়ে এল আবার, বুনো ছাগলের মত তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে পাথরের ভেতর দিয়ে দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল।

ওর উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল সাওলোর কাছে। ঘুরে লাভা-টিলা বেয়ে ওর পেছনে চলে আসার মতলব করেছে লোকটা। রিজের অপর পাশে সাওলো ওর আগে পৌঁছাতে না-পারলে ওপর থেকে ওর গুলির মুখে ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের দশা হবে সাওলোর।

দ্রুত রিজের ওপাশে চলে গেল ও। তেরছাভাবে পর্যবেক্ষণ করল জায়গাটাকে, তারপর চূড়ার পাশ ঘেঁষে পুব পাশে চলে গেল। ওখান থেকে দেখা যাবে নাবুতোর সঙ্গীকে। ওর সামনে ওপাশে লাভার উঁচু-নিচু ছোট ছোট স্তূপ। স্তূপগুলোকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করে সামনে এগোল সে, ঝড়-জল আর রোদে মসৃণ শতাব্দী-প্রাচীন একটা পাথরের ওপর ঘাপটি মেরে বসল।

ওর ডানদিক থেকে আচমকা দেখা দিল অ্যাপাচি। এদিক থেকে ওকে আশা করেনি সাওলো। ফলে তাড়াহুড়োয় অ্যাপাচির সাথে গুলির লাইন ঠিক করতে ব্যর্থ হলো। দাঁড়িয়ে পায়ের গোড়ালির ওপর ঘুরতে গেল। মসৃণ পাথর অসহযোগিতা করল ওর সঙ্গে, পিছলে গেল ওর পা এবং একই সাথে মাথার এক ইঞ্চি ওপরে গুলির শিস শুনতে শুনতে দড়াম করে আছড়ে পড়ল।

পতনই ওর জীবন বাঁচাল। তবে মসৃণ পাথরে পিছলে গড়াতে লাগল ও নিচের দিকে। দু'হাতে পাথর আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকাতে গেল সে, ফলে রাইফেলটা ছিটকে গেল হাত থেকে, নিচে গিয়ে পড়ল আরেকটা পাথরের ওপর। গড়াতে গড়াতে একটা খাঁজ খুঁজে পেল সাওলোর আঙুল, পতন ঠেকাল ও কোনওমতে। অন্য হাতে পিস্তল বের করল সঙ্গে সঙ্গে।

ক্ষণিকের জন্যে শত্রুর চোখের আড়ালে রয়েছে ও এখন। তবে পাথরে ওর মোকাসিনপরা পায়ের মৃদু খস খস শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল ওকে ওপরে।

উভয়ে উভয়কে একসঙ্গে দেখল এবং প্রায় একই সাথে গুলি করল।

সাওলোর কানের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে পাথরে ঘষা খেয়ে চলে গেল অ্যাপাচির গুলি। আর সাওলোর গুলি ওর মুখ দিয়ে ঢুকে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পাথরের খাঁজে হাত রেখে ধীরে ধীরে পাশে সরে যেতে লাগল সাওলো। ওর মুখে যন্ত্রণা হচ্ছে, চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। গুলির ধাক্কায় চলটা-ওঠা পাথরের ধারাল কণায় ওর মুখের নানা অংশ কেটে গেছে।

মসৃণ পাথর পেরিয়ে এবড়োখেবড়ো অংশে পৌঁছে ওপর দিকে বেয়ে উঠতে শুরু করল সাওলো। হামাগুড়ি দিয়ে রিজের চুড়োয় পৌঁছে গেল।

প্রচণ্ড পরিশ্রম আর যন্ত্রণায় হাঁফাচ্ছে ও। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, চোখের সামনে ঘোলাটে দেখাচ্ছে সব কিছু। হঠাৎ গুলির শব্দে সচকিত হলো সে, ঘোর কেটে গেল।

রিজের নিচ থেকে এসেছে গুলির আওয়াজ। নাবুতো আর ইয়েটসের মধ্যে গুলি বিনিময় চলছে সম্ভবত। রিজের চূড়া থেকে নামতে শুরু করল সে উঁচু-নিচু পাথর আর লাভা স্তূপগুলোর আড়ালে। খোলা জায়গা দিয়ে নামতে গেলে নাবুতোর টার্গেট হবার আশঙ্কা আছে।

তবে নাবুতোকে ব্যস্ত রেখেছে ইয়েটস। অবশ্য নাবুতোর প্রকৃত অবস্থান ওর জানা নেই। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পাথরের আড়ালে আড়ালে নাবুতোর দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে ইয়েটস।

দ্রুত ঘুরে নাবুতোর পেছনে প্রায় বিশগজের মধ্যে চলে গেল সাওলো। থামল। প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে দুটি পাথরের মধ্য দিয়ে ইয়েটসের অবস্থান আন্দাজ করে গুলি করছে নাবুতো মাঝে-মধ্যে। পেছনে কিছু একটার উপস্থিতি আঁচ করতে পেরে পেটের ওপর ঘুরল ও কিছুটা। দেখতে পেল সাওলোকে। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে রাইফেলের লিভার টানতে গেল সে; সাওলো পিস্তল কক করল।

'ওটা ফেলে দাও, নাবুতো,' শান্ত স্বরে বলল সাওলো। 'তোমাকে আমি খুন করতে চাই না।'

রক্ত আর ঘামের সাথে ধুলো-বালি মিশে কদাকার দেখাচ্ছে নাবুতোর মুখ; হিসহিসে কণ্ঠে বলল, 'চারদিন আগেই আমাকে খুন করেছ, শীক-এ-সে!'

রাইফেল তুলতে শুরু করল সে, গুলি করল সাওলো।

চোদ্দ

পরদিন ঠিক দুপুরের সময় ট্যাংকস এবং ট্যুবাকের মধ্যবর্তী উৎসটায় পৌছল ওরা। ম্যাকলিন পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন একটা শুকনো ওঅশের মধ্যে উৎসটা।

ওঅশের বালুময় চত্বরে বিশ্রামের আয়োজন করল ওরা। হাঁটু গেড়ে বসে ওঅশের এক জায়গায় হাত দিয়ে বালু খুঁড়তে লাগল সাওলো। কিছুক্ষণের মধ্যে বড়সড় একটা গর্তের সৃষ্টি হলো। পানি দেখা গেল ওটার তলায়, কিছুক্ষণের মধ্যে গর্তটা ভরে গেল পানিতে। কিছুটা দূরে আরেকটা গর্ত খুঁড়তে শুরু করল ও একইভাবে।

ইয়েটস, অ্যাম্বারগো আর মেলোডি জিরোচ্ছে ছড়ানো ছিটানো পাথরের ছায়ায়। ভয়াবহ উত্তাপ স্পঞ্জের মত শুষে নিয়েছে ওদের সমস্ত প্রাণশক্তি। ইয়েটস আর মেলোডি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, চোখ বন্ধ করে ভাবছে ওরা; ক্লান্তি কাটানোর চেষ্টা করছে।

একটু দূরে আরেকটা পাথরের ছায়ায় হাঁটু মুড়ে বসে অ্যাম্বারগো, চারদিকে তাকাচ্ছে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে; ওর চোখে কৌতুক। ঘোড়া চালাতে সুবিধা করে দেবার জন্যে ওর হাতদুটো পেছন থেকে সামনে এনে শেকলবদ্ধ করা হয়েছে। লম্বা হাতদুটো ওর হাঁটুর ওপর আলগোছে রাখা; মুখে সব সময়ের মত নোংরা কুটিল হাসি।

সন্ধের কিছু পরে সামনের সিলভার ক্যাম্পে পৌছার আশা করছে ওরা। সাওলোর মত কট্টর বাস্তববাদী মানুষও ক্রমশ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সেটা। তবে সেটা নির্ভর করছে পেছনে কুরিয়াপো কতদূরে আছে তার ওপর। ও জানে, কুরিয়াপো থেমে নেই। কোনওমতে কয়েকটা ঘোড়া ধরে নিয়ে কাঁচা রক্তের গন্ধ পাওয়া নেকড়ের মত সদলবলে ছুটে আসছে সে। জানে, শাদা মানুষেরা ওর সামনেই আছে।

অ্যাম্বারগোর জন্যেও সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন। ওর সুযোগ খুঁজে নেবার সময় ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। পালাবার চেষ্টা সে করবেই। বিশ্রাম নেবার ফাঁকে ফাঁকে এদিকে ওদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে সে, সুযোগ সৃষ্টি হওয়া মাত্র কাজে লাগবে।

সাওলোও ওর ওপর কড়া নজর রাখছে। স্প্যানিয়ার্ডটাকে সামান্য

বেচাল দেখালেই গুলি করবে।

ওদের সঙ্গে খাবার নেই। ফুরিয়ে গেছে গত রাতে। খুঁজে-পেতে পথে যা পাওয়া গেছে, তা সবার মধ্যে বাঁটোয়ারা করে দিল সাওলো। ফলের মত জিনিসগুলো, নরম, স্বাদহীন।

খেতে খুব একটা আপত্তি করল না কেউ। গরমে, পরিশ্রমে আর ক্ষুধায় সবার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়।

চিবোতে চিবোতে মুখ বিকৃত করল মেলোডি। 'মাই গড! এটা কী জিনিস?'

'তু না,' হাসল সাওলো, 'নোপাল ক্যাকটাসের ফল।'

'আর ওগুলো?'

'স্কুয়া ক্যাবেজ। কাঁচাগুলো খেতে ভাল। ওগুলো পাইনি।'

'পুরো ইউএস আর্মি মিলেও যদি অ্যাপাচিদের কাবু করতে না পারে, তাহলে অবাক হব না আমি। এগুলো খেয়েও যদি অ্যাপাচিরা দিব্যি টিকে থাকতে পারে, তাহলে তো ওরা অপরাজেয়।'

অ্যাম্বারগো ছাড়া হাসল সবাই।

হঠাৎ কিছুটা আনমনা হলো মেলোডি। 'হাব,' বিড়বিড় করল সে, 'এই মানুষটাকে সারা জীবন মনে রাখব আমি। কি দুঃসাহসিক কাজই না করেছে সে...' সাওলোর দিকে চাইল মেয়েটি, 'বিশ্বাস করতে পারো যে, আমাদের জন্যেই কাজটা করেছে!'

'পারি। ও জানত, আমরা এটা আজীবন মনে রাখব।'

'আমিও। তবে ওর ওভাবে মরার দরকার কী ছিল, তা বুঝতে পারছি না।'

'দরকার ছিল। ও আমাদের চেয়ে উপযুক্ত হতে চেয়েছিল।'

'তাহলে বলতেই হয়, ও তা-ই হয়েছে।'

গর্তগুলো চেক করল সাওলো। পানিতে ভরে গেছে। অবশ্য পরিষ্কার পানি নয়, কিছুটা ঘোলাটে। ক্যান্টিনে পানি ভরল সে, মেলোডিকে দিল।

'ইচ্ছেমত খেয়ে নাও।'

একচুমুক খেল মেলোডি, মুখ বিকৃত করল। 'সাওলো, আমি ঠিক অভিযোগ করছি না, তবে...'

'মিনারেল। তবে এতে ক্ষতি হবে না। কোনও কোনও জায়গায় এমন পানিও পাওয়া যায়, খেলে তালু আর জিহ্বা আটকে যায় আঠায়।'

ক্যান্টিনটা ইয়েটসের দিকে বাড়িয়ে দিল মেলোডি। ওঅশের মধ্যে নরম বালুর ওপর পায়চারি করতে শুরু করল। ঘোড়ার পিঠে বসে বসে পিঠে খিল

ধরে গেছে, খিল ছাড়ানোর চেষ্টা করছে।

ইয়েটসের হাত থেকে ক্যান্টিনটা নিয়ে অ্যাম্বারগোকে পানি খাওয়াল সাওলো। ক্যান্টিনটায় আবার পানি ভরে মুখ বন্ধ করে রাখল। তারপর ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে শুরু করল গর্ত থেকে।

সুযোগটা ঠিক এ সময়েই পেয়ে গেল অ্যাম্বারগো।

ওর কাছ থেকে গজ তিনেক দূরে পায়চারি করছিল মেলোডি। এতটুকু দূরত্ব আর সাওলোর সামান্য অসতর্কতাই যথেষ্ট বিশালকায়, লম্বা আর দানবের মত শক্তিশালী স্প্যানিয়ার্ডের জন্যে।

হঠাৎ র‍্যাটল সাপের মত গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা, পরমুহূর্তে লাফ দিল মেলোডির উদ্দেশে। মেলোডির হাঁটুর পেছনে আঘাত করল। উপুড় করে ফেলে দিয়ে চড়ে বসল ওর পিঠের ওপর।

শেষ ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াচ্ছিল সাওলো। শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল, হাত থেকে রশিটা ফেলে দিয়ে পিস্তল বের করে কক করল ও। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। মেলোডি অ্যাম্বারগোর নিচে পড়ে আছে উপুড় হয়ে, ওর পিঠের ওপর হাঁটু ঠেকিয়ে গলার নিচে হাত দিয়ে ওপর দিকে চাঁড় দেবার ভঙ্গিতে ধরে আছে স্প্যানিয়ার্ড। সেকেন্ডের ভেতর ঘটে গেছে ব্যাপারটা।

'ছোট একটা ঝাঁকুনি দেব, ব্রীড!' ফিস ফিস করে জানাল অ্যাম্বারগো। ওর বাদামী মুখ চকচক করছে কুটিলতায়। 'ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি···বাস, মট করে ভেঙে যাবে মেয়েটার ঘাড়। দেব?'

বিপজ্জনক ভঙ্গিতে পড়ে আছে মেলোডি। ওর ঘাড় বেঁকে রয়েছে বাম দিকে। দু'হাতে অ্যাম্বারগোর শেকল পরানো হাত দুটো ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে। ওর নখ দেবে গেছে অ্যাম্বারগোর মাংসল হাতে, রক্ত বেরোচ্ছে। ঘোঁৎ করে উঠল অ্যাম্বারগো, চাপ বাড়াল; হাত দূরে সরিয়ে নিল আতঙ্কিত মেলোডি।

'অস্ত্রটা, ব্রীড,' আদেশ দিল অ্যাম্বারগো হুমকির স্বরে, 'ওটা এদিকে ছুঁড়ে দাও।'

মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করল সাওলো। ভীষণাকার ধারণ করল অ্যাম্বারগোর মুখভাব। 'আর একবার···' চাপ বাড়াল সে। মেলোডির অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল।

ছুঁড়ে দিল সাওলো পিস্তল অফ-কক করে। অ্যাম্বারগোর হাঁটুর কাছে পড়ল।

মেলোডির গলার নিচ থেকে হাত সরাল অ্যাম্বারগো। তড়িৎ গতিতে পিস্তলের ওপর ঝাঁপ দিল। পিস্তল হাতে উঠে দাঁড়াল।

'চাবিটা। ওটার জন্যেই তো এত সমস্যা, না? তাড়াতাড়ি!' হাসছে সে। 'এবার ছুরি। হ্যাঁ, ছুরিটা···আস্তে···সাবধান বলছি, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার তোমার কার্তুজেরা—হ্যাঁ, কার্তুজগুলো। বাহ্, বাহ্! এবার, ব্রীড, শুয়ে পড়ো-উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো। তুমি—ইয়েটস, তুমিও!'

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। শেলবেল্ট পরে নিল অ্যাম্বারগো। শেকল খুলে ফেলেছে ও ইতোমধ্যে। একটু দূরে রাখা রাইফেলগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্রত্যেকটা চেক করল, তারপর পাথরে আছড়ে একটার মেকানিজম নষ্ট করে ফেলল। ঘোড়াগুলোর কাছে গেল। সাওলোর শার্পসটা তুলে গুলি করল একটাকে, মাথায়। লুটিয়ে পড়ল ঘোড়াটা। পা ছুঁড়ল, নিথর হয়ে গেল এরপর। কুঁকড়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইল বাকি দুটো ঘোড়া, কাঁপছে। রাইফেলটার ব্যারেলে টোকা দিল অ্যাম্বারগো, 'চমৎকার জিনিস, ব্রীড। তোমার রাইফেলটা। ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাকে।'

সাওলোর বেল্টে আরও কিছু গুলি ছিল ওটার। ওখানে থেকে একটা বের করে নিল অ্যাম্বারগো, ঢোকাল। 'এগুলোর একটাও আর নষ্ট করব না।···এমন কী, তোমাদের ওপরেও না।'

বালুর ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল মেলোডি। অতিকষ্টে মাথা তুলল হাত ও হাঁটুর ওপর শরীরের ভর রেখে। ওর কাছে গেল অ্যাম্বারগো, চুলের গোছা ধরে দাঁড় করাল ওকে পায়ের ওপর। হ্যাঁচকা টানে ওর মাথা পেছনে ঝোঁকাল, পিস্তলটা ঠেসে ধরল চিবুকের নিচে। 'তেড়িবেড়ি করবে না, সুন্দরী। তাহলে ঠুস করে দেব। আমার সঙ্গে যাবে তুমি। ওই ঘোড়াটা তোমার জন্যে। চড়ে বসো ওটায়। খবরদার, চালাকি করতে যেয়ো না—তাহলে এই সুন্দর মাথাটায় তিন-তিনটে গুলি ঢুকিয়ে দেব, বুঝলে?' ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দিল ওকে ঘোড়ার দিকে।

'ওকে কেন নিয়ে যাচ্ছ? ওকে তো তোমার দরকার নেই!' প্রতিবাদ করল সাওলো।

'আমার কাউকেই দরকার নেই। তবে ও একখানা খাসা মাল এবং আমি একজন পুরুষ!' খিক খিক করে হাসল তস্কর। পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরল সাওলোর মাথা বরাবর। 'একটামাত্র গুলি, ব্রীড, তোমার মাথায়, তাহলেই তোমার জারিজুরি শেষ। কিন্তু গুলি নষ্ট করতে চাই না আমি। তোমার ভাই তো আসছেই। অস্ত্র নেই, ঘোড়াও নেই তোমার সাথে। বেশিদূর যেতে পারবে না হেঁটে। নাহ্, তোমার ভাইটাকে হতাশ করা ঠিক হবে না। কী বলো?'

আবার হাসল অ্যাম্বারগো, হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠল ওর বিশাল

শরীর। ঘুরল ও, মেলোডি দাঁড়িয়েছিল, জাপটে ধরল ওর কোমর। প্রায় তুলে নিয়ে গেল ওকে ঘোড়াগুলোর কাছে। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ঘোড়াটার পিঠে বসিয়ে দিল ওকে; ঘোড়া দুটোর রশি খুলে নিয়ে একটা মেলোডির ঘোড়ার গলায় বাঁধল। স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে পানির ক্যান্টিনটা কাঁধে ঝোলাল, তারপর অন্য ঘোড়াটায় চড়ে বসল। মাথায় পরা সমব্রেরোর ব্রিমে টোকা দিল মজা করার ভঙ্গিতে। 'তোমাদের সবার কপাল মন্দ হোক, হাঁদার দল!'

মেলোডির ঘোড়ার লীড রোপ হাতে নিল ও, দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করল শিস দিতে দিতে।

'জেসাস!' উঠে দাঁড়াল ইয়েটস। 'লোকটা…'

মাথা নাড়ল সাওলো। 'আমাদেরও সরে পড়া উচিত!'

'ট্যুবাক?' ওর দিকে ফিরল ইয়েটস। 'পায়ে হেঁটে অতদূর কখনও সম্ভব নয়।'

'একটা সম্ভাবনা সব সময়ই থেকে যায়, মি. ইয়েটস।'

চিবুক চুলকাল ইয়েটস। 'হ্যাঁ। একটা উপায় সম্ভবত আছে…'

'কী সেটা?'

'ট্যুবাক এখান থেকে কতদূর?'

'মাইল বিশেক তো হবেই।'

'ঠিক আছে,' হাত উঁচিয়ে দক্ষিণ দিকে দেখাল ইয়েটস, 'স্টেজরোড এদিকে কিছুটা উত্তরে বেঁকে গেছে। মনে হয়, মাইল পাঁচেক গেলে পেয়ে যাব।'

'অতটা ঘুরে গেলে শহরে পৌঁছতে অনেক দেরি হবে, মি. ইয়েটস।'

'তা হবে,' স্বীকার করল ইয়েটস। 'কিন্তু আমরা শহরে যাব না। শহরের পুবে, মানে এদিকে মেক্সিকান আউটফিট আছে একটা। এখান থেকে কয়েক মাইল মাত্র। একটা-দুটো ঘোড়া পেয়ে যেতে পারি আমরা ওখানে। অবশ্য…' অনিশ্চয়তার ভাব দেখা গেল ওর গলায়, 'অ্যাপাচিরা ওর মধ্যে যদি ওকে তাড়িয়ে না-দিয়ে থাকে। তাহলে ওখানে যাওয়াটা স্রেফ সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছু হবে না।'

দক্ষিণে তাকাল সাওলো। মরুভূমিতে এখন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে মেলোডি আর অ্যাম্বারগোর অবয়ব। 'ঠিক আছে,' সম্মতি দিল ও। 'ঝুঁকিটা নেব আমরা।'

সারাটা জীবন সুযোগের সন্ধানে ফিরেছে অ্যাম্বারগো। ওর মতে, সুযোগ চিনে নিতে হয় এবং সময়মত ওটার দিকে হাত বাড়াতে হয়। ভাগ্যের ওপর নির্ভর

করে বসে থাকলে কিছুই হয় না।

'সেংগ্রে দে ক্রিস্তো!' আপনমনে বিড়বিড় করল সে, হাসল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ঘোড়া থামাল ও। কাঁধ থেকে ক্যান্টিন নামিয়ে মুখ খুলে পানি খেল; মেলোডির দিকে বাড়িয়ে দিল ক্যান্টিনটা। লোভাতুর দৃষ্টিতে জরিপ করল ওকে। মেয়েটার মুখ শুকনো, চোখ বসে গেছে, চিবুকে সামান্য রক্তের ধারা, শুকিয়ে গেছে। তবে ওর সবুজ জীবন্ত চোখে তীব্র ঘৃণার আগুন, জ্বলছে ধিক ধিক করে।

'বুনো সিংহী!' মনে মনে স্বীকার করল অ্যাম্বারগো। মুখে বলল, 'তুমি স্রেফ একজন মেয়েমানুষ, সুন্দরী! পানিটুকু খেয়ে নাও, গায়ে বল পাবে। তারপর আরও ভালভাবে ঘৃণা করতে পারবে। নাও।'

এ-পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি মেলোডি ওর সাথে। এখনও বলল না। তবে ওর হাত থেকে ক্যান্টিনটা নিল। কয়েক ঢোক পানি খেয়ে ফিরিয়ে দিল ফের।

'এবার আমি হেঁটে যাব, সুন্দরী! দেখো, আমি লোকটা খারাপ না। কী বলো? আমি হাঁটব আর তুমি ঘোড়ায় চড়ে যাবে রাণীর মত, অ্যাঁ!'

লীডরোপ হাতে মেলোডির ঘোড়ার পাশে পাশে চলল অ্যাম্বারগো। ওর নিজের ঘোড়ার অবস্থা কাহিল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, মাংসপেশীর বিক্ষেপে থরথর করে কাঁপছে। ওর বিশাল শরীরের ভর সইতে পারেনি ক্ষুদ্র পনিটা, এক নাগাড়ে দীর্ঘপথচলার পর ধুঁকছে এখন। ওটাকে ছেড়েই রওনা হয়েছে অ্যাম্বারগো।

সামনে, অনেক দূরে সান্তা রিতা পর্বতমালার ভাঙাচোরা নীল অবয়ব দেখা যাচ্ছে আকাশের কোলে। ওদিকে সনোরা···দশ বছর আগে একবার ওখানে ছিল ও, ওখানেই যাবে আবার।

মেয়েটাকেও নিয়ে যাবে সাথে; খাসা মাল। যদ্দিন ইচ্ছে থাকবে ওর সাথে। অ্যাম্বারগো সুন্দরী মেয়েদের মূল্য বোঝে। তবে কথা একটাই, ওকে অ্যাম্বারগোর অনুগত থাকতে হবে। সেটা বোঝা যাবে আজ রাতেই, ঘুমোবার সময়। তবে মেয়েটার চোখে প্রবল ঘৃণার আগুন। এটা পছন্দ হচ্ছে না ওর। মেয়েদের অত দেমাগ থাকা ভাল নয়। ঠিক আছে, তেড়িবেড়ি করলে আপদ চুকিয়ে দেয়া যাবে।

সামনে বিস্তৃত অঞ্চল ভাঙাচোরা—এবড়োখেবড়ো। মাঝে-মধ্যে সবুজের চিহ্ন, মরাটে। হাঁটার জন্যে খুব খারাপ পথ। তবে শিকার আর পানি সম্ভবত মিলবে। এ-অঞ্চল সম্পর্কে ভাল ধারণা নেই ওর, এটাই কেবল উদ্বেগে ভোগাচ্ছে ওকে। তবে আশার কথা হচ্ছে, পরিস্থিতি আগামীকালের মধ্যেই

পাল্টাবে। পরিচিত অঞ্চলে পৌঁছে যাবে ও।

সামান্য হাঁটায় ওর হাঁটু আর পায়ের গোছায় টান ধরেছে, ব্যথা করছে। কপাল কুঞ্চিত করল সে। জেসাস মারিয়া! সারাক্ষণ ঘোড়ার পিঠে-থাকা মানুষের কাজ নয় হাঁটা। কিন্তু এই দুর্বল ঘোড়ার পিঠে দু'জনের বসা সম্ভব নয়—আর মেয়েটাকে ফেলে যাওয়াও ওর পক্ষে কঠিন।

মাঝে-মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাচ্ছে অ্যাম্বারগো। অ্যাপাচিদের ভয় করছে না। ট্যাংকসের কাছ থেকে ট্রেইল ধরে অ্যাপাচিরা, ওরা যেখানে থেমেছিল, সেখানে আসবে। প্রথমে একটু বিভ্রান্ত হবে, সন্দেহ নেই; তবে কুরিয়াপো যেহেতু অ্যাপাচি এবং ধুরন্ধর, শিকার চিনতে ভুল করবে না। সাওলোর ট্র্যাক ঠিকই চিনে নেবে।

অবজ্ঞার হাসি হাসল অ্যাম্বারগো। সাওলো আর ইয়েটস কি ট্যুবাকে পৌঁছতে পারবে? কিভাবে? ইয়েটস পোড়-খাওয়া কঠিন লোক, সন্দেহ নেই—কিন্তু বয়স হয়েছে ওর। তবে সাওলো ওকে ফেলে চলে যাবে না। দোআঁশলাটার নীতিবোধ একটু বেশিরকমের টনটনে। ওদের খুঁজে বের করতে কুরিয়াপোকে মোটেই বেগ পেতে হবে না।

সামনে রিজ হালকা হয়ে এসেছে। লাল মাটির টিলাগুলো ক্যাটক্ল' আর ম্যাঞ্জানিটার জঙ্গলে পরিপূর্ণ। অল্পক্ষণেই কটনউড আর উইলো গাছে ভরা একটা রিজের ধারে এসে পড়ল ওরা। এরপরে একটা ক্যানিয়ন। ছোট্ট একটা ঝরণা বয়ে যাচ্ছে ধার ঘেঁষে। একটা কটনউড গাছের গোড়ায় ছোট্ট একটা খরগোসকে ঘাস খেতে দেখা গেল। পিস্তল বের করল অ্যাম্বারগো, গুলি করল।

সূর্য পশ্চিম দিগন্তের কোলে গিয়ে ঠেকেছে। প্রকৃতি শীতল হয়ে উঠতে শুরু করেছে আস্তে আস্তে। ক্যানিয়নের দেয়ালে তাকাল অ্যাম্বারগো, রাত কাটাবার মত যুৎসই জায়গা খুঁজছে। একটু পরে গুহাটা নজরে পড়ল। ক্যানিয়নের মুখ থেকে সামান্য ভেতরে, রাত কাটানোর জন্যে চমৎকার আশ্রয় হবে। এছাড়া পেছনে রেখে আসা ট্রেইলের ওপরও চোখ রাখা যাবে ওখান থেকে।

লম্বা রশিতে বেঁধে একটা ঘেসো জায়গা দেখে ঘোড়াটাকে চরতে দিল সে। ছোট্ট করে আগুন জ্বালল গুহার বাইরে একটা সমতল জায়গা দেখে। খরগোসটার চামড়া ছাড়িয়ে ভাল করে ঝলসে নিল আগুনে। নরম খরগোসের মাংস গরম গরম খেতে দারুণ উপাদেয় লাগল ওদের কাছে।

খাওয়া শেষ করে জায়গাটা চেক করতে বেরোল অ্যাম্বারগো। সুন্দর জায়গা। চমৎকার! আজ রাতটা এখানে কাটাবে ও, কাল সারাদিনও।

জিরোবে মেয়েটাকে নিয়ে। রাতে ফের যাত্রা শুরু করবে। সেটাই ভাল হবে, ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আরামসে যাওয়া যাবে। সীমান্তে ইয়াঙ্কি গভর্নমেন্টের আইন এখন খুব গরম। খুনের আসামী হিসেবে আইন খুঁজছে ওকে; রাতের চলাটাই ওর জন্যে নিরাপদ ও আরামদায়ক হবে।

ফিরে এল ও। এর মধ্যে মেলোডি ওর নিজের দিকে নজর দিয়েছে। অগোছালো চুল খুলে বেঁধেছে সে, বসে আছে আগুনের পাশে, ক্লান্ত ভঙ্গিতে।

'হাহ্! সুন্দরী, তোমার মোলায়েম জিভটা অনেকক্ষণ ধরে বেকার বসে আছে। এবার একটু নাড়াচাড়া করো। রোমান্টিক ধরনের কিছু একটা বলো। কেউ নেই এখানে আমি আর তুমি ছাড়া। জমবে ভাল, কী বলো?'

বরফশীতল চোখদুটো তুলল মেলোডি ওর মুখের ওপর। 'রোমান্টিক ধরনের কথাবার্তাই বলতে চেয়েছি সারা জীবন। তোমরা কেউই শোনোনি।' ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি।

হাত থেকে দাঁত খোঁচানিটা দূরে ফেলে দিল অ্যাম্বারগো আঙুলের টোকায়। 'কথা ফুটেছে, না?' মেলোডির কাছে গেল সে, হাত ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল। 'শোন্, শাদা কুত্তি! মিষ্টি কথা বলে অ্যাম্বারগোকে টলাতে পারবি না। তোদের মত বেশ্যাদের আমি ভাল করে চিনি। ওই দোআঁশলাটার সঙ্গে যে তোর ফষ্টিনষ্টি ছিল, আমি আগেই জানতাম।'

'তাতে কী?' রুখে উঠল মেলোডি। 'দোআঁশলা হলেও ও মানুষ। তুমি কী?'

মাথা পেছনে হেলিয়ে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে মেলোডি। ওর চোখে চ্যালেঞ্জ।

ওর শরীরের উষ্ণতা অনুভব করছে অ্যাম্বারগো। একহাতে ওর কোমর আঁকড়ে ধরে অন্য হাত ওর পিঠে বুলোচ্ছে। উদগ্র কামনায় জ্বলতে জ্বলতে ওকে টেনে ধরে চুমু খেতে গেল সে।

ওকে অবাক করে দিয়ে কোনওরকম প্রতিবাদ করল না মেলোডি—বরং সাড়া দিল। তীব্র চুম্বনে আবদ্ধ করে রাখল ও মেয়েটিকে।

অ্যাম্বারগোর কোমরে বাঁধা হোলস্টারের দিকে আস্তে আস্তে হাত বাড়াল মেলোডি। ছোঁ মেরে পিস্তলের বাঁট আঁকড়ে ধরে টান দিল।

উদগ্র কামনায় বাহ্যজ্ঞানবিলুপ্ত এবং নিজের শক্তিতে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী অ্যাম্বারগোর মাথায় এ ধরনের আশঙ্কার কথা আদপেই আসেনি। বিশ্বাসই করতে পারল না ও ব্যাপারটা প্রথম এক মুহূর্ত। যখন চৈতন্য হলো, কিছুটা দেরি হয়ে গেছে তখন। মেয়েটাকে ঠেলে দিল ও সজোরে। পেছনে ছিটকে পড়ার আগে নেমে এল মেলোডির পিস্তল, প্রচণ্ড আঘাতে ছাতু হয়ে যাওয়া

থেকে কোনওমতে মাথা বাঁচাল অ্যাম্বারগো; ওর নাক আর ঠোঁটে পিছলে পিস্তল নেমে গেল নিচের দিকে।

পনেরো

এবড়োখেবড়ো টেবিলে যত্ন করে সাজানো খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সাওলো। ভাল খাবার; নিজেদের বাগানে ফলানো বীন-সেদ্ধ, লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো, ঘন পনিরের সস, মশলা আর বিস্কুট। চেটেপুটে খেল সাওলো, তারপর হেলান দিয়ে বসল। ঠাণ্ডা, নিচু ছাদের ঘরটার ভেতর চারদিকে তাকাল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুচারুভাবে সাজানো গোছানো ঘরটি; উষ্কখুষ্ক চেহারা, ময়লা জরাজীর্ণ পোশাক পরা সাওলোর নিজেকে বড় বেমানান মনে হলো এর সাথে। তবে সামনে উপবিষ্ট গৃহকর্ত্রী আর তার বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটোকে দেখে মনে হলো না যে, তারা ওরকম কিছু ভাবছে। বাচ্চা দুটো ওর বেঞ্চির পাশে এসে অন্যের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের চোখে আগ্রহ; সম্ভবত পছন্দ হয়েছে ওকে। ওদের দিকে চেয়ে চোখ টিপল সাওলো, তারপর ওদের মায়ের দিকে চেয়ে হাসল 'গ্রেশিয়াস, সিনোরা!'

মহিলা নড করল। 'আর দেব?'

মাথা নাড়ল সাওলো। 'না, ধন্যবাদ, ম্যাম।'

মহিলাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে। ওর উদ্বেগের কারণ সাওলোর অজানা নয়। নিজের ছোট ঘরটা নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে ও, এর পেছনে যে তৃপ্তি ও গর্ব, ওটা সম্পূর্ণই ওর নিজের, পাশাপাশি এর নিরাপত্তার দিকটাও ওকে ভাবতে হয়। সাওলো ওকে দোষ দিচ্ছে না—বরং নিজেকে মহিলার সুন্দর সুশৃঙ্খল গৃহস্থালিতে অশুভ সঙ্কেত বহনকারী বলে মনে হচ্ছে ওর। ওর আগমন হয়তো মহিলার যৎসামান্য নিরাপত্তায় মহা দুর্যোগের সৃষ্টি করতে পারে।

ছোট পীপিং রুমটার দরজা-পথে মহিলার স্বামীকে দেখা গেল। অ্যালেসান্দ্রো শক্ত সমর্থ সুঠাম একজন পুরুষ, নাকের নিচে পুরুষ্ট গোঁফ—সব মিলিয়ে চমৎকার চেহারা। ওকেও কিছুটা উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, তবে অসন্তুষ্ট নয়। 'সিনর,' বলল সে, 'তোমার সঙ্গী জেগে উঠেছে, খুঁজছে তোমাকে।'

উঠে ওর সঙ্গে গেল সাওলো। পীপিং রুমে ইয়েটস শুয়ে আছে। ওর

চোখ-মুখ শুকনো, দৃষ্টি নিস্প্রভ। এক নজর দেখলে যে কেউই বলবে, ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে বেচারা।

'কী হয়েছিল আমার?' সাওলোকে দেখে ক্ষীণস্বরে জানতে চাইল সে।

ওর পাশে বসল সাওলো। 'রোদে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলে তুমি, মি. ইয়েটস।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে এখন। আমার ধারণার চেয়ে অনেক বেশি দূরে ছিল জায়গাটা। তারপর?'

'বাকি পথটা বুড়ো খোকা কোলে চড়ে এসেছেন!' হাসল সাওলো।

'ক্রাইস্ট!' গাঢ়স্বরে বলল ইয়েটস। সাওলোর বাহু আঁকড়ে ধরল দুর্বল হাতে। 'কিন্তু স্টেইভ, আমরা থাকতে পারব না এখানে।'

'অ্যালেসান্দ্রোকে আমি বলেছি যত শীঘ্রি সম্ভব মালপত্র গুছিয়ে ট্যুবাকে চলে যেতে।'

'ভাল করেছ। সময় নেই, আমিও···' উঠতে গেল ইয়েটস, সাওলো শুইয়ে দিল ওকে জোর করে। 'চুপচাপ শুয়ে থাকো। ওরা যাবার সময় তোমাকে নিয়ে যাবে।'

'আমাকে? তার মানে তুমি যাচ্ছ না!'

'অ্যালেসান্দ্রোর বাড়তি ঘোড়া আছে একটা। ওকে বলেছি আমি ওটার কথা।'

'তার মানে, তুমি··· জেসাস, অ্যাম্বারগো···'

'কাউকে তো যেতে হবে, তাই না?'

'নিশ্চয়। কিন্তু তোমাকে নয়—তুমি যেতে পারবে না।'

'কেন?'

'অনেক করেছ তুমি, সাওলো। মেলোডির ব্যাপারটা দুঃখজনক। কিন্তু আমার মনে হয়, অ্যাম্বারগো ওকে মেরে ফেলবে না।'

'গ্যানো বলেছিল, এর আগেও একটা মেয়েকে খুন করেছে ও।'

'আমি কুরিয়াপোর কথা ভাবছি, বাছা। ভাগ্য ভাল, পথে ও আমাদের নাগাল পায়নি। ট্র্যাক ধরে ও সোজা এখানে চলে আসবে। এখান থেকে তোমার ট্র্যাক বেছে নিয়ে তোমার পিছু নেবে; লেগে থাকবে ও তোমার পেছনে আঠার মত। ওকে এড়াতে হলে তোমাকেও ট্যুবাক চলে যেতে হবে, স্টেইভ।'

'আমি তা জানি।'

'তোমার সাথে আমি তর্কে যাব না, বাছা।' হাত ওল্টাল ইয়েটস। 'ঠিক আছে। প্রার্থনা করি, তুমি সফল হও। তবে···' চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বুজল।

'তোমাকে আমি ফের দেখতে চাই, বাছা।'

'দেখতে পাবে,' ওকে আশ্বাস দিল সাওলো। 'তুমি ট্যুবাকে গিয়ে অপেক্ষা কোরো। আর আমার জন্যে একটা বোতল রেখো…'

'রাখব, কথা দিচ্ছি।'

উঠানে বেরোল সাওলো। সূর্য ডোবার ঘণ্টা দুয়েক বাকি আর। নিজের ছোট্ট করালটার দরজায় দাঁড়িয়ে গোঁফের আগায় চিমটি কাটছে অ্যালেসান্দ্রো। ওর তিনটে ঘোড়ার মধ্যে দুটো বুড়ো গোছের, আর একটা তেজী শাদা-কালো ছোপের গেল্ডিং। উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে পুরানো একটা ওয়াগন।

অ্যালেসান্দ্রোর কাছে গেল সাওলো। 'বাঁধাছাঁদায় তোমাকে সাহায্য করতে পারি?'

'কী করব ঠিক বুঝতে পারছি না, সিনর। তুমি কি শিওর, ওরা এদিকে আসবেই?'

'তোমাকে তো বলেছিই। তাছাড়া তুমি নিজেও নিশ্চয় শুনেছ, কুরিয়াপো রিজার্ভেশন থেকে পালিয়েছে। ওর আসার আগেই তোমাদের সরে পড়া উচিত।'

'শুনেছি,' স্বীকার করল মেক্সিকান। 'শেষ স্টেজটা এখান দিয়ে যাবার সময় ওদের মুখে শুনেছিলাম। তবে আমার ধারণা ছিল, এতদূর পশ্চিমে ওরা নাও আসতে পারে। আমি বউয়ের সঙ্গে কথা বলেছি, ও এসব ছেড়ে ছুড়ে যেতে মোটেই রাজি নয়।' অ্যালেসান্দ্রোর গলায় কৈফিয়তের সুর। 'এটা আসলে ওরই ঘর।'

'ওর ঘর ওর পরিবার হলো, আমার মতে, তুমি আর ওই বাচ্চা দুটো। তাছাড়া পরে যে-কোন সময় ওখান থেকে তুমি এখানে ফিরে আসতে পারবে। দয়া করে নিজেদের প্রয়োজনীয় মাল-সামানা গুছিয়ে নাও— এক্ষুণি সরে পড়ো এখান থেকে। তোমাদের পাথুরে ঘর আগুনে পুড়বে না—আর পরিস্থিতি শান্ত হলেই এখানে ফিরে আসবে।'

'এসো, ভারদেদ। আসলে ও এতটা তলিয়ে ভাবেনি।'

'এসো, বাঁধাছাঁদায় আমিও হাত লাগাচ্ছি।'

দু'জনে মিলে পুরানো ওয়াগনটায় বুড়ো ঘোড়া দুটোকে জুড়ে দিল ওরা। বাসনকোসন প্রভৃতি ব্যবহার্য দ্রব্যাদি এবং মূল্যবান কাপড়চোপড় সব তুলল ওয়াগনে। কম্বল বিছিয়ে ইয়েটসের জন্যে মোটামুটি আরামদায়ক একটা বিছানা তৈরি করে ওখানে শুইয়ে দিল ওকে। তারপর সাওলো অ্যালেসান্দ্রোর দেয়া স্যাডল চাপাল গেল্ডিংয়ের পিঠে। হাঁটিয়ে নিয়ে চলল ওটাকে ওয়াগনের

পাশে পাশে। অ্যালেসান্দ্রোর কাছ থেকে একটা কম্বল, পানি রাখার জন্যে চামড়ার বোতল আর ওর ওয়াকার কোল্টটা নিল ধার হিসেবে।

ওয়াগনের পাশে পাশে চলল সে। অ্যালেসান্দ্রোকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'চিন্তা কোরো না, সিনর। তোমার জিনিসগুলোর একটিও নষ্ট হবে না। ওগুলো অক্ষত অবস্থায় নিয়ে আসব আমি। নষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ দেব।'

'এসো, নাদা! ওসব নিয়ে তুমি ভেব না। অ্যাডিয়স, সিনর!'

স্টেজরোড ধরে পশ্চিমে ওয়াগন ছোটাল অ্যালেসান্দ্রো। চাকার ঘষায় ধূলি উড়তে লাগল। সাওলো কিছুক্ষণ গেল্ডিংটাকে দাঁড় করিয়ে ওয়াগনের যাওয়া দেখল। তারপর পুবদিকে ছোটাল ওটাকে। এখান থেকে উত্তর-পুবে, যেখান থেকে অ্যাম্বারগো পালিয়েছিল, সেখানে গিয়ে ব্যাক-ট্র্যাক করার চেয়ে এটা আরও সহজ। অ্যাম্বারগো আড়াআড়িভাবে স্টেজরোড ক্রস করে সোজা দক্ষিণ দিকে গেছে। এখান থেকে বর্তমান পথে গেলে সাওলো অনেক কম সময়ে ওর নাগাল পাবে বলে আশা করছে।

ওর ধারণা স্যাডলবিহীন ক্লান্ত ঘোড়া নিয়ে অ্যাম্বারগো খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি। ঘুম এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনে ওকে থামতে হচ্ছে। তাছাড়া ও একা নয়; ক্লান্ত, শ্রান্ত ও অনিচ্ছুক একজন মহিলাকে নিয়ে চাইলেও গতি বাড়াতে পারবে না।

অবশ্য সাওলো নিজেও ক্লান্ত; জীবনে এত ক্লান্তি ও আর কখনও অনুভব করেনি। ওর এখন যেটা দরকার, সেটা হচ্ছে ঘুম—একটানা লম্বা গাঢ় ঘুম। না-ঘুমিয়ে আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে, বুঝতে পারছে না ও। আর এ-অবস্থায় অ্যাম্বারগোর মত একজন ধড়িবাজ শয়তানের বিরুদ্ধে কিভাবে পেরে উঠবে, তাও জানে না।

সূর্য ডোবার আর সামান্য সময় বাকি। রাতে ওকে থামতেই হবে। তবে অন্ধকার নেমে আসার আগে যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সে। সকালে ভোরের আলো ফোটার আগে আবার শুরু করবে যাত্রা। এর মধ্যে সামান্য কয়েক ঘণ্টার ঘুম ওর জন্যে মহা মূল্যবান।

থেঁতলানো ঠোঁট আর জখমী মাড়ির প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল অ্যাম্বারগো। ওর কাছ থেকে একটু দূরে ঝড়ে উপড়ে-যাওয়া বৃক্ষের মত পড়ে আছে মেলোডি। প্রায় উলঙ্গ। নিচের স্কার্ট পেঁচিয়ে ওর হাতদুটো পেছনে বাঁধা, দু'পাও। মুখ, পিঠ আর শরীরের নানান জায়গায় মারের অজস্র চিহ্ন।

ওর দিকে চেয়ে রইল অ্যাম্বারগো কিছুক্ষণ। থেঁতলানো ঠোঁটে হাসতে গিয়ে পরক্ষণেই ব্যথায় কুঁচকে গেল ওর কপাল। দু'চোখে রাগ ঝলসে উঠল। অস্ফুটস্বরে নোংরা একটা খিস্তি আওড়াল মেলোডির উদ্দেশে।

তবে নিজের ওপরও ওর রাগ কম নয়। শাদা চামড়ার বেশ্যাটাকে ভুল বুঝেছিল সে। ভেবেছিল ওর কবলে পড়ে মেয়েটার সাহসই হবে না ওরকম কিছু ঘটাবার। তাছাড়া ও নিজেও কিছুটা অসতর্ক ছিল। আসলে মেয়েটা চমৎকার, অত্যন্ত চমৎকার। এ-রকম মেয়েকে চুমু খাবার সময় যে-কোনও পুরুষের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবার কথা।

থেঁতলানো ঠোঁটে আলতো করে আঙুল বুলাল অ্যাম্বারগো। ভাগ্যিস, সময়মত মাথাটা সরিয়ে নিতে পেরেছিল, আরেকটু হলে ওর মাথা ছাতু হয়ে যেত; কিংবা আঘাতটা আরেকটু ওপরে লাগলে কমপক্ষে দু'থেকে তিনটে দাঁত খোয়াতে হত ওকে। আর মেয়েটা যদি পিস্তল চালাতে জানত, তাহলে···ঠাণ্ডা একটা অনুভূতি শিরশির করে উঠল ওর ঘাড়ে, এতক্ষণে পাঁজরে দু'তিনটে বুলেট নিয়ে মরে পড়ে থাকত ও এখানে।

রাগে ওকে মেরে ফেলার জন্যে পিস্তল তুলেছিল অ্যাম্বারগো। কিন্তু পরে অশুভ ইচ্ছেটাকে দমন করতে হয়েছে ওকে। পিস্তলের মুখে কুঁকড়ে যায়নি মেয়েটি—এবং দাঁড়িয়েছিল বুক উঁচু করে। সাপের মত হিস-হিস করতে করতে বলেছিল, 'কুত্তার বাচ্চা!'

উত্তেজনায় ওর বুক ওঠা-নামা করছিল হাপরের মত। আর তাতেই অ্যাম্বারগোর ক্রোধ আবার কামনায় পরিণত হয়েছিল। তবে মেরেছে ও মেয়েটাকে প্রচণ্ড ভাবে, শিক্ষা দেবার আশায়। এক পর্যায়ে অজ্ঞান হয়ে যায় মেলোডি।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেলোডি। পা দিয়ে ঠেলে ওকে চিৎ করল অ্যাম্বারগো। ককিয়ে উঠল মেয়েটা। ঘুম ভেঙে গেল ওর। চোখ পিট পিট করল, তারপর বিষদৃষ্টিতে চাইল অ্যাম্বারগোর দিকে।

ওর প্রায় উলঙ্গ শরীরে চোখ আটকে গেল অ্যাম্বারগোর। থেঁতলানো ঠোঁট আর জখমী মাড়ির যন্ত্রণা ছাপিয়ে কামনা জেগে উঠল। ডিয়স, শরীর বটে শাদা কুত্তিটার! এগোল ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বেমক্কা চিৎ হয়ে পড়ে থাকা মেলোডির আতঙ্কিত চোখে চোখ রেখে।

আচমকা থেমে পড়ল অ্যাম্বারগো। ওর সতর্ক কানে অস্ফুট একটা শব্দ এসে ঢুকেছে। পাথরের সাথে ধাতব কিছুর ঘষা খাওয়ার শব্দ। খুব অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম। আরেকটু হলে মিস করত সে। তবে সকালের এ শান্ত নীরবতায় ওর কানকে এড়াতে পারল না শব্দটা।

মেলোডিকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে পিস্তলহাতে দৌড়ে গুহামুখে চলে গেল অ্যাম্বারগো। উঁকি দিল সাবধানে, দূরে একটা নড়াচড়ার আভাস চোখে পড়ল। ঝরণার পাড়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটা ঘোড়া আর তার সওয়ারিকে দেখা গেল একটু পর। পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে শার্পসটা তুলে নিল সে। অপেক্ষা করতে লাগল। আসুক লোকটা, আরেকটু আসুক। বিকৃত মুখে ভয়ঙ্করভাবে হেসে উঠতে চাইল ও মনে মনে, ব্যথা পেয়ে চোখ কুঁচকাল।

ঝরণার পাড় ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে ঘোড়সওয়ার। সতর্ক সে, তীক্ষ্ণ নজর বুলাচ্ছে চারপাশে। ওর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা খুঁজছে ও—এবং খুঁজে পাবার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসীও। লোকটার ভাব-ভঙ্গি এবং শারীরিক কাঠামো দেখে অ্যাম্বারগোর কাছে পরিচিত মনে হচ্ছে ওকে। আরেকটু এগোতেই মুখ স্পষ্ট না-দেখেও আগন্তুককে চিনতে পারল ও। সাওলো।

'বেজন্মাটা ঘোড়া পেল কোথায়?' আপনমনে বিড়বিড় করল অ্যাম্বারগো। রাইফেলের স্টকে চিবুক ঠেকাল সে, চোখ রাখল সাইটে।

টার্গেট এখনও দূরে, তাছাড়া ভোরের আলো এখনও অনুজ্জ্বল। কিন্তু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজি নয় অ্যাম্বারগো, সাওলোকে বিন্দুমাত্র সময় দেয়া উচিত হবে না।

হঠাৎ ঘোড়া থামাল সাওলো। 'গুহার অন্ধকার মুখটা দেখে ফেলেছে নাকি!' ভাবল অ্যাম্বারগো। 'তাহলে নির্ঘাত সন্দেহ করে বসবে দোআঁশলা!'

ওর এই দাঁড়ানো অবস্থাই লক্ষ্যভেদের সুবর্ণ সুযোগ—রাইফেলের ট্রিগার টানল অ্যাম্বারগো।

ভারী বুলেট আঘাত করল গেল্ডিংয়ের মাথায়। ঘোড়াটার পতন অনুভব করতেই লাফ দিল সাওলো, একটা উইলো ঝোপের ওপর পড়ল। ঘন ঝোপ পতন আংশিক রোধ করল, তারপর গড়িয়ে পড়তে লাগল ও নিচের দিকে। শার্পসের শব্দটা চিনতে পেরেছে সাওলো। ক্যানিয়নের দেয়ালে এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওটার গুরুগম্ভীর আওয়াজ।

ঝরণার তলায় পানিতে গিয়ে পড়ল সে। বেশি পানি নেই ঝরণায়, ইঞ্চিকয়েক মত গভীর। হাঁটু আর দু'হাতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিল সাওলো পাড়ের দিকে। ভিজে গেছে খানিকটা।

পাড়ের ওপর হাত রেখে সন্তর্পণে মাথা তুলল ও। যেটাকে আগেই গুহা বলে সন্দেহ করেছিল, ওখানে ধোঁয়ার চিহ্ন দেখতে পেল। মাথা আরেকটু

উঁচাল সাওলো, পর মুহূর্তে ওর পায়ের কাছে উইলো ঝোপের ভেতর গিয়ে ঢুকল দ্বিতীয় গুলিটা।

উজানে কয়েকগজ সরে গেল ও। এখানে পাড় ভাঙা, নুড়ি পাথরে ভরা। ভাঙা পাড়ের এক ধার ঘেঁষে আবার উঁকি দিতে গেল সে, সাথে সাথে আরেকটা গুলি এসে বিদ্ধ হলো অন্য ধারটায়। পাথর কণা আর ধুলো উড়ল, ওর ক্লান্তিতে হাঁ-করা মুখে এসে ঢুকল বালি।

পিছিয়ে গেল সাওলো। ইতোমধ্যে আরেকটা গুলি এসে বিদ্ধ হয়েছে প্রায় আগের জায়গাতেই। পিছিয়ে এল ও ফের।

'ওর দৃষ্টির আড়ালে থেকে সরে যেতে হবে,' ভাবল সাওলো। 'নইলে বারবার জ্বালাবে হতচ্ছাড়া স্প্যানিয়ার্ড।'

সাওলোর চেয়ে ভাল অবস্থানে আছে অ্যাম্বারগো গুহার মুখে। ইচ্ছে মত জায়গা পাল্টে ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

ভেজা কটিবন্ধ থেকে অ্যালেসান্দ্রোর দেয়া কোল্টটা বের করল সাওলো। বারুদ সম্ভবত ভিজে গেছে। মৃত ঘোড়ার কাছে পড়ে থাকা স্যাডল ব্যাগে শুকনো বারুদ আর গুলি আছে। কিন্তু অ্যাম্বারগোর গুলির মুখে ওগুলো আর নিয়ে আসা সম্ভব নয়। কোল্টটা এখন ব্যবহারের অযোগ্য।

উজানে শ'দুয়েক গজ দূরে খাড়ির পাড় আর ক্যানিয়ন ফ্লোর ছোট-বড় পাথরে পরিপূর্ণ। ওখানে চলে গেলে সাওলোর বর্তমান অবস্থা পাল্টে যাবে। কিন্তু ওখানে যেতে হলে ওকে পেরোতে হবে মাঝখানের দু'শ' গজের মত সম্পূর্ণ খোলা জায়গাটা।

খসখসে হাতের তালু চোয়ালে ঘষল সাওলো, চিন্তা করছে। এক দৌড়ে পেরোতে গেলে অতটা পথের কোথাও সামান্য আড়ালও পাওয়া যাবে না। অ্যাম্বারগোর হাতের শার্পসটা আবার বাফেলো গান। ওটার গুলিতে কী হয়, সাওলো তা না-বোঝার মত বেকুব নয়। কিন্তু উপায় নেই। এখান থেকে সরে পড়তে হবে। নয়তো ভেজা বারুদভরা কোল্ট নিয়ে এখানে অপেক্ষা করতে হবে অ্যাম্বারগোর জন্যে।

অ্যাম্বারগো সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু সাওলোর নিজেকে নিয়ে জুয়ায় নামতে হবে। দু'শ' গজের মত খোলা জায়গাটা ও অ্যাম্বারগোর চোখে পড়া এবং রাইফেলের সাইটে আসার আগে হয়তো পেরোতে পারবে, কিংবা পারবে না। এটা অনিশ্চিত এবং এ-অনিশ্চয়তাটুকু ওকে মেনে নিতে হবে।

শরীর বাঁকিয়ে ক্রীকের মেঝেয় লাফ দিল সাওলো। মসৃণ পাথুরে পিঠে পিছলে গেল পা, কোনওমতে টাল সামলে মাথা নিচু করে দৌড় দিল উজানে। টান টান উত্তেজনায়, অ্যাম্বারগোর চোখে পড়া থেকে গুলি করা

পর্যন্ত কতক্ষণ সময় লাগতে পারে, হিসেব করল মনে মনে। এক সেকেন্ড, দুই সেকেন্ড, তিন···আচমকা ডানে ঘুরল সে, পর মুহূর্তে ওর এক ফুটের মধ্যে এসে পড়ল গুলি। ছলকে উঠল পানি। লাফিয়ে উঠল সাওলো নিজের অজান্তে, ভারসাম্য হারাল, আছড়ে পড়ল পিচ্ছিল পাথরে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠল আবার, দৌড় দিল। ছড়ানো ছিটানো পাথরের আড়ালে পৌঁছে ওগুলোর মধ্যে দিয়ে পাড়ে উঠে এল।

ভাঙাচোরা গ্র্যানিটের একটা স্তূপের পাশে বসল ও। তাকাল চারদিকে। পাথরগুলোর ওপাশে প্রথম ঝোপগুলোর মাঝখানের জায়গাটুকু পুরোপুরি উদোম; সামান্য আড়ালও নেই কোথাও।

খোলা জায়গাটায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখ বুলাল ও; এক পর্যায়ে দেখতে পেল অ্যাম্বারগোকে। গুহার মুখ সংলগ্ন একটা শৈলশিরায় রাইফেল রেখে গুলি করার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। পাথরের আড়ালে নড়াচড়া দেখে গুলি ছুঁড়ল ও। কুঁকড়ে গিয়ে মাথা যথাসম্ভব নিচু করে ফেলল সাওলো। ওপরের আলগা অংশে গুলি বিদ্ধ হয়ে চারদিকে কুচি ছড়াল গ্র্যানিট পাথর।

ক্যানিয়ন ফ্লোরটা চড়াই। আচমকা উঠে দৌড় লাগাল সাওলো। ঝোপ পর্যন্ত পৌঁছার আগে হোঁচট খেল দু'বার। ঝোপে ঢুকে পড়ে আরও কিছুদূর এগোল; শব্দ লুকোনোর চেষ্টা করল না মোটেও। একটু পরই দারুণ আড়াল পেয়ে গেল অ্যাম্বারগোর গুলি থেকে। থামল সে। গর্জে উঠল বাফেলো গান, বুলেট ওর হ্যাটের প্রান্ত ছুঁয়ে ফুট খানেক ওপরে ক্যানিয়নের দেয়ালে বিঁধল।

'বেশ,' বিড়বিড় করল সাওলো। 'খেলা এবার আমার হাতে, অ্যাম্বারগো!'

অ্যাম্বারগো ওর অবস্থান থেকে নড়ল। ঝাড়জঙ্গল ভেদ করে ঢাল বেয়ে দ্রুতপদে নামতে শুরু করল। আঁতিপাঁতি করে খুঁজতে শুরু করল যেখানে প্রথমবার সাওলোকে দেখেছিল, সেখানটায়। এদিকে ঢালের ওপর ক্যাটক্ল' ঝোপের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে ওপরে উঠছে সাওলো। অ্যাম্বারগোকে নজরে রাখার দরকার মনে করছে না।

সাওলো যখন নিশ্চিত হলো যে, অ্যাম্বারগো ওকে অতিক্রম করে নিচের দিকে চলে গেছে, দ্রুত ঘুরে অ্যাম্বারগোর সোজাসুজি ওপরে এসে গেল ও।

ঝোপঝাড় ভেঙে অ্যাম্বারগোর চলার শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল। সাওলো জানে, অ্যাম্বারগো বোকা নয়। ধোঁকা খেয়েছে, এটা বুঝতে ওর একটুও সময় লাগবে না। ওর কানে আবার ঝোপঝাড় ভেঙে চলার আওয়াজ এল। মাথা নাড়ল সে। অনুমান মিথ্যে নয়। ভুলটা বুঝতে পেরে অ্যাম্বারগো

আবার উঠে আসছে ওপর দিকে।

ঝোপঝাড় নড়ার শব্দ বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ। অখণ্ড নীরবতা নেমে এল।

অ্যাম্বারগো অপেক্ষা করছে···সাওলোর কাছে অস্ত্র আছে কি নেই বুঝতে পারছে না। ফলে সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে ওকে। তবে নিজের কাছে অস্ত্র হিসেবে বাফেলো গানটা থাকায় আত্মবিশ্বাসী সে। সাওলোর পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে অপেক্ষা করছে এখন।

সোজাসুজি নেমে অ্যাম্বারগোর কাছাকাছি হবার পরিকল্পনা বাদ দিল সাওলো। আড়াআড়ি ভাবে নামতে শুরু করল এবার। ক্যাটক্লু' ঝোপের মধ্যে এবড়োখেবড়ো পাথর ছড়ানো ছিটানো। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগোল সে ওগুলোর মধ্যে দিয়ে।

কিছুদূর এগোতেই অ্যাম্বারগোর অবস্থান টের পেল ও। ওর গায়ের মসৃণ চামড়ার পোশাক দেখা গেল ঝোপের ফাঁকে। অ্যাম্বারগোর খুব কাছে পৌঁছে গেছে ও। ওদের মধ্যে এখন সামান্য ঝোপঝাড়ের আড়াল।

ঝোপঝাড়ের ফাঁকে অ্যাম্বারগোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তীক্ষ্ণ নজর বুলাচ্ছে স্প্যানিয়ার্ড ঢালের নিচের দিকে। সাওলো যে ওপরে উঠে ঘুরে ওর ফেলে-আসা অবস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

আচমকা উঠে দৌড় দিল সাওলো। কিন্তু ঝোপের সাথে পা বেধে গিয়ে পড়ে গেল হুড়মুড় করে।

চরকির মত ঘুরল অ্যাম্বারগো, বাফেলো গানটা তুলল; তাড়াহুড়োয় মিস করল গুলিটা। কিন্তু তার আগেই লাফ দিয়ে সাওলো ওর কাছে ভিড়ে গেছে। দু'জনের মধ্যে শারীরিক সংঘর্ষ ঘটল। এর আগে গুলিটা বেরিয়ে গেছে সাওলোর বাহু প্রায় ছুঁয়েই।

প্রচণ্ড সংঘর্ষে ছিটকে গেল দু'জন দু'দিকে। নিচের দিকে গড়িয়ে গেল অ্যাম্বারগো, ওর পেছন পেছন সাওলো। কিছুদূর যেতেই ঢালের গা ফুঁড়ে বেরিয়ে থাকা পাথরে আটকে ওর নিম্নগতি রুদ্ধ হলো। বেহুঁশের মত পড়ে রইল সাওলো কিছুক্ষণ। ঢালের কঠিন মাটি আর এবড়োখেবড়ো পাথরের ঘষায় শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। নাক থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করেছে। বাতাসের জন্যে হাঁ করতেই জিভে রক্তের নোনা স্বাদ পেল ও।

অতি কষ্টে উঠে বসল সাওলো। মাথা ঝাড়া দিল ক্ষীণভাবে। চোখ পিটপিট করে চারদিক তাকিয়ে অ্যাম্বারগোর সন্ধান করল। নিচে, কিছুদূরে ওর চোখ স্থির হলো। ওখানে মাথা-নিচু পা-উঁচু হয়ে পড়ে আছে স্প্যানিয়ার্ডের বিশাল বাদামী দেহ।

পাথরে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠল সাওলো। ঝোপঝাড় ধরে ঢাল

বেয়ে নামতে লাগল। অ্যাম্বারগোর কাছে পৌঁছল। প্রচণ্ড সংঘর্ষে চিৎ হয়ে প্রবলবেগে নিচের দিকে নেমে গেছে অ্যাম্বারগোর শরীর, পাথরে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে মাথা। মগজ, রক্ত ছিটকে বেরিয়ে লেপ্টে গেছে মুখ আর মাথার টুপিতে।

অ্যাম্বারগোর মৃতদেহ থেকে নিজের ছুরি, পিস্তল আর গুলির বেল্ট উদ্ধার করল সাওলো। সংঘর্ষের সময় ছিটকে-পড়া বাফেলো গানটাও খুঁজে নিয়ে ধীরে ধীরে পা বাড়াল ঝরণার দিকে।

ষোলো

মেলোডি চিনতে পারল না সাওলোকে। ওর শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, প্রচণ্ড মারে কালশিটে পড়ে গেছে সারা গায়ে। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে ও, কাতরাচ্ছে। সাওলো ওর গায়ে হাত দেয়া মাত্র আতঙ্ক আর যন্ত্রণায় তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে।

পাঁজরের অন্তত তিনটে হাড় ভেঙেছে ওর। পুলটিশ দিয়ে ব্যথা কিংবা জ্বর কমাবার খুব একটা সম্ভাবনা দেখল না সাওলো। তবু কিছু গুল্মের সন্ধানে গুহা থেকে ক্যানিয়নে বেরিয়ে এল।

ক্যানিয়ন থেকে অনেক দূরে, যেখানে আম্বারগো তাদের ছেড়ে এসেছিল মেলোডিকে নিয়ে, ওখানেই ইন্ডিয়ানদের ঘোড়াগুলোকে দেখতে পেল সে। ওর মাথায় প্রথম যে চিন্তাটা এল, সেটা হলো ঘোড়া মানেই পালানোর একটা উপায়। কিন্তু ওটা ওর একার জন্যেই। ঘোড়া চালানোর মত অবস্থা মেলোডির নেই। ওকে নিতে হলে ঘোড়ায়-টানা গাড়ির মত কিছু একটা বানাতে হবে। কিন্তু তাতে অন্য সমস্যা আছে। মেলোডির পাঁজরের হাড় ভাঙা ছাড়া অভ্যন্তরীণ অন্য কোনও ক্ষতি হয়েছে কি না ও জানে না। সেরকম কিছু হলে সামান্য নড়াচড়াও ওর জন্যে মারাত্মক হতে পারে; ব্যাপারটা ওকে খুন করার শামিলই হবে। তাছাড়া ওতে সময়ও লাগবে প্রচুর, কিছুদূর যেতে না-যেতেই কুরিয়াপোর হাতে ধরা পড়ে যাবে ওরা।

অবশ্য ও একা ট্যুবাক থেকে সাহায্য নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তাতে কমপেক্ষ দু'দিন সময় লাগবে। এখন কুরিয়াপো খুব বেশি হলে ঘণ্টাখানেকের পথ দূরে আছে। ও ফিরে আসার অনেক আগেই কুরিয়াপো ক্যানিয়নে পৌঁছে এখানে কী ঘটেছিল বুঝে নেবে। এক পর্যায়ে সে গুহাটাও

পেয়ে যাবে। তার অর্থ···

তবে এটাও ঠিক, কুরিয়াপোর ভয় যদি না-ও থাকত তবু মেলোডির এ-অবস্থায় ওকে একা রেখে যাবার কথা ভাবতে পারত না সে। অতএব ওকে মেলোডির সঙ্গেই থাকতে হবে—এবং এর মানে হলো কুরিয়োপো যখন এখানে পৌঁছে যাবে সদলবলে, দু'জনকেই মরতে হবে ওদের হাতে।

গুহায় ফিরল সাওলো। গুল্মগুলো পাথরে ছেঁচে পুলটিশ বানাতে বানাতে পরিস্থিতি খতিয়ে বিচার করতে লাগল। কুরিয়াপোকে ধোঁকা দেবার জন্যে কিছু কাজ সে করতে পারে। যেমন, অ্যাম্বারগোকে কবর দেয়া, গুহামুখ এবং কাছে-পিঠের ট্র্যাকগুলো মুছে ফেলা ইত্যাদি। তবে এগুলো খুব একটা কাজে দেবে বলে মনে হয় না। কুরিয়াপো বোকা নয়—অত সহজে ওকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। ও আর ওর মরুচর সহযোদ্ধাদের পক্ষে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে মিনিটখানেকের বেশি লাগবে না।

কাজে দেবার মত আরেকটা উপায়ের কথা ভাবছে সে। তবে এতে প্রচুর ঝুঁকি আছে, বলতে গেলে সূক্ষ্ম একটা তারের ওপর দিয়ে হাঁটার মত। কিন্তু ঝুঁকিটা নেবে সে।

মধ্যাহ্নের কড়া রোদে চারদিকের উলঙ্গ পাথরের গা থেকে তাপ যখন ঠিকরে বেরোচ্ছে, ঠিক সে সময়টায় এল ওরা। সাতজন অ্যাপাচি যোদ্ধা; পথশ্রমে ক্লান্ত, কৃশ আর তীব্র প্রতিশোধ সংকল্পে নির্মম চেহারা ওদের। নিষ্ঠুরভাবে খাটিয়ে নিজেদের ঘোড়াগুলোকে ওরা মেরেই ফেলেছে প্রায়।

গুহার বাইরে ক্যানিয়নে অপেক্ষা করছে সাওলো। নিরস্ত্র সে, ওর রাইফেল, পিস্তল আর ছোরা পড়ে আছে পায়ের কাছে মাটিতে। সাওলো জানে, দেখামাত্রই ওকে গুলি করবে না অ্যাপাচিরা। শত্রুকে অত আরামে মরতে দিতে রাজি নয় ওরা। ওর খালি দু'হাত ঝুলছে দু'পাশে, অস্ত্র পড়ে আছে মাটিতে—সুতরাং অ্যাপাচিরা ওর কাছে চলে আসতে দ্বিধা করবে না। ফলে ওদের সাথে কথা বলার মত একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে।

অ্যাপাচিরা ওর চারপাশে সামান্য দূরত্বের মধ্যে এসে দাঁড়াল। নিরস্ত্র শত্রুকে এ-অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবছে, এটা কোনও চালাকি কি না। ঘোড়া থেকে নামল কুরিয়াপো, লাগামটা একজন সঙ্গীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সামনে এগোল।

কয়েক বছর পর নিজের সৎভাইকে দেখল সাওলো। এখন তারা দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি। সাওলোর মনে অসংখ্য স্মৃতি এসে জড়ো হলো,

যেগুলোর প্রত্যেকটি ভয়াবহ ধরনের শত্রুতা আর তিক্ততার। ওর ভেতর জেগে উঠল কয়োটের উল্লাস, যে-ভাবেই হোক, আজ মীমাংসা হতে যাচ্ছে তীব্র দ্বন্দ্ব আর ঘৃণার।

কুরিয়াপো লম্বা নয়, গাট্টাগোট্টা চেহারার। ওর ঘাড়, পিঠ আর বুক পেশীবহুল, মাংসল; ঊর্ধ্বাংশের তুলনায় পা দুটো সরু, লম্বা। গায়ের আঁটসাঁট কালিকো শার্ট স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যকে না ঢেকে বরং আরও বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছে। ওর হাতদুটো হাঁটুসমান লম্বা, মাথা বিশাল। মুখ চৌকো ও নিষ্ঠুর ধরনের।

'মরতে চাও, না?' কথা বলল কুরিয়াপো। 'ব্যাপারটা খুব সহজ কিন্তু!' ওর কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

'না,' সাওলো বলল। 'আমার কিছু বক্তব্য আছে।'

'তোমার কোনও বক্তব্য থাকা উচিত নয়,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল কুরিয়াপো। 'একজন অ্যাপাচিরই শুধু কথা বলার অধিকার থাকে।'

'আমার গায়েও অ্যাপাচি-রক্ত আছে। তাই আমারও কথা বলার অধিকার আছে।'

বাকিরা সামনে বাড়ল। দু'জনকে ঘিরে অবস্থান নিল সবাই। শুনছে ওরা কঠিন, সতর্ক মুখে। ওদের মধ্যে নেপুতেকে দেখে খুশি হলো সাওলো।

'মিথ্যা কথা,' দাঁতে দাঁত ঘষল কুরিয়াপো, 'আমি বলছি, তুমি মিথ্যে বলছ! তোমার মা ছিল একটা শাদাচোখো বেশ্যা আর তুমি নিজে শাদাদের মত চলাফেরা করো। তোমাদের শাদাদের মুখে আমি থুতু দিই।'

'আমি একজন যোদ্ধা,' দৃঢ়স্বরে বলল সাওলো। 'আমি চুড়োয় উঠে বাতাসে অর্ঘ্য দিয়েছি, উ-সেন এবং চার বায়ুদেবতার উপাসনা করেছি। একজন মানুষ যখন এসব করে, তার গা থেকে তখন শাদাদের অপবিত্র রক্ত ধুয়ে মুছে যায়।'

মিথ্যে বলছে না সাওলো, উপস্থিত সবাই তা জানে।

নেপুতে চিন্তিত স্বরে বলল, 'তুমি অ্যাপাচিদের রক্ত ঝরিয়েছ, বাছা, তাদের শত্রুদের নয়।'

'এটা ঠিক না। সেটা তুমিও জানো, নেপুতে। একবার সনোরায় শত্রুরা আমাদের ক্যাম্পে হামলা চালালে আমি ওদের একজনকে রাইফেলের গুলিতে মেরেছিলাম। আমার বয়স তখন বারো।'

স্বীকৃতিসূচক ভঙ্গি করল নেপুতে, 'হ্যাঁ, এটা সত্যি।'

'আরেকবার এক শাদাচামড়ার লোককেও আমি মেরেছিলাম,' সাওলো

আবার বলল। 'ও আমাকে অ্যাম্বুশ করতে চেয়েছিল লুটপাটের উদ্দেশ্যে।'

'হ্যাঁ, তুমি আমাদের শত্রুদের খুন করেছ,' গম্ভীরকণ্ঠে বলল নেপুতে। 'কিন্তু তুমি আমাদের রক্তও ঝরিয়েছ।'

'তা ঠিক,' অস্বীকার করল না সাওলো। 'অ্যাপাচিরা নিজেদের মধ্যেও খুনোখুনি করে। বে-দোন-কি-হি নেদ-নি'দের রক্ত ঝরায়, নেদ-নি'রা ছো-কোন-এন'দের খুন করে। ছো-কোন-এন'রাও বে-দোন-কি-হি বা নেদ-নি'দের ছেড়ে কথা কয় না। আমি একজন বে-দোন-কি-হি, নিজেদের মধ্যে লড়াইয়েই আমি নিজেদের লোক খুন করেছি।'

মাথা নিচু করে ভাবল একটু নেপুতে। তারপর বলল, 'এটা সাওলো আর কুরিয়াপোর ব্যাপার। সর্দার জারিপোর দুই ছেলের নিজেদের মধ্যেকার লড়াই।' প্রত্যেকের দিকে চাইল ও একবার করে। 'আমরা এর মধ্যে থাকব না।' ঘোষণা করল সে, 'এটাই হলো আইন।'

ঘোড়া থেকে নামল ও। সাওলোর অস্ত্রগুলো যেখানে পড়েছিল ওখানে গিয়ে কুড়িয়ে নিল ওগুলো। তারপর সাওলোর ছোরাটা মাটিতে গাঁথল। কুরিয়াপোর ছোরাটার জন্যে পা বাড়াল ওর দিকে, সরে গেল কুরিয়াপো।

'এটাই আইন,' গুরুগম্ভীর স্বরে বলল একজন বিশালদেহী অ্যাপাচি।

আবার এগোল নেপুতে। এবার আর আপত্তি করল না কুরিয়াপো। খাপ থেকে ছোরাটা টেনে নিল নেপুতে, তারপর ছুঁড়ে মারল ওটা সাওলোরটার পাশে। দুটো ছুরিই পাশাপাশি গেঁথে রইল একফুটের ব্যবধানে, উভয়ের কাছ থেকে সমান দূরত্বে।

নাক দিয়ে প্রচণ্ড বেগে শ্বাস টেনে নিয়ে ফের দ্বিগুণ বেগে ছেড়ে দিল সাওলো। দারুণ স্বস্তিবোধ করছে ও এখন। নেপুতেকে ধন্যবাদ জানাল মনে মনে। ওর যথাসময়ে যথাযথ কর্তৃত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ কুরিয়াপোর বিরুদ্ধে সমান সুযোগ পাইয়ে দিয়েছে ওকে।

নিজ নিজ ঘোড়াগুলো পিছিয়ে নিয়ে বৃত্ত বড় করে তুলল অ্যাপাচি যোদ্ধারা। মাঝখানে সাওলো আর কুরিয়াপো।

মরচে-পড়া লোহার মত বাদামী কুরিয়াপোর মুখের রঙ। ওর উচ্চতা সাওলোর সমান, তবে ওজন কমপক্ষে দেড়গুণ বেশি। হাতদুটো সাঁড়াশীর মত; প্রবল পেষণে যে কারও পাঁজর গুঁড়িয়ে দেয়ার মত অমিত শক্তিশালী।

ছোরার জন্যে দু'জনের যে কোনও একজনকে আগে চেষ্টা চালাতে হবে। তা করতে হলে সামান্য সময়ের জন্যে মাথা বা পিঠ নিচু করতে হবে।

নিয়তির মত সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সমান সে-সময়টুকুই জয় পরাজয়ের নির্ধারক হতে পারে।

কুরিয়াপোই ঝাঁপ দিল প্রথমে ওর ছুরির উদ্দেশে। পেশীবহুল হাতদুটো টান-টান করে আঙুল দিয়ে ছোরার বাঁট ছুঁতে গেল, সাথে সাথে এক পা চালাল সাওলোর ছুরি লক্ষ্য করে, পরক্ষণেই অন্য বাহুটা চালাল ওপর দিকে ভয়ঙ্কর বেগে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গুঙিয়ে উঠল কপালে সাওলোর ঝেড়ে দেয়া মোক্ষম লাথি খেয়ে, উল্টে পড়ল একদিকে; যতটা না ব্যথা, তার চেয়ে বেশি আঘাত পাওয়ার ভান করে অনড় হয়ে রইল।

নিজের ছুরিটা তুলতে গেল সাওলো তড়িৎবেগে। কুরিয়াপোর পা ছুরি থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে পড়ে আছে। সাওলো ছুরিটা তুলে নিয়ে পুরোপুরি সোজা হবার আগেই শরীর বাঁকিয়ে ছেড়ে-দেয়া স্প্রিঙের মত ওপর দিকে লাফাল কুরিয়াপো। ওর শরীরের ধাক্কা সাওলোর ছুরিধরা হাতটায় লাগল। যথাসময়ে হাত সরিয়ে নিতে পারল না সাওলো, নিজের পাঁজরে নিজের ছুরির খোঁচা খেল। মোকাসিন-পরা পায়ের লাথি হাঁকাল ও কুরিয়াপোর পাঁজরে, আবার তুলল মাথা সই করে, কিন্তু নিজের গতির দমকে ভূমিতে পড়ে যাওয়ায় ওর পা কুরিয়াপোর মাথার নাগাল পেল না।

ডিগবাজি খেল কুরিয়াপো, উঠে দাঁড়াল, সবেগে ছুটে এল সাওলোর দিকে। ঝিলিক দিয়ে উঠল ওর হাতে অর্ধবৃত্তাকারে ঘোরানো ছুরির ফলা। পিছিয়ে গেল সাওলো, ঘুরল বৃত্তাকারে।

সাওলোর মত ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের যোদ্ধা নয় কুরিয়াপো। নিজের নির্মম আর হিংস্র মনোভাব ওকে অস্থির করে তুলেছে। সাওলো বুঝতে পারছে তা। অপেক্ষা করছে, কুরিয়াপোর পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে। পদক্ষেপ নিতে দেরি করল না অ্যাপাচি প্রধান; দ্রুতবেগে ধেয়ে এল ছুরিহাতে। চোখের পলকে হাতের তালুতে উল্টে নিল ওটা। ফলাটা বিঁধিয়ে দিয়ে হ্যাঁচকা টান দেবার ভঙ্গিতে ধরা ওর হাতে এখন ছুরির বাঁট।

বিদ্যুদ্বেগে এগিয়ে এসে এক হাতে থাবা বসাল সাওলো কুরিয়াপোর হাতে, পরক্ষণেই সরে যেতে যেতে নিজের ছুরিটা চালাল ওর বাহুতে, টান দিল নিচের দিকে।

ছুরি পড়ে গেল কুরিয়াপোর অসাড় হাত থেকে। তবে ধেয়ে এল সে। ব্যাপারটা চুকিয়ে দেবার জন্যে সাওলো নিজেও এগোল। কুরিয়াপো ওর ছুরি-ধরা হাতের কবজি চেপে ধরল। ওর শক্ত হাতের চাপ সাওলোর কবজিতে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিতে লাগল। দানবীয় শক্তিতে ওর হাতে ঝাঁকুনি দিল কুরিয়াপো। সাওলোর মনে হলো, বাহুমূল উপড়ে যেন চলে

আসবে ওটা আর দুটো ঝাঁকুনি দিলে।

তবু হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল না সাওলো। আস্তে করে ভিড়ে গিয়ে ওর পায়ের গোড়ালির সঙ্গে পা আটকে নিল। কুরিয়াপোর হাত আরও চেপে বসছে। নখ গেঁথে যাচ্ছে মাংসের ভেতর। আচমকা সামনের দিকে ঠেলা দিল সাওলো। টাল সামলাতে না পেরে চিৎ হয়ে পড়ল কুরিয়াপো। সাওলো নিজেও ওর ওপর গিয়ে পড়ল। প্রবল শক্তিতে গড়ান দিল কুরিয়াপো, সাওলোকে নিচে ফেলে ওর বুকের ওপর চেপে বসতে গেল, পরমুহূর্তে কেঁপে উঠল আপাদমস্তক।

সাওলো ছুরিটা পুরো ঢুকিয়ে দিয়েছে ওর পাঁজরে।

অনেক কষ্টে ওকে নিজের ওপর থেকে সরাল সাওলো। উঠে দাঁড়াল।

'কুরিয়াপোর বন্ধুরা যদি কেউ লড়তে চাও,' চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়ানো অ্যাপাচি যোদ্ধাদের দিকে চাইল সাওলো, 'এসে যাও।'

অনেকটা জেদের বশেই কথাগুলো বলল সাওলো। কুরিয়াপো ওর বৈমাত্রেয় ভাই। জারিপো কখনও ওকে সন্তান বলে স্বীকার করেনি। কুরিয়াপো সেই ছোটবেলা থেকেই বিদ্রূপ করে এসেছে ওকে 'শাদা চোখো বেশ্যার বাচ্চা' বলে। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপ আর ঘৃণা দুটোই বেড়েছে ওর। ওকে হত্যা করে নিজের জ্বালা কিছুটা হলেও মেটাবার প্রতিজ্ঞা করেছিল ও; আজ সেটা মিটিয়েছে। জ্বালা কমছে ধীরে ধীরে।

'শেষ,' বলল নেপুতে।

পারিবারিক কোন্দলের চেয়ে বড় ছিল এই বিবাদ। জারিপোর প্রত্যাশিত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো এবার। তবে এর মূলে রইল এক ছেলের ছোরা আর এক ছেলের রক্ত।

ঘোড়া থেকে নামল অ্যাপাচিরা। কুরিয়াপোর মৃতদেহটা তুলে ঘোড়ার সাথে বেঁধে নিল, তারপর ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল নিচের ক্যানিয়নের দিকে। ওখানে কোথাও ইন্ডিয়ানদের গোপন সমাধিস্থল আছে নিশ্চয়। সমাধিস্থলটা কেবল নামী ইন্ডিয়ান যোদ্ধাদের জন্যেই। জায়গাটার সন্ধান ইন্ডিয়ান ছাড়া আর কেউ জানে না।

সারাদিন মেলোডির সঙ্গে কাটাল সাওলো। ওকে পুলটিশ বেঁধে দিল, হুঁশ ফিরে আসার পর পানি খাওয়াল। সন্ধের সময় ওর প্রলাপ বকা বন্ধ হয়ে গেল, জ্বরও কমে গেল কিছুটা। কোনওমতে কথা বলার শক্তি পেল সে। সদ্যোজাত মুরগির বাচ্চার মত চিঁ-চিঁ করে বলল, 'তোমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। কিন্তু···ঠিক কী বলে···'

'বাদ দাও,' সাওলো যেন পরামর্শ দিচ্ছে ওকে।

'কখনও তা পারব না।...তুমি আমার পাশে রয়ে গেছ, এ-পর্যন্ত আর কেউ থাকেনি।'

সাওলো মেলোডিকে বলতে চাইছিল ব্যাপারটাকে অত বড় করে না দেখার জন্যে, কিন্তু কিভাবে বলতে হয়, বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল।

পরে ভেবে বলল, 'আসলে কিছু ভুল লোকের সঙ্গেই তোমার জীবন কেটেছে অ্যাদ্দিন, ম্যাম। এটাই হলো ব্যাপার।'

'হয়তো,' বলল মেলোডি, 'সাওলো, আমি তোমাকে আরও জানতে চাই।'

কিন্তু শব্দ করে বলল না ও কথাগুলো। কিংবা বলতে পারল না।

ও একটা কম্বলের নিচে শুয়ে আছে। কাছেই আগুন জ্বলছে। ওদিকে চাইল মেলোডি। ধোঁয়া উঠছে, ওপরে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। এক সময় সাওলোকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে তুমি?'

'যাবার মত তেমন জায়গা নেই কোথাও,' জানাল সাওলো। 'তবে তুমি পুরোপুরি সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত নড়ছি না এখান থেকে। তুমি সুস্থ হয়ে ওঠার পর একটা ঘোড়া আর...'

'আমি তা জানতে চাচ্ছি না, সাওলো। তুমি নিজেও তা জানো।'

অস্থির ভঙ্গিতে নড়ে উঠে পায়ের গোড়ালির ওপর বসল সাওলো। ছুরির আঘাত ওর গায়েও ক্ষতের সৃষ্টি করেছে কম-বেশি। রক্ত শুকিয়ে গেছে জামায়। 'আমি চলার ওপর থাকব। বেশিদিন থাকব না কোথাও। হাঁটতে শুরু করব ফের।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ওকে থামিয়ে দিল মেলোডি। 'বুঝতে পেরেছি। আসলে আমারই ভুল। হয়তো একটু বেশি কল্পনা করে ফেলেছিলাম...'

'আমি ঠিক তা বলছি না।'

'আমি জানি। তুমি তোমার মত চলবে এবং অন্যদেরও তাদের মত করে চলতে বলবে, এই তো?'

'তুমি বুঝছ না, ম্যাম। আমি একজন দোআঁশলা। শাদাদের কাছেও, ইন্ডিয়ানদের কাছেও। আর তুমি একজন চমৎকার অপূর্ব সুন্দরী মহিলা।'

কম্বলের ভেতর থেকে একটা হাত বের করল মেলোডি, রাখল সাওলোর হাঁটুতে। হাসল একটু। 'আর তুমি একজন চমৎকার, সুন্দর বাদামী পুরুষ। কী বলো?'

ওর দিকে তাকিয়ে রইল সাওলো। শারীরিকভাবে অত্যাচারিত আর মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মেয়েটির মুখ রক্তহীন, কৃশ। কিন্তু চোখদুটো অসম্ভব সজীব। ওর হাত ধরল সাওলো। 'আমি একজন দোআঁশলা, মেলোডি, হাফ ব্রীড।'

মেলোডির নরম আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরল ওর শক্ত বলিষ্ঠ আঙুলগুলোকে। 'এবং তুমি একজন মানুষ, স্টেইভ!'

* * * *

ওয়েস্টার্ন

জ্বালা

সাওলো। হাফ-ব্রীড। বাবা অ্যাপাচি সর্দার, মা শ্বেতাঙ্গ।
সৎ ভাই কুরিয়াপো ঘৃণা করে ওকে—গালি দেয় নীল চোখো বেশ্যার ছেলে বলে। আবার পদে পদে টের পায় ও শ্বেতাঙ্গদের তীব্র ঘৃণা—মানুষ বলে গণ্য করে না ওরা ওকে। তা হলে?
কোন্‌দিকে যাবে সাওলো? কাদের প্রতি থাকবে অনুগত?
ও কি অ্যাপাচি, না শ্বেতাঙ্গ—কাদের হয়ে যুদ্ধ করবে?
নিজের মত চলবে বলে স্থির করল সাওলো, ন্যায়ের পথে।
অবশ্য তার আগে খুন করবে সে কুরিয়াপোকে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০